NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থানে আত্মঘাতী বাঙালির ভয়ঙ্কর পরিণতি স্পষ্ট

আরজি কর নিয়ে পুলিশ সুপার অফিস ঘেরাওয়ের অভিযানে বামেরা ৬

কলকাতা ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২৪ ভাদ্র ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ৯২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 10.9.2024, Vol.18, Issue No. 92 8 Pages, Price 3.00

নমুনা সংগ্রহ থেকে প্রমাণ লোপাট

সুপ্রিম প্রশ্নবাণে ফের বিদ্ধ রাজ্য

ফের স্টেটাস রিপোর্ট দেবে সিবিআই, পরবর্তী শুনানি ১৭ সেপ্টেম্বর

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানিতে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ রাজ্য। সিবিআই এবং অন্যান্য আইনজীবীদের তরফে নির্যাতিতার শরীরের নমুনা সংগ্রহ এবং প্রমাণ লোপাটের চেষ্টার অভিযোগে একাধিক যুক্তি দেওয়া হল। পালটা দিলেন রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবলও। শীর্ষ আদালত জানিয়ে দিল, আগামী সোমবার তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে ফের রিপোর্ট দেবে সিবিআই। মঙ্গলবার মামলার পরবর্তী শুনানি।

এদিন মুখবন্ধ খামে সিবিআই তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট পেশ করেছে। তবে সেই রিপোর্ট নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়। তিনি বললেন, 'ওপেন কোর্টে কিছু মন্তব্য করতে চাই না। যাতে তদন্তে প্রভাব পড়ে। আগামী সোমবার তদন্তের আবার স্টেটাস রিপোর্ট দিন।' আগামী ১৬ সেপ্টেম্বর ফের স্টেটাস রিপোর্ট দেবে সিবিআই। ১৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে।

সোমবার সুপ্রিম কোর্টে আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের মামলার দ্বিতীয় শুনানিতেও উঠল বিস্তর প্রশ্ন। সিবিআই প্রশ্ন তুলল। রাজ্য পাল্টা যুক্তি দিল। আরজি কর মামলার শুনানি পর্বে সোমবার উঠে এল বেশ কিছু গুরুতর সংশয়ের দিকও। মামলাটি সুপ্রিম কোর্ট গ্রহণ করার আগে এটির শুনানি চলছিল কলকাতা হাইকোর্টে। সেই সময় মামলার একটি পক্ষ ছিলেন এক জনস্বার্থ মামলাকারীও। তাঁর হয়ে সোমবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের এজলাসে উপস্থিত ছিলেন আইনজীবী ফিরোজ এডুলজিও। মৃত মহিলা চিকিৎসকের দেহের সঠিক ময়নাতদন্ত হয়েছিল কি না, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন তিনি।

প্রধান বিচারপতির উদ্দেশে এডুলজি বলেন, 'দয়া করে ময়নাতদন্তের রিপোর্টটি দেখুন। নির্যাতিতার পোশাক কি ডাক্তারকে দেওয়া হয়েছিল? জিন্‌স বা অন্যান্য পোশাক কি ছিল? যদি দেওয়া হয়, তবে সেগুলি কি সিল করা অবস্থায় ছিল?' প্রধান বিচারপতি জানান, তাঁরা রিপোর্ট দেখেছেন। রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিবলও জানান, তাঁরা রিপোর্ট ইতিমধ্যে জমা দিয়েছেন। এডুলজি জানান, 'ময়নাতদন্ত সন্ধ্যা ৬টার পর করা হয়েছিল। কোর্টের নির্দেশ মেনে ভারতের কোথাও সন্ধ্যা ৬টার পরে ময়নাতদন্ত করা হয় না। আমি বিচারপতি পারদিওয়ালার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাই। সার্চ এবং সিজার করার পর কোনও এফআইআর রেজিস্ট্রি করা হয়নি। নির্যাতিতার জামাকাপড় ময়নাতদন্তে পাঠানোর পরে দেওয়া হয়।'

সিবিআইয়ের তরফে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাও জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্টটি কখন বানানো হয়েছিল, সেই সময়ের কথাও উল্লেখ নেই রিপোর্টে। যদিও তার বিরোধিতা করেন সিবল। তাঁর পাল্টা যুক্তি, সব কিছুই উল্লেখ রয়েছে। তবে জনস্বার্থ মামলাকারীর আইনজীবী এডুলজি সোমবার একের পর এক প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্য তথা পুলিশের ভূমিকা নিয়ে। ময়নাতদন্ত প্রসঙ্গে তাঁর প্রশ্ন, 'ভিডিয়োগ্রাফি কে করেছিলেন? কোনও তথ্য নেই। রাইটেব্‌ল সিডি ছিল না কি রিরাইটেব্‌ল কোনও সিডি ছিল? সেই বিষয়েও কোনও তথ্য নেই।' উঠে আসে 'উত্তরবঙ্গ লবি'-র প্রসঙ্গও। এডুলজির দাবি, '(ময়নাতদন্তের সময়) সেখানে যে চিকিৎসকেরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই উত্তরবঙ্গ লবির।'

এডুলজির এই মন্তব্যেও আপত্তি জানান রাজ্যের আইনজীবী সিবল। তাঁর পাল্টা যুক্তি, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সেখানে উপস্থিত ছিলেন। রিপোর্ট নিয়ে কোথাও কোনও সন্দেহ হলে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হোক, প্রস্তাব দেন সিবল। যদিও এডুলজির উত্তর, 'তাতে আমার বক্তব্যে কিছু পাল্টে যাবে না।' পুলিশের তরফে জেনারেল ডায়েরি এন্ট্রিতে সময়ও ভুল উল্লেখ রয়েছে বলে দাবি তাঁর। তিনি আদালতে দাবি করেন, 'এ তো অবাঙ্ময় স্তব! দুপুর আড়াইটে থেকে রাত সাড়ে ১০টা পর্যন্ত মাত্র জেনারেল ডায়েরি হয়েছে দশটি। পুরোটা পরে তৈরি করা হয়নি তো? অনেক রহস্য রয়েছে।'

জনস্বার্থ মামলাকারীর আইনজীবীর বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাও জানান, ফরেন্সিক রিপোর্ট নিয়ে তাঁদের মনেও সংশয় রয়েছে। তাই সিবিআই সেটিকে এইমসে পাঠাতে চায়। শুধু তাই নয়, সলিসিটর জেনারেল আরও জানান, এমন ঘটনার ক্ষেত্রে প্রথম পাঁচ ঘণ্টা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু সিবিআই পাঁচ দিন পরে ঘটনাস্থলে গিয়েছিল। ততক্ষণে যদি কিছু পাল্টে গিয়ে থাকে, তবে তা উদ্ধার করা যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের বলে জানান সলিসিটর জেনারেল। এডুলজি সোমবার সুপ্রিম কোর্টে আরও বেশ কিছু যুক্তি সাজানোর চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, 'দাবি করা হচ্ছে, মৃতার পা ৯০ ডিগ্রি কোণে ছিল। কোমরের হাড় ভাঙা না হলে, এটা সম্ভব নয়।' সে ক্ষেত্রে এক্স-রে প্লেট কি দেওয়া হয়েছিল? প্রশ্ন তোলেন এডুলজি।

পাশাপাশি তাঁর আরও দাবি, নির্যাতিতার সোয়াবের নমুনা ৪ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সংরক্ষিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। ঘটনার এক মাস পেরিয়ে যাওয়ার পরেও নির্যাতিতার মৃত্যুর সময় কেন জানা গেল না, তা নিয়েও এ দিন আদালতে প্রশ্ন তোলেন জনস্বার্থ মামলাকারীর আইনজীবী। যদিও প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় সোমবার নির্দেশ দিয়েছেন, সিবিআইকে আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে ফের একটি স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিতে হবে। মামলার সঙ্গে জড়িত সব পক্ষকে তিনি জানান, আগে সিবিআইকে তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট জমা দিতে দেওয়া হোক। তার পরে যদি কারও কোনও প্রশ্ন থাকে, তা করতে পারেন।

আজ বিকেল ৫টার মধ্যে কাজে যোগ দিতে নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর: আরজি কর মামলায় স্টেটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে রাজ্য। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফ থেকেও আলাদা করে রিপোর্ট দেওয়া হয়। এই রিপোর্টে জানানো হয়, চিকিৎসকদের লাগাতার কর্মবিরতির জেরে রাজ্যে ২৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ডাক্তারদের ২৮ দিনের কর্মবিরতিতে ৬ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত। সোমবার শীর্ষ আদালতে রাজ্য সরকারের তরফে আইনজীবী কপিল সিবল সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চে সওয়াল করতে গিয়ে এই পরিসংখ্যান তুলে ধরেন। এই ঘটনার জন্য চিকিৎসকদের কর্মবিরতিকে দায়ী করেছে রাজ্য। এরপরই শীর্ষ আদালত চিকিৎসকদের কাজে ফেরার ডেডলাইন বেঁধে দেয়। সুপ্রিম কোর্ট আন্দোলনরত ডাক্তারদের উদ্দেশ্যে সাফ জানাল, মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে যোগ দিতে হবে। আর কাজে যোগ দিলে তাদের বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ নয়। যদি তারা কাজে যোগ না দেয় তাহলে রাজ্য তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে পারে। রাজ্য কড়া পদক্ষেপ নিলে সুপ্রিম কোর্ট কোনও বাধা দেব না। মামলার শুনানিতে জানাল প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়।

'এক মাস হয়ে গেল, এ বার উৎসবে ফিরুন'

আন্দোলনের আবহে মুখ্যমন্ত্রীর আর্জি নিয়ে শুরু সমালোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার এক মাস হয়েছে আরজি কর-কাণ্ডে নির্যাতিতার মৃত্যুর। আর সেই দিনেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বান, 'এক মাস তো হয়ে গেল। আমি অনুরোধ করব, পুজোয় ফিরে আসুন, উৎসবে ফিরে আসুন।' এরই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও অনেক কথা বললেও বিরোধী দলের নেতারা আপাতত মমতার ওই বক্তব্যের সমালোচনায় সরব।

আরজি কর আবহে পুজো বয়কটের ডাক। কোথাও কোথাও সরকারি অনুদান বয়কটের প্রবণতা। আরজি কর বিক্ষোভ যে বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজোকেও প্রভাবিত করতে পারে, সেটাও অনুমান করছেন মুখ্যমন্ত্রী। সেকারণেই জনতার উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রীর বার্তা, 'পুজোয় ফিরুন, উৎসবে ফিরুন। একমাস একদিন হয়ে গেল। রোজ রোজ রাস্তায় নামলে অনেক মানুষের অসুবিধা হয়।' একই সঙ্গে সিবিআইয়ের কাছে তাঁর অনুরোধ, বিভ্রান্ত না করে মূল মামলার তদন্ত দ্রুত শেষ করুক তারা। মূল মামলার তদন্তের গতি বাড়িয়ে দ্রুত অভিযুক্তদের শাস্তির ব্যবস্থা করুক।

মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, একটা অংশ চাইছে পুজোর অর্থনীতিকে ধ্বংস করে দিতে। তাতে বিভ্রান্ত হওয়া যাবে না। মমতা দাবি করেন, 'পুজো একটা অর্থনীতি। বাংলায় একটা উৎসব আসছে। এই উৎসবের সময় গরিব মানুষ করে খায়। ঢাকি থেকে ধামসা-মাদল, ছোট দোকান থেকে শুরু করে স্বনির্ভর গোষ্ঠী সবার রুজিরুটি নির্ভর করে পুজোর উপর।' মমতার সাফ বার্তা, 'দুর্গাপুজো আমাদের সেরা উৎসব। এই উৎসবে যেন কোনও ভুলভ্রান্তি, ষড়যন্ত্র, কুৎসা, অপপ্রচার, চক্রান্ত না হয়।'

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সরকারের কাছে অভিযোগ সরাসরি আসেনি। তার পরেও দু'জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে ময়না তদন্ত করা হয়েছিল। ময়নাতদন্তের সময় ভিডিয়োগ্রাফি করা হয়েছিল। প্রমাণ নষ্ট করা প্রসঙ্গে যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারের কিছু গোপন করার নেই। কাউকে আড়াল করারও নেই। কেউ আমাদের বন্ধু নয়, কেউ আমাদের শত্রু নয়। অনেকে অনেক উল্টোপাল্টা কথা বলছেন। কিন্তু জেনে রাখুন, আমার সঙ্গে কারও কোনও যোগ নেই। আমিও কারও সঙ্গে জড়িত নই। আমি যখন কোনও পদে বসি, সেই পদকে সম্মান করতে আমি জানি। অনেক অসম্মান-অপমান করছেন মিথ্যা কথা বলে, কুৎসা রটিয়ে। আর করবেন না। আপনারা বলছেন সবাইকে বদলাতে হবে। আমি পাঁচটা দাবি পূরণ করতে পারি, পাঁচটা না-ও করতে পারি।'

অন্যদিকে, আরজি কর নিয়ে চলা নাগরিক আন্দোলনকারীদের বার্তা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এখনো পর্যন্ত যত আন্দোলন হয়েছে তা অনুমতি ছাড়াই হয়েছে।

আন্দোলনকারীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'প্রতিদিন রাতে যদি মানুষ রাস্তায় থাকেন, অনেক মানুষের সমস্যা হয়। অনেক এলাকায় অনেক বয়স্ক মানুষ আছেন। আলো লাগালে, তাঁদের ঘুমের সমস্যা হয়। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের নিয়মও রয়েছে রাত ১০টার পর মাইক বাজানো নিয়ে। তা সত্ত্বেও ছাড় দেওয়া হয়েছে।' কেন্দ্রীয় সরকারের প্ররোচনা এবং কয়েকটি বাম দল আন্দোলনের নামে অশান্তি ছড়াচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। এব্যাপারে পুলিশের ভূমিকার তিনি প্রশংসা করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'সারা পৃথিবীতে বাংলার নামে বদনাম করা হচ্ছে। একটি হোয়াটস্‌অ্যাপ গ্রুপ জুটেছে। যাঁরা এখান থেকে পড়াশোনা করে, খেয়েদেয়ে, মানুষ হয়ে বাইরে গিয়েছেন; তাঁরা একতরফা কথা শুনে বাংলার বদনাম করছেন। তাঁরা তো দু'পক্ষকে শুনতে পারছেন না। তাঁদের বোঝা উচিত, বাংলাদেশ আলাদা রাষ্ট্র। ভারত আলাদা রাষ্ট্র। এখানে বাংলাদেশ হবে না।' আসন্ন উৎসবের মরশুমকে সামনে রেখে এখন আন্দোলন থেকে সরে এসে সকলকে উৎসবে মনোনিবেশ করতেও মুখ্যমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর এমন মন্তব্যের পালটা প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'গোটা বাংলা ভারাক্রান্ত। জীবনে কখনও যে মা মিছিলে হাঁটেননি, তিনিও পথে। নির্যাতিতাকে সকলে কন্যা, মা, সহোদরা মনে করে আন্দোলনে নেমেছেন। মুখ্যমন্ত্রীর উচিত সমব্যথী হয়ে রাজ্যের মানুষকে সমবেদনা জানানোর। তা না করে আন্দোলনকে ভয় পেয়ে তিনি মানুষকে পুজোর আনন্দে মাততে বলছেন! এটা নিন্দনীয়।' ওই মন্তব্যের পালটা আন্দোলন হবে বলেও জানিয়েছেন সুকান্ত।

সিপি'র ইস্তফার ইচ্ছা নিয়ে ব্যাখ্যা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করের মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার তদন্তে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। হাইকোর্ট, এমনকি সুপ্রিম কোর্টেও প্রশ্নের মুখে পড়েছিল কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশ। সেই আবহেই কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগের দাবি তোলেন আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারেরা। সেই দাবিতে লালবাজার অভিযানও করেছেন তাঁরা। এ বার সেই দাবি নিয়ে মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানান, সিপি অনেক বার এসেছিলেন পদত্যাগ করার জন্য। কিন্তু কেন তাঁর পদত্যাগ গ্রহণ করা হয়নি, তা-ও স্পষ্ট করে দেন মমতা। সোমবার নবান্ন সভাঘরে প্রশাসনিক পর্যালোচনা বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কলকাতার পুলিশ কমিশনার নিজে অনেক বার আমার কাছে এসেছেন পদত্যাগ করার জন্য। সাত দিন আগেও।' কেন তাঁর পদত্যাগ গ্রহণ করা হয়নি তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে মমতা বলেন, 'সামনে পুজো রয়েছে। আপনারাই বলুন, যিনি দায়িত্বে থাকবেন, তাঁকে তো আইনশৃঙ্খলা জানতে হবে। কিছু দিন ধৈর্য ধরলে কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়!' তার পরই জুনিয়র ডাক্তারদের দাবি নিয়ে মমতা কড়া স্বরে বলেন, 'আপনারা বলছেন সবাইকে বদলাতে হবে। আপনারা ১০টা দাবি রাখতেই পারেন, কিন্তু আমি পাঁচটা দাবি পূরণ করতে পারি, পাঁচটা না-ও করতে পারি।'

'টাকা দেয়নি পুলিশ'

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর-কাণ্ডে তোলপাড় গোটা দেশ। পদে পদে প্রশ্নের মুখে পড়ছে পুলিশ ও প্রশাসন। সেই আবহে মারাত্মক অভিযোগ করেছে নির্যাতিতার পরিবার। মেয়ের দেহ ঘরে শায়িত থাকা অবস্থাতেই পুলিশ ঘরে ঢুকে টাকার প্রস্তাব দেয় বলে অভিযোগ তরুণী চিকিৎসকের মা-বাবার। যদিও সেই অভিযোগ উড়িয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সুপ্রিম রায়ের পর তিনি বলেন, 'আরজি করে নির্যাতিতার পরিবারকে টাকা দেয়নি পুলিশ। সমস্তটাই মিথ্যে কথা। কুৎসা করা হচ্ছে। প্রমাণ দিতে হবে। বরং পশ্চিমবঙ্গ সরকার আর্থিক সাহায্য দিতে চেয়েছিল, যা নিতে চায়নি নির্যাতিতার পরিবার।' নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, মেয়ের দেহ ঘরে শায়িত থাকা অবস্থাতেই ডিসি নর্থ অন্য ঘরে তাঁদের টাকার প্রস্তাব দেন, পুলিশকে রাগালে বিচার পেতে দেরি হবে বলে হুমকিও দেওয়া হয়। যদিও সোমবার সুপ্রিম রায়ের পর সাংবাদিক সম্মেলনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পুলিশের নামে কুৎসা করা হচ্ছে। মিথ্যা প্রচার চলছে। আর জি করে নির্যাতিতার পরিবারকে টাকা দেয়নি পুলিশ। তবে আর্থিক সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল রাজ্য সরকার। যা নিতে অস্বীকার করেন নির্যাতিতার মা-বাবা।

জুনিয়র ডাক্তারদের জন্য আলোচনার দরজা খুললেন মমতা

ফাইল চিত্র।

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের সুবিচারের দাবিতে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির প্রায় মাসখানেক হল। প্রভাব পড়ছে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে। প্রচুর রোগী ফিরে যাচ্ছেন চিকিৎসা না পেয়ে। সোমবার, সুপ্রিম কোর্ট এই মামলার শুনানিতে কড়া নির্দেশ দিয়েছে, চিকিৎসকদের কাজে ফিরতেই হবে। এর জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেল ৫টা ডেডলাইন। এই নির্দেশকে স্বাগত জানিয়ে এবার প্রতিক্রিয়া দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন নবান্ন থেকে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের প্রতি তাঁর বার্তা, 'আসুন না, কথা হবে, আলোচনা হবে। আমরা তো কথা বলতে প্রস্তুত।' রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম জানান, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে প্রায় সাত লাখ রোগী বহির্বিভাগে পরিষেবা পাননি। হাসপাতালে প্রায় ৭০ হাজার রোগীকে ভর্তি নেওয়া যায়নি। সাত হাজারের বেশি পূর্ব পরিকল্পিত অস্ত্রোপচার করা সম্ভব হয়নি। হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে বাড়ি ফিরে কতজনের মৃত্যু হয়েছে, সে বিষয়ে ব্লক স্তর থেকে খোঁজ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জুনিয়র চিকিৎসকদের বেশিরভাগ দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী জুনিয়র চিকিৎসকদের উদ্দেশে বলেন, 'সেদিন স্বাস্থ্যভবনে গিয়ে জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধি দল যা যা দাবি করেছিলেন, তার সবটাই মেনে নেওয়া হয়েছে। আপনারা অধ্যক্ষের অপসারণ, এমএসভিপি বদল চেয়েছিলেন। তা সঙ্গে সঙ্গে করে দেওয়া হয়েছে। চারটি দাবি ছিল, সব পূরণ করেছি। তা সত্ত্বেও কেন কাজে ফিরছেন না?' তাঁর আরও বক্তব্য, 'যত আন্দোলন হয়েছে অনুমতি ছাড়া। অনুমতি নেওয়া হয়নি। সুপ্রিম কোর্টও ডাক্তারদের অনুরোধ করেছে কাজে যোগ দেওয়ার জন্য। আমিও আবার অনুরোধ করব, কাজে ফেরার জন্য।' এ প্রসঙ্গে সরকারি হাসপাতালে রোগীদের চাপ এবং চিকিৎসকদের দায়বদ্ধতা নিয়ে বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যসচিবের অনুরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন: জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফিরতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। এবার তাঁদের যাবতীয় সুরক্ষা ও নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে কাজে ফেরার আবেদন জানাল রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী নিজেই তাঁদের সঙ্গে আলোচনার বার্তা দিয়েছেন। এর পরেই নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে একই অনুরোধ করলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।

তিনি বলেন, 'জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতি সহানুভূতি রয়েছে। আমরা চাইছি, বন্ধু বা ভাইবোন হিসেবে ওঁরা যেন আবার কাজ শুরু করেন। সুপ্রিম কোর্ট সবাইকে কাজে ফিরতে বলেছে। এও বলেছে, কাজে ফিরলে সবাই উপকৃত হবেন। জুনিয়র ডাক্তাররা যাতে কাজে ফেরেন তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীও অনুরোধ করছেন। আমরা একই কথা বলছি।'

তিনি আরও বলেন, 'হাসপাতালগুলির নিজস্ব নিরাপত্তা ব্যবস্থাও আছে। সেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে। প্রয়োজনে নতুন নিরাপত্তাকর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। আমরা চাইছি সামগ্রিক চেষ্টার মাধ্যমে যা কাজ করার, তা আগামী দিনে দ্রুততার সঙ্গে করব।'

মুখ্যসচিব আরও বলেন, 'আমাদের পুরো দল এই কাজের জন্য প্রস্তুত রয়েছে। সকলের সঙ্গে আলোচনা করে সাত দিনের মধ্যে এই কাজগুলো করা হবে। জুনিয়র ডাক্তারদের অনুরোধ আপনারা কাজে ফিরুন। এত দিন আপনারা যা পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছিলেন তা শুরু করুন।' স্বাস্থ্যসচিবও একই কথা বলেন সোমবারের সাংবাদিক বৈঠকে।

অভিষেক-রুজিরার আর্জি খারিজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কয়লা দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। ইডির তলবকে চ্যালেঞ্জ করে অভিষেকদের করা আর্জি খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। কয়লা দুর্নীতি মামলায় এর আগে একাধিকবার অভিষেক এবং রুজিরাকে দিল্লিতে তলব করে ইডি। তদন্তকারীদের দাবি ছিল, কলকাতায় তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে নিরাপত্তার সমস্যা হতে পারে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সেই তলবে সাড়া না দিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। অভিষেক দাবি করেন, বার বার তদন্তের নামে দিল্লিতে ডেকে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে 'হেনস্তা' করছে ইডি।

ধমক খেলেন কৌস্তভ

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর: সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানি চলাকালীন চড়া সুরে কথা বলায় প্রধান বিচারপতির তীব্র ভর্ৎসনার মুখে পড়লেন বিজেপি নেতা তথা তরুণ আইনজীবী কৌস্তভ বাগচি। তাঁর আচরণে ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি রীতিমতো ধমক দিয়ে তাঁকে চুপ করিয়ে দিলেন। বলেন, 'কণ্ঠস্বর নিচে নামান। প্রধান বিচারপতির কথা শুনুন। গলা তুলবেন না।' এর পর অবশ্য কৌস্তভ একেবারেই চুপ করে যান। এনিয়ে বিজেপির আইনজীবী নেতাকে সোশাল মিডিয়ায় কটাক্ষ করেছে তৃণমূল।

আরজি কর-এর নৃশংসতার বিচারহীন ১ মাস অতিক্রান্ত। প্রতিবাদে সোমবার শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে ৯ মিনিটের নীরব মানববন্ধন। ছবি: ফেসবুক

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৯/০৮/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৩৯৭৯ নং এফিডেভিট বলে Mahua Chakraborty D/o. Sahadeb Chakraborty ও Mahua Kole W/o. Pulak Koley সাং জগুদাসপাড়া, মাধবানন্দ গিড়ি আশ্রম নিকট, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩ সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৯/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০৩ নং এফিডেভিট বলে Prodip Kumar Santra S/o. Debendra Nath Santra ও Pradip Kr. Santra S/o. Lt. D. N. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

LIC এর 423894690 পলিসিতে আমার নাম অজিত প্রামানিক পিতা- ষষ্ঠী প্রামানিক ছিল. গত ৪/৯/২৪ তারিখে বহরমপুর কোর্টে এফিডেভিট করে আমি সুখেন্দু প্রামানিক পিতা- ষষ্ঠী প্রামানিক নামে পরিচিত হলাম।

নাম পরিবর্তন

আমি, জয়দীপ পালানা, পিতা গোপালদাস পালানা, বাসিন্দা ১৮, পদ্মপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০০২০, এই মর্মে ঘোষণা করছি যে জয়দীপ কুমার গোপালদাস পালন, জয়দীপ কুমার জি পালান এবং জয়দীপ পালানা এই তিনটি নাম একই ব্যক্তির এবং তা আমি। আমি সমস্ত উদ্দেশ্যে জয়দীপ পালানা নামে পরিচিত হবো, যার স্বীকৃতি হল ৩০শে আগস্ট, ২০২৪ তারিখে ব্যাঙ্কশাল কোর্টের লার্নেড জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (১ম শ্রেণী)-এর সামনে শপথ করা হলফনামা।

E-Tender

E- Tenders are invited by the Pradhan, Betai -II Gram Panchayat (Under Tehatta-I Panchayat Samity) P.O- Betai, Nadia. **NIET NO. 6e, 7e, 8e, 9e/2024-25.** Last date of submission **16-09-2024 up to 11a.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

S/d- Pradhan,
Betai -II Gram Panchayat.

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

আমি **শ্রীমত্যা সুলেখা চল, স্বামী**- স্বর্গীয় সুকুমার চল, সাং-কৃষ্ণনন্দপুর, থানা-জে.বি.পুর, হাল সাং-11/1 নটবর পাল রোড, পোস্ট- কদমতলা, থানা- ব্যাঁটরা আধার নং – 6572-9513-8614 বিগত ইং 02/11/2022 তারিখে এ.ডি.এস.আর. .... অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-2996/2022 নং আমমোক্তার দলিলমুলে **শ্রী শৈলেন ঘোষ**, পিতা-৺ সনাতন ঘোষ, সাং- কৃষ্ণনন্দপুর, থানা-জে.বি.পুর -711410, আধার নং 6632-2955-0748 মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করি ও তিনি নিম্নবর্নিত তপশীল সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে বিগত ইং 22/06/2023 তারিখে সাব রেজিস্ট্রি অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-5434/23 নং দলিল মূলে **সেখ বোরহান আলি**, পিতা সেখ নূর আলি, সাং সাং-কৃষ্ণনন্দপুর, থানা- জে.বি.পুর মহাশয় কে বিক্রয় করেন।

তপশিল – মৌজা- নবাসন, জে. এল নং 19, এল.আর. দাগ নং-87, এল.আর. খতিয়ান নং 225,122,115 ও 62, পরিমাপ 1000 অংশে- 79 শতক তন্মধ্যে 08 শতক সকল প্রকার ইজমেন্ট রাইট সহ (বিক্রীত)।

এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **খ বোরহান আলি**, পিতা সেখ নূর আলি, উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও জে.বি.পুর ব্লক অফিসে আবেদন করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসের ল' ক্লার্ক দীপঙ্কর দাস (ভজা দাস) মোবাইল নং- 9800776955 কে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি - শ্রীমত্যা সুলেখা চল
আমমোক্তার দাতা

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ১০ ই সেপ্টেম্বর, ২৪ শে ভাদ্র। মঙ্গল বার। সপ্তমী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি ।অষ্টোত্তরি শনি মহাদশা, ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের অন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন শুক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুদদদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল ভারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন কারে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পুর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পারা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের যারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

(উমা- মহেশ্বর পুজো। ললিতা সপ্তমী ব্রত।)

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা-হুগলী-
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চন্দননগর
২০২১ সালের ৭৬ নং এ্যাক্ট ৩৯
মোকর্দ্দমা ।

দরখাস্তকারী:- **১) নবকুমার বাঁদুরী, ২) কুসদ্ধর বাঁদুরী, ৩) দেবাশীষ বাঁদুরী,** সকলের পিতা মৃত লালমোহন বাঁদুরী গ্রাম- ভোলা, পো: কামারকুন্ডু থানা- সিঙ্গুর জেলা হুগলী, এতদ্বারা সবর্বসাধারনকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে জেলা হুগলীর সিঙ্গুর থানার অধীন ভোলা গ্রামের অধুনা মৃত **লালমোহন বাঁদুরী** গত ইংরাজি ০২/১০/২০ তারিখে বেউইল অবস্থায় পরলোক গমন করেন ও **পূর্নিমা বাঁদুরী** গত ইংরাজীর ২১/০৮/২০২০ তারিখে বেউইল অবস্থায় পরলোক গমন করেন, উক্ত ব্যক্তি দ্বয়ের ত্যক্ত জেলা হুগলীর নালিকূল শাখার পোস্ট অফিসে গচ্ছিত **৬,০১,০০০৲ টাকা** সংগ্রহ করিবার প্রার্থনায় উপরোক্ত দরখাস্তকারীগণ অত্র আদালতে বর্তমান মোকর্দ্দমায় দরখাস্ত দাখিল করিয়াছেন, উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে আগামী ইংরাজীর **৩০/০৯/২৪** তারিখে সকাল ১০ টায় অত্র আদালতে স্বয়ং নিযুক্তীয় আইনজীবির মাধ্যমে লিখিত আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।

অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের একতরফা শুনানী হইয়া যাইবে। মোট মুল্য **৬,০১,০০০৲ টাকা** সাব পোস্ট অফিস নালিকুল জয়েন্ট এ্যাকাউন্ট নম্বর ১৭৭৬৬০৯ **লালমোহন ভাণ্ডারী ও পূর্নিমা ভান্ডারীর** নাম বরাবর যাহা ২৮/১০/২০১৯ ও ২৮/১০/২০২১ তারিখে খোলা হয়েছে ।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
প্রভাত কুমার বাগ (এ্যাডভোকেট)
আদালতের আদেশানুসারে
সৌমেন ঘোষাল (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চন্দননগর।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

আমমোক্তার নামা

শ্রী অরবিন্দ নন্দী পিতা মৃত বলাই কুমার নন্দী, সাং- পশ্চিম শিকটা পো: - মাকালপুর , থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী। বিগত ইং ১১/০৫/১৯৯২ তারিখে হুগলী ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রার অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV- ১০৯ নং আমমোক্তার দলিল মূলে ১১/০৫/১৯৯২ তারিখে ৩২৯১ নং বণ্টন নামা বলে পৈতৃক সম্পত্তি বণ্টন হয় যে কার কোন দাগ সেটা স্থীর হয়। যাহা প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষ বলে উল্লেখ হয়। প্রথম পক্ষ- **শৈলেন্দ্রনাথ নন্দী, দ্বিতীয় পক্ষ-১) গোপাল চন্দ্র নন্দী, ২) নিমাই চন্দ্র নন্দী, ৩) সুনীল কুমার নন্দী, ৪) অসিত কুমার নন্দী, ৫) প্রশান্ত কুমার নন্দী, ৬) সন্ধ্যা নন্দী, ৭) সুনিতা নন্দী,** সকলের পিতা নরেন্দ্রনাথ নন্দী, সাং ও পো- গোবর আরা, থানা- ধোনেখালি, জেলা - হুগলী। **৮) শান্তিলতা রায়,** পিতা- সবেন্দ্রনাথ নন্দী, **৯) ধীরেন্দ্রনাথ নন্দী,** পিতা - কালীনাথ নন্দী, **১০) সুর্যেন্দু নন্দী, ১১) সমীরেন্দু নন্দী, ১২) বিমলেন্দু নন্দী, ১৩) কোমলেন্দু নন্দী, ১৪) তারা নন্দী,** ইহাদের পিতা - কৃষ্ণনাথ নদী, সাং - পশ্চিম শিকটা পো: - মাকালপুর , থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী, **১৫) অরবিন্দ নন্দী, ১৬) নির্মলেন্দু নন্দী, ১৭) অমলেন্দু নন্দী, ১৮) অর্চনেন্দু নন্দী, ১৯) পূর্ণেন্দু নন্দী,** ইহাদের পিতা - বলাই কুমার নন্দী , সাং - পশ্চিম শিকটা পো: - মাকালপুর , থানা- দাদপুর, জেলা- হুগলী, সকলে **অরবিন্দ নন্দী** কে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার বলে ইং - 17/02/1998 সালে ADSR হরিপাল অফিস এ রেজিস্ট্রি কৃত I-404 নং দলীল **শিখা অধিকারী,** স্বামী - শ্রী মনোরঞ্জন অধিকারী, সাং - গজা, পো: - চিত্রশালী, থানা - হরিপাল, জেলা – হুগলী মহাশয় কে বিক্রয় করেন।

তপশিল- জেলা - হুগলি, মৌজা গজা , জে. এল নং ৯২, L. R খতিয়ান নং ৯৯১ও ৯৯২ R.S ও L.R দাগ নং ২৪৭/১১২৩, খামার জমি ১ (এক) আনায়, উনিশ শতক সম্পত্তির মধ্যে ৩(তিন) শতক সম্পত্তি **শ্রীমতি শিখা অধিকারী,** স্বামী - মনোরঞ্জন অধিকারী উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি . এল এন্ড এল. আর . ও হরিপাল অফিসে আবেদন করিয়াছেন।

ইহাতে কাহারও যদি কোনো আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিস এ জানাইতে হইবে, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি-অরবিন্দ নন্দী
আমমোক্তার

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

সাইবার প্রতারণায় বড় সাফল্য ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বড়সড় সাফল্য ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের। সাইবার প্রতারণার শিকার হয়ে ৪৮ লক্ষ টাকা খুইয়েছিলেন ব্যারাকপুরের বাসিন্দা বেসরকারি সংস্থার কর্মী সুরজ দত্ত। অবশেষে পুলিশের তৎপরতায় সেই টাকা তিনি ফেরতও পেলেন। সোমবার বেলায় প্রতারিত সুরজ দত্তর হাতে ৪৮ লক্ষ টাকার চেক তুলে দিলেন ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া। এদিন পুলিশ কমিশনার অলোক রাজোরিয়া সাংবাদিক বৈঠকে ডেকে জানান, চলতি বছরের ২ জুলাই ব্যারাকপুরের বাসিন্দা সুরজ দত্ত টিটাগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। অভিযোগে তিনি জানান, সিবিআই অফিসার পরিচয় দিয়ে তাঁকে ভয় দেখিয়ে ৪৮ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেন। সাইবার বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে মুম্বইয়ের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে পাঠানো সেই টাকা ব্লক করা হয়। ওই ব্যাঙ্ক থেকে পুরো টাকা উদ্ধার করে প্রতারিত ব্যক্তিকে ফেরত দেওয়া হয়। পুলিশ কমিশনার বলেন, সিবিআই, ইডি কিংবা ইনকাম ট্যাক্স অফিসার পরিচয় দিয়ে ব্যবসায়ীদের ভয় দেখিয়ে মোটা অংকের টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারকরা। তার পরামর্শ, ব্যবসায়ী কিংবা চাকরিজীবীরা যাচাই না করে কাউকে টাকা দেবেন না। পুলিশ কমিশনার আরও জানান, গত পাঁচ মাসে ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় ১১ কোটি টাকা সাইবার প্রতারণা হয়েছে। তার মধ্যে তারা ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা উদ্ধার করতে পেরেছেন। প্রতারিত সুরজ দত্ত জানান, আইপিএস অফিসার পরিচয় দিয়ে একজন হোয়াটস এপে ভিডিও কল করেন। ভিডিও কলে তাঁকে জানান মুম্বাইতে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জমা পড়েছে। তিনি নাকি রাজ কুন্দ্রা মানি লন্ডারিং কেসের সঙ্গে যুক্ত। সেই কেস থেকে অব্যাহতি পেতে তাঁর কাছে ৪৮ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়। সেই মুহূর্তে চিন্তাভাবনা না করেই অনলাইনে সেই টাকা তিনি পাঠিয়ে দেন। কিছুক্ষনের মধ্যে হুঁশ ফিরতেই তিনি বুঝতে পারেন প্রতারিত হয়েছেন। তৎক্ষণাৎ তিনি টিটাগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশের তৎপরতায় অবশেষে তিনি সেই খোয়া যাওয়া মোটা অংকের টাকা ফিরে পেলেন।

বন্ধন ব্যাঙ্ক চালু করল জিএসটি সংগ্রহের পরিষেবা প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন: বন্ধন ব্যাঙ্ক এবার গ্রাহক এবং অগ্রাহক উভয়ের সুবিধার্থে অনলাইন এবং অফলাইন মোডের মাধ্যমে জিএসটি বা পণ্য ও পরিষেবা কর সংগ্রহের পরিষেবা চালু করল। সোমবার বন্ধন ব্যাঙ্কের তরফ থেকে এমনটাই ঘোষণা করা হয়। এর ফলে ব্যাঙ্কের গ্রাহক এবং অন্যান্য করদাতাদের জন্য জিএসটি প্রদান করা সহজ হয়ে উঠবে বলে মনে করছেন এই ব্যাঙ্কের শীর্ষকর্তারা। সঙ্গে এও জানানো হয়, এর ফলে, বন্ধন ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য ব্যাঙ্কের গ্রাহকেরা বন্ধন ব্যাঙ্কের রিটেইল ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং এবং কর্পোরেট ইন্টারনেট ব্যাঙ্কিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে দ্রুত, সুনির্দিষ্ট এবং সুবিধাজনক পদ্ধতিতে তাদের জিএসটি পরিশোধ করতে পারবেন। এর পাশাপাশি তাঁরা ব্যাঙ্কের যেকোনো শাখায় নগদ, চেক বা ডিমান্ড ড্রাফট ব্যবহার করেও কর পরিশোধ করতে পারবেন।

এই উদ্যোগ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বন্ধন ব্যাঙ্কের একজিকিউটিভ ডিরেক্টর এবং চিফ বিজনেস অফিসার রাজিন্দর বাব্বর জানান, 'জিএসটি কর সংগ্রহের সূচনা আমাদের গ্রাহকদের কাছে সরকারি পরিষেবাগুলি নিয়ে আসার পথে আরেকটি উল্লেখযোগ্য মাইলফলক। সরকার যখন নাগরিকদের জন্য ব্যবস্থা আরও সহজ করার দিকে মনোনিবেশ করছে তখন বন্ধন ব্যাঙ্কও তার উন্নত ডিজিটাল ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বন্ধন ব্যাঙ্কে গ্রাহক পরিষেবার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার আমাদের প্রতিটি কেন্দ্রে রয়েছে।'

র‍্যাফ্ট কসমিক ইভির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হলেন সৌরভ গাঙ্গুলি

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইলেক্ট্রিক ভেহিকেল (ইভি) ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম পথিকৃৎ র‍্যাফ্ট কসমিক ইভি ভারতীয় ক্রিকেট কিংবদন্তি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিয়োগ করল। রাফ্ট কসমিক ইভি, তার উদ্ভাবনী এবং উচ্চ-পারফরম্যান্স বৈদ্যুতিক যানবাহনের জন্য পরিচিত। এই বছরের শুরুতে বাজারে ইভি পণ্যগুলি চালু করে। স্বয়ংচালিত ল্যান্ডস্কেপকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করার জন্য চারটি ব্যতিক্রমী ইভি মডেল চালু করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে সংস্থার তরফ থেকে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, প্রতিটি মডেল একটি স্বতন্ত্র চরিত্র ধারণ করে।

ট্যালি একাডেমির সাফল্যে জুড়ল নয়া পালক

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারত সরকারের সেক্টর স্কিল কাউন্সিল বিএফএসআই এর পার্টনার হল তারা। এখন থেকে ট্যালি একাডেমি তার ছাত্র ছাত্রীদের ভারত সরকারের ন্যাশনাল স্কিল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এবং বিএফএসআই এর সার্টিফিকেট দিতে পারবে। এই সার্টিফিকেট ভারতবর্ষ সহ ৮৩ টি দেশে গ্রহণযোগ্য। বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি ব্যাঙ্ক ফাইন্যান্স কোম্পানি ও ইন্সুরেন্স কোম্পানিতে এই সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্যতা পাবে। ভারত সরকারের ব্যাঙ্কিং ফিন্যান্স সার্ভিস ইন্সুরেন্স এর সেক্টর স্কিল কাউন্সিল সমস্ত সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাঙ্ক ফিনান্স কোম্পানি ও ইনস্যুরেন্স কোম্পানি বিএফএসআই এর অন্তর্গত। প্রতিটি ব্যাঙ্কে প্রতি বছর প্রচুর শিক্ষানবিশ নিয়োগ করা হয়। বিএফএসআই এই পরীক্ষাগুলো নিয়ে থাকে। এবার থেকে এই চাকরিগুলির প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশিক্ষণ ট্যালি একাডেমির মাধ্যমে বিএফএসআই দেবে এবং তারাই পরীক্ষা নেবে। পরবর্তীতে এইসব শিক্ষানবিশদের বিএফএসআই বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি ব্যাংকে, করপোরেট এবং ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করবে । ট্যালি একাডেমীর কোর্সগুলোতে সার্টিফিকেট এবং নিয়োগের সহায়তা প্রদান করা হবে।ট্যালি একাডেমীর সিইও এবং ম্যানেজিং ট্রাস্টি শুভঙ্কর রায় জানান, এই সংযুক্তি করণের ফলে তাদের ছাত্রছাত্রীরা অনেক বেশি উপকৃত হবে।

মোকাম হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত প্রৌবেট মোকদ্দমা নং ০৮/২০২২

শ্রী অসীম ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় শ্যাম শঙ্কর ঘোষ,
সাকিম- জগাছা, ঘরামিপাড়া, এ.টি. ঘোষ রোড, পোষ্ট অফিস- জি. আই. পি কলোনী, থানা- জগাছা, জেলা হাওড়া- ৭১১১১২ — দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, জগাছা, ঘরামিপাড়া, এ. টি. ঘোষ রোড, পোষ্ট অফিস- জি. আই পি কলোনী, থানা- জগাছা, জেলা হাওড়া- ৭১১১১২ অঞ্চলের নিবাসী অমিয় কুমার ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় শ্যাম শঙ্কর ঘোষ, গত ইংরাজী ২৭/০৫/২০২০ তারিখে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে স্বর্গীয় অমিয় কুমার ঘোষ মহাশয় তাহার ভ্রাতার কন্যা তীর্থা ঘোষ এর নাম বরাবর তাঁর যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তির অন্দরে কৃয়াদাংশ সম্পত্তি এক খানি উইলে বা ইচ্ছাপত্রে গত ইংরাজী ১৩/০৮/২০১৪ তারিখে সম্পাদন করিয়া যান, যাহা নিম্নের তপশীলে বর্ণিত হইল। উক্ত উইলে বা ইচ্ছাপত্রে অসীম ঘোষকে অর্থাৎ দরখাস্তকারীকে এক্সিকিউটর নিযুক্ত করিয়াছেন। গত ইংরাজী ২৭/০৫/২০২০ তারিখে উক্ত অমিয় কুমার ঘোষ মহাশয় পরলোক গমন করায় উক্ত দরখাস্তকারী উক্ত উইলের এক্সিকিউটর হিসাবে ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালতে নিমের তপশীলে বিশদ ভাবে বর্ণিত উইল বা ইচ্ছাপত্র কৃত সম্পত্তি প্রৌভেট নিবার জন্য উক্ত দরখাস্তকারী হুজুরাদালতে উপরি উক্ত প্রৌভেট মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহারা অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় একতরফা বিচার হইয়া যাইবে।

—ঃ উইল বা ইচ্ছাপত্র কৃত সম্পত্তির তপশীল ঃ—

জেলা হাওড়া, জগাছা থানার অধীন, জগাছা মৌজার অন্তর্গত, জগাছা, ঘরামিপাড়া, এ. টি. ঘোষ রোড অঞ্চলে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪৭ নং ওয়ার্ড ভুক্ত, ০৬ নং জে. এল. ভুক্ত, আর. এস. ৭৬০ নং দাগের অধীন আর. এস. ৫২ নং খতিয়ানে, অনুরূপ এল, আর. ৬৮০ নং দাগের অধীন এল. আর. ১৫১ নং খতিয়ানে কমবেশী ৩ (তিন) কাঠা ২৮ (আঠাশ) বর্গফুট বাস্তু জমি ও তদুপরিস্থিত ইটের দেওয়াল টালির চাল যুক্ত গৃহাদি সহ মায় কমন প্যাসেজের উপর দিয়া যাতায়াতের যাবতীয় অধিকার ইজমেন্ট স্বত্বাদি সহ সম্পত্তি প্রৌবেট লইবার জন্য উপরোক্ত আদালতে উক্ত নম্বর প্রৌবেট মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন।

বিবেক চক্রবর্তী
সেরেস্তাদার, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, হাওড়া

মোকাম হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত প্রৌবেট মোকদ্দমা নং ০৭/২০২২

শ্রী অসীম ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় শ্যাম শঙ্কর ঘোষ,
সাকিম- জগাছা, ঘরামিপাড়া, এ.টি. ঘোষ রোড, পোষ্ট অফিস- জি. আই. পি কলোনী, থানা- জগাছা, জেলা হাওড়া- ৭১১১১২ — দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, জগাছা, ঘরামিপাড়া, এ. টি. ঘোষ রোড, পোষ্ট অফিস- জি. আই পি কলোনী, থানা- জগাছা, জেলা হাওড়া- ৭১১১১২ অঞ্চলের নিবাসী অমিয় কুমার ঘোষ, পিতা স্বর্গীয় শ্যাম শঙ্কর ঘোষ, গত ইংরাজী ২৭/০৫/২০২০ তারিখে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্বে স্বর্গীয় অমিয় কুমার ঘোষ মহাশয় তাহার ভ্রাতার পুত্র তীর্থঙ্কর ঘোষ এর নাম বরাবর তাঁর যাবতীয় স্থাবর সম্পত্তির অন্দরে কৃয়াদাংশ সম্পত্তি এক খানি উইলে বা ইচ্ছাপত্রে গত ইংরাজী ১৩/০৮/২০১৪ তারিখে সম্পাদন করিয়া যান, যাহা নিম্নের তপশীলে বর্ণিত হইল। উক্ত উইলে বা ইচ্ছাপত্রে অসীম ঘোষকে অর্থাৎ দরখাস্তকারীকে এক্সিকিউটর নিযুক্ত করিয়াছেন। গত ইংরাজী ২৭/০৫/২০২০ তারিখে উক্ত অমিয় কুমার ঘোষ মহাশয় পরলোক গমন করায় উক্ত দরখাস্তকারী উক্ত উইলের এক্সিকিউটর হিসাবে ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালতে নিম্নের তপশীলে বিশদ ভাবে বর্ণিত উইল বা ইচ্ছাপত্র কৃত সম্পত্তি প্রৌভেট নিবার জন্য উক্ত দরখাস্তকারী হুজুরাদালতে উপরি উক্ত প্রৌভেট মোকদ্দমা দাখিল করিয়াছেন তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহারা অত্র নোটিশ প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিবেন, অন্যথায় একতরফা বিচার হইয়া যাইবে।

—ঃ উইল বা ইচ্ছাপত্র কৃত সম্পত্তির তপশীল ঃ—

প্রথম দফা ঃ - জেলা হাওড়া, জগাছা থানার অধীন, জগাছা মৌজার অন্তর্গত, জগাছা, ঘরামিপাড়া, এ. টি. ঘোষ রোড অঞ্চলে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪৭ নং ওয়ার্ড ভুক্ত, ০৬ নং জে. এল. ভুক্ত, সি. এস. এবং আর. এস. ৭৬৫ নং দাগের অধীন সি. এস. এবং আর. এস. ৩৫৪ নং খতিয়ানে, অনুরূপ এল. আর. ১৮৮৬ নং দাগের অধীন এল. আর. ৩২৪৮ নং খতিয়ানে কমবেশি ১ (এক) কাঠা ১১ (এগারো) ছটাক ২৬ (ছাব্বিশ) বর্গফুট বাস্তু জমি ও তদুপরিস্থিত ইটের দেওয়াল টালির চাল যুক্ত গৃহাদি সহ সম্পত্তির অন্দরে ১/২ অংশ অর্থাৎ কমবেশী ১৩ (তেরো) ছটাক ৩৫ (পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট বাস্তু জমি ও তদুপরিস্থিত ইটের দেওয়াল টালির চাল যুক্ত গৃহাদি সহ মায় কমন প্যাসেজের উপর দিয়া যাতায়াতের যাবতীয় অধিকার ইজমেন্ট স্বত্বাদি সহ সম্পত্তি প্রৌবেট লইবার জন্য উপরোক্ত আদালতে উক্ত নম্বর প্রৌবেট মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন।

দ্বিতীয় দফা ঃ - জেলা হাওড়া, জগাছা থানার অধীন, জগাছা মৌজার অন্তর্গত, জগাছা, ঘরামিপাড়া, এ. টি. ঘোষ রোড অঞ্চলে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪৭ নং ওয়ার্ড ভুক্ত, ০৬ নং জে. এল. ভুক্ত, সি. এস. এবং আর. এস. ৭৫৪ নং দাগের অধীন সি. এস. ৩৮৬ নং খতিয়ানে এবং আর. এস. ৩১১ নং খতিয়ানে, অনুরূপ এল, আর. ১৮৮৫ নং দাগের অধীন এল. আর. ৩২৪৮ নং খতিয়ানে কমবেশী ৪ (চার) কাঠা ৮ (আট) ছটাক ৩৯(উনচল্লিশ) বর্গফুট বাস্তু জমি ও তদুপরিস্থিত ইটের দেওয়াল টালির চাল যুক্ত গৃহাদি সহ সম্পত্তির অন্দরে ১/২ অংশ অর্থাৎ কমবেশী ২ (দুই) কাটা ৪(চার) ছটাক ২০ (কুড়ি) বর্গফুট বাস্তু জমি ও তদুপরিস্থিত ইটের দেওয়াল টালির চাল যুক্ত গৃহাদি সহ মায় কমন প্যাসেজের উপর দিয়া যাতায়াতের যাবতীয় অধিকার ইজমেন্ট স্বত্বাদি সহ সম্পত্তি প্রৌবেট লইবার জন্য উপরোক্ত আদালতে উক্ত নম্বর প্রৌবেট মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন।

তৃতীয় দফা ঃ - জেলা হাওড়া, জগাছা থানার অধীন, জগাছা মৌজার অন্তর্গত, জগাছা, ঘরামিপাড়া, এ. টি. ঘোষ রোড অঞ্চলে হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪৭ নং ওয়ার্ড ভুক্ত, ০৬ নং জে. এল. ভুক্ত, সি. এস. এবং আর. এস. ৭২৩ নং দাগের অধীন সি. এস. এবং আর. এস. ৭০ নং খতিয়ানে, অনুরূপ এল, আর. ১৫৬০ নং দাগের অধীন এল. আর. ৩২৪৮ নং খতিয়ানে কমবেশী ৩ (তিন) কাঠা ১৩ (তেরো) ছটাক ৩০(ত্রিশ) বর্গফুট বাস্তু জমি ও তদুপরিস্থিত ইটের দেওয়াল টালির চাল যুক্ত গৃহাদি সহ সম্পত্তির অন্দরে ১/২ অংশ অর্থাৎ কমবেশী ১ (এক) কাটা ১৪(চৌদ্দ) ছটাক ৩৭ (সাঁইত্রিশ) বর্গফুট বাস্তু জমি ও তদুপরিস্থিত ইটের দেওয়াল টালির চাল যুক্ত গৃহাদি সহ মায় কমন প্যাসেজের উপর দিয়া যাতায়াতের যাবতীয় অধিকার ইজমেন্ট স্বত্বাদি সহ সম্পত্তি প্রৌবেট লইবার জন্য উপরোক্ত আদালতে উক্ত নম্বর প্রৌবেট মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন।

বিবেক চক্রবর্তী
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, হাওড়া

স্বাস্থ্য ও জীবনবিমায় জিএসটি মকুবের প্রস্তাব

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর: সোমবার ৫৪-তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে প্রায় সকল সদস্যই স্বাস্থ্য ও জীবনবিমা ক্ষেত্রে ১৮ শতাংশ কর মকুবের প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন। পাশাপাশি, ক্যানসারের ওষুধে জিএসটি ১২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫ শতাংশে নামিয়ে নিয়ে আসার সিদ্ধান্তের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। পরবর্তী বৈঠকে যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাহলে তা দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির কাছে এক বিরাট স্বস্তির বিষয় হবে। কারণ প্রিমিয়ামের সঙ্গে দেয় মোট অর্থের পরিমাণ অনেকটা লাঘব হবে।

এদিন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের পৌরোহিত্যে বসা জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে ২ হাজার টাকার নীচে লেনদেনে ১৮ শতাংশ হারে গুডস অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্যাক্সের প্রয়োগ হবে কিনা তা নিয়ে আলোচনা হয়। এ বিষয়ে ছাড় বা মকুবের বিষয়টি ঠিক করতে কর আধিকারিক এবং কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির আধিকারিকদের নিয়ে গঠিত কমিটি এদিন বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেয়। সূত্রে জানা গিয়েছে, বিমায় জিএসটির হার কমানোর বিষয়ে সর্বসম্মতি মিলেছে। তবে তার পরিমাণ কত হবে তা আগামী বৈঠকে ঘোষণা করা হবে।

দেড় মাস পরেও চালু হচ্ছে না কলকাতা-মৈত্রী এক্সপ্রেস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০ জুলাই থেকে বন্ধ হয়েছিল কলকাতা-মৈত্রী এক্সপ্রেস। দীর্ঘ দেড় মাস হতে চললেও এখনও বাতিল থাকছে এই ট্রেনটি। বাংলাদেশের পরিস্থিতি কিছুটা উন্নতি হলেও এখনই ট্রেন পরিষেবা চালু হচ্ছে না বলেই জানাল পূর্ব রেল। সোমবার একটি নির্দেশিকাতে বাংলাদেশ থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পূর্ব রেল জানিয়েছে ১১ সেপ্টেম্বর বুধবার ১৩১০৮ কলকাতা- ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস এবং ১৩১১০ ঢাকা-কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস পুনরায় বাতিল করা হয়েছে।

যাত্রীদের টিকিটের দাম নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ফেরৎ দেওয়া হবে। প্রসঙ্গত একইভাবে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ভিসা পরিষেবাও বন্ধ রাখা হয়েছে। গত ২০ জুলাই থেকে বন্ধ আছে মৈত্রী এক্সপ্রেস। কলকাতা থেকে ঢাকা যাওয়ার সময়ে গত শুক্রবার কোটা সংস্কার আন্দোলনে জেরে আটকে যায় মৈত্রী এক্সপ্রেস। তারপরেই বাংলাদেশে ট্রেন চলাচল বন্ধ করা হয়। একই সঙ্গে বন্ধ হয়ে যায় মৈত্রী, বন্ধন এবং মিতালী এক্সপ্রেস।

আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে ধর্মতলায় বিজেপির ধর্না মঞ্চে সুকান্ত মজুমদার ও রাজ্য বিজেপির নেতৃত্ব।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ ২৫ ভাদ্র ১৪৩১ মঙ্গলবার

আরজি কর কাণ্ডের জের, হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতিগুলিকে রাজনীতি মুক্ত করার ডাক মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের প্রেক্ষিতে এবার সরকারি হাসপাতাল প্রশাসনে বড় বদলের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। হাসপাতালে রোগী কল্যাণ সমিতি গুলিকে রাজনীতি মুক্ত করার ডাক দিলেন তিনি।

সোমবার প্রশাসনিক বৈঠক থেকে মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণ স্বরূপ নিগমকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'এখন থেকে রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হবেন হাসপাতালের অধ্যক্ষ নিজেই। সঙ্গে সমিতিতে একজন নার্সকে রাখবেন। একজন পুলিশকে রাখবেন। স্থানীয় থানার আইসিকে রাখবেন। একজন সিনিয়র ডাক্তার, একজন জুনিয়র ডাক্তার আর স্থানীয় বিধায়ককে রাখবেন। আর কাউকে সমিতিতে রাখার দরকার নেই। যাঁরা সরাসরি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত তাঁরাই থাকুক'।

৯ অগস্ট ডাক্তারি পড়ুয়ার ধর্ষণ-খুনের ঘটনার পর থেকে গত এক মাসে একাধিক চিকিৎসক মুখ খুলেছেন। হাসপাতালগুলিতে কার্যত পেশিশক্তির আস্ফালন চলে বলে অভিযোগ তুলেছেন। এই আবহে মুখ্যমন্ত্রী হাসপাতালে দুর্নীতি চক্র চলার জন্য পূর্বতন বাম সরকারকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, 'আজ যারা বড় বড় কথা বলছে, তারা ৭০০ ডিপার্টমেন্টে ঘুঘুর বাসা ঢুকিয়ে রেখেছিল। সেই ঘুঘুর বাসা আমরা ভাঙতে পারিনি। কারণ আপনাদের বামফ্রন্টের লোক বসে আছে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকারে আসার সময় তিনি, বদলা নয়, বদলের ডাক দিয়েছিলেন। আর সে কারণেও কারও চাকরিতে হাত দেননি। কিন্তু কেউ যেন এই বিষয়গুলোকে তাঁর দুর্বলতা হিসাবে না ধরে নেন। তিনি বলেন, বাম আমলে মেডিক্যাল কোটায় চাকরি হতো। আলিমুদ্দিন থেকে চাকরিপ্রাপকদের তালিকা ঠিক হয়ে আসত। তিনি এসে এই প্রবণতা রদ করেছেন। স্বাস্থ্য প্রশাসনকে ঢেলে সাজাতে একটি বৈঠক ডাকার জন্য স্বাস্থ্যসচিবকে এদিন নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী বৃহস্পতিবার বেলা একটা নাগাদ ওই বৈঠক হবে। রাজ্যের সব হাসপাতালের অধ্যক্ষ বৈঠকে থাকবে। সিনিয়র ডাক্তার এবং জুনিয়র ডাক্তারদের প্রতিনিধিদেরও বৈঠকে ডাকা হবে। জেলার স্বাস্থ্য কর্তারা ওই বৈঠকে ভার্চুয়ালি যোগ দেবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

প্রত্যাখ্যিত অনুদানের জায়গায় নতুন আবেদনকারীদের সুযোগ দেওয়ার পরামর্শ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি অর্থ সাহায্যের জন্য আবেদন করা রাজ্যের দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে মঙ্গলবার থেকে চলতি বছরের পুজো অনুদান দেওয়ার কাজ শুরু হবে। কোনো পুজো কমিটি ওই অনুদান প্রত্যাখ্যান করলে সেই জায়গায় নতুন আবেদনকারীদের অনুদান দেওয়া হবে। সোমবার নবান্নে রাজ্য স্তরের প্রশাসনিক বৈঠক থেকে একথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, পুজো কমিটি গুলিকে অনুদান দিতে ৪৫০ কোটি টাকা খরচ হচ্ছে। এবার অনেক নতুন পুজো কমিটি এই অনুদানের জন্য আবেদন করেছে। কোনো পুজো কমিটি এই অনুদান প্রত্যাখ্যান করলে তা দিয়ে নতুন পুজো কমিটি গুলিকে অনুদান দিতে

তিনি নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকে জানান, পুজোকে কেন্দ্র করে বহু গরিব মানুষের রুজি রুটির সংস্থান হয়। কিছু মানুষ পুজোকে ঘিরে কুৎসা, অপপ্রচার চালাচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রশাসনকে সক্রিয় হতে হবে। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশ, 'কোনও স্তরে স্থানীয় সমস্যা থাকলে, মিটিয়ে ফেলুন। আর যদি মনে হয়, আপনার দ্বারা হচ্ছে না, তা হলে মুখ্যসচিবকে জানান। পুজোর সময় পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা না হয়, তা দেখতে হবে। যার যা খুশি থিম করার অধিকার আছে। কিন্তু এমন কিছু করা যাবে না, যাতে কোনও দুর্ঘটনা ঘটে।

এ বিষয়ে পুজো কমিটিগুলিকেই দায়িত্ব নিতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'পুজোকে কেন্দ্র করে অনেকের রুজি রোজগার হয়। অনেক বিদেশি অতিথিরা আসেন। সারা দেশ থেকে মানুষ আসেন। তাঁদের যেন কোনও রকম অসুবিধা না হয়, সেটাও দেখতে হবে।' পর্যটন, তথ্য সংস্কৃতি, পূর্ত ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরকে বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ভাঙাচোরা রাস্তা দ্রুত মেরামত করতে সংশ্লিষ্ট দফতরগুলিকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। সেই কাজ না হলে যে আগামী দিনে উন্নয়নমূলক কাজের অর্থ রাজ্য সরকার আর বরাদ্দ করবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। উৎসবের সূচকের যাতে কৃত্রিমভাবে বাজার দর বাড়িয়ে না দেওয়া হয়। সেদিকে লক্ষ্য রাখতেও প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী অসীম বাবুকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন, বিস্ফোরক অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন অসীম বাবুকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন।' আরজি কর কান্ড নিয়ে এবার নতুন তথ্য খাড়া করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। সোমবার তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, 'আগে সন্দীপ ঘোষকে উনি আড়াল করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু উনি সন্দীপ ঘোষকে আড়াল করতে পারেননি। সন্দীপ ঘোষ ধরা পড়েছেন। এবার উনি অসীম বাবুকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অসীম বাবুও ধরা পড়বেন।' তাঁর দাবি, 'কে এই অসীম বাবু, সেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই বলতে পারবেন।' প্রসঙ্গত, নির্যাতিতার বিচার চেয়ে রবিবার সন্ধেয় নৈহাটির একাধিক স্কুলের প্রাক্তনীরা মিছিলের ডাক দিয়েছিলেন। সেই মিছিলের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। হামলা ঘটনা নিয়ে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকদিন আগে দলীয় কর্মীদের ফোঁস করতে বলছিলেন। সেই নির্দেশ পেয়েই ওনার দলের কর্মীরা ফোঁস করা শুরুও করে দিয়েছেন। তার নমুনা নৈহাটিতে শান্তিপূর্ণ

মিছিলের ওপর হামলা।' তাঁর দাবি, মিছিলে হাঁটা সংগীত শিল্পী রাঘব চট্টোপাধ্যায়কেও পালাতে হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের লোকজন আর সিভিক ভলান্টিয়ার মিলে মারধোর করেছে। আর পুলিশ দাঁড়িয়ে তামাশা দেখেছে। তাঁর দাবি, ব্যারাকপুরের পুলিশের তো 'মাজা' ভেঙে গিয়েছে। প্রাক্তন সাংসদ আক্ষেপের সুরে বলেন, সংস্কৃতির পীঠস্থান নৈহাটি। সাহিত্য সম্রাট ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের শহর এই নৈহাটি। অথচ সংস্কৃতি প্রেমী মানুষের মিছিলে হামলা চালানোর ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবাদী মিছিলে হাঁটা চিকিৎসকও মারের হাত থেকে রেহাই পায়নি। নৈহাটিবাসীর উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, এই আন্দোলনকে আরও তীব্রতর করতে হবে। তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে নৈহাটিতে বড় ধরনের আন্দোলন করতে হবে। যদিও মিছিলে প্রসঙ্গে ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, 'যেই মিছিলে স্লোগান ওঠে, বোরেকে ছেড়ে রানীকে ধর। তাহলে সেটা কি প্রাক্তনীদের মিছিল হয়।' তাঁর দাবি, ওটা তাহলে সিপিএম কিংবা বিজেপির মিছিল। কিন্তু প্রাক্তনী যারা সিপিএম কিংবা বিজেপি করে না। তারা স্লোগানের প্রতিবাদ জানিয়েছে। তা নিয়ে ঝামেলা হয়েছে।

তিন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে এফআইআর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে এবার বিপাকে তিন চিকিৎসক। ডাক্তার বিরূপাক্ষ বিশ্বাস, ডাক্তার অভিক দে ও ডাক্তার রঞ্জিত সাহার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ দায়ের বউবাজার থানায়। পুলিশ সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, অভিযোগকারী অঞ্জন মণ্ডল-সহ আরও বেশ কয়েকজন জুনিয়র

চিকিৎসক অভিযোগ এনেছেন এই তিন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে। ওই জুনিয়র চিকিৎসকদের অভিযোগ, অভিযুক্ত তিন ডাক্তার ভয় দেখাচ্ছিলেন তাঁদের। এই মর্মেই বৌবাজার থানা এফআইআর দায়ের করেছে ওই তিন চিকিৎসকের বিরুদ্ধে।

এদিকে আরজি কর তদন্তে সোমবারও সিবিআই দফতরে এলেন আরজি করের এমএসভিপি সপ্তর্ষী চট্টোপাধ্যায়। এই নিয়ে তৃতীয় দিন তিনি সিবিআই দফতরে এলেন। দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যে প্রচুর নথি সংগ্রহ করেছে সিবিআই। সেই সমস্ত নথি খতিয়ে দেখার জন্য উনি আসছেন বলে সূত্রের খবর।

আন্দোলনের গলা টিপে মারতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং, প্রতিক্রিয়া নির্যাতিতার মায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সোমবার নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্যমন্ত্রী বার্তা দিয়েছেন, আন্দোলন ছেড়ে উৎসবে ফিরতে। মুখ্যমন্ত্রীর এই উৎসবে ফেরার বার্তা প্রসঙ্গে পানিহাটির নির্যাতিতার মা বলেন, 'আমার কাছে এটা অমানবিক মনে হচ্ছে। কারন, আমি তো মেয়ের মা। আমি তো সন্তান হারিয়েছি। তাই আমার কাছে অমানবিক মনে হচ্ছে। এদিন তিনি জোরের সঙ্গে দাবি করলেন, মেয়েকে যেমন গলা টিপে মারা হয়েছে। সব প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে। তেমনি আন্দোলনের গলা টিপে মারতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং। তাঁর কথায়, আন্দোলন থেমে গেলে উনি নিজের জায়গায় ভালোভাবে ফিরতে পারবেন। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'পথে নেমেছি এবং পথেই থাকবো। যতদিন না বিচার পাবো, ততদিন আন্দোলন চালিয়ে যাব'। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী এদিন পরিষ্কার জানিয়ে দেন, নির্যাতিতার পরিবারকে টাকা দেওয়া প্রস্তাব দেওয়া হয়নি। নির্যাতিতার পরিবার মিথ্যা কথা বলছে। মুখ্যমন্ত্রীকে পাল্টা নিশানা করে নির্যাতিতার মা বললেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যা কথা বলছেন। টাকার অফার দেওয়া হয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, আপনারা তো একটা টাকা পাবেন। ওটা দিয়ে মেয়ে স্মৃতির জন্য কিছু একটা তৈরি করে রাখবেন। আমি তখন বলেছিলাম, যখন মেয়ের বিচার পাবো এবং দোষীরা সাজা পাবে। তখন আপনার দপ্তরে গিয়ে সেই টাকা নিয়ে আসব। রাজ্যের মানুষকে এদিন উৎসবে ফেরার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। উৎসবে ফেরার বার্তা প্রসঙ্গে নির্যাতিতার মা জানান, 'গোটা দেশের মানুষ যদি ভাবে উৎসবে ফিরবে, তাহলে তারা ফিরতেই পারে। কিন্তু দেশের মানুষ তো আমার মেয়েকে নিজের পরিবারের সদস্য বলে মনে করছেন। সুতরাং তারা যদি উৎসবে ফিরতে পারেন, তাহলে আমার কিছু বলার নেই'। নির্যাতিতার মায়ের কথায়, 'আমার বাড়িতেও দুর্গাপুজো হতো। মেয়ে ঘরে পুজো করত। কিন্তু আমার বাড়িতে আর কোনদিন দুর্গাপুজোর আলো জ্বলবে না। আমার ঘরের প্রদীপ নিভে গেছে'। আমি কি করে মানুষকে বলবো উৎসবে ফিরতে? প্রশ্ন নির্যাতিতার মায়ের।

বামেদের অভিযানে ধুন্ধুমার লালবাজার চত্বর

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিপি বিনীত গোয়েলের পদত্যাগ চেয়ে বামেদের লালবাজার অভিযান। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে ধর্মতলা থেকে শুরু সোমবারের এই মিছিলের সামনের সারিতে ছিলেন মহিলারা। ছিলেন সিপিআই(এম) নেতৃবৃন্দ। এই তালিকায় ছিলেন মহম্মদ সেলিম, সূর্যকান্ত মিশ্র, সুজন চক্রবর্তী, দীপ্সিতা ধর ও মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়রা। একইসঙ্গে ছিলেন অসংখ্য কর্মী সমর্থকও।

আর জি কর কাণ্ডে প্রমাণ লোপাট, তদন্তে বেনিয়মে প্রশ্ন তুলছে সুপ্রিম কোর্টও। ৯ অগাস্ট ঘটনার দিন থেকে ১৩ আগস্ট, কলকাতা হাইকোর্টে সিবিআই তদন্তের রায়ের দিন পর্যন্ত, তদন্তের দায়িত্ব ছিল কলকাতা পুলিশেরই। কমিশনারের পদ থেকে বিনীত ঘোয়েলের দাবি ওঠে সব দিকেই। দাবি ওঠে বিচারের।

সোমবার লালবাজারে ঢোকার আগে আগেই ৯ ফুট উঁচু ব্যারিকেড লাগিয়ে দেয় পুলিশ। বাম কর্মীরা সেই ব্যারিকেডের উপরে উঠে পড়েন হাতে লাল পতাকা নিয়ে।ব্যারিকেডের উপরে প্ল্যাকার্ড লাগিয়ে দেন। চলতে থাকে স্লোগান। ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেন বাম কর্মী সমর্থকরা। পুলিশি গার্ডরেল ভেঙে দেন। এমনকী, ব্যারিকেডের ফাঁক দিয়ে পুলিশের উদ্দেশ্যে বার্তা দিতে থাকেন। অন্যদিকে, প্রস্তুত পুলিশও। জলকামান, কাঁদানে গ্যাস নিয়ে তৈরি ছিল তাঁরা।

ওদিকে বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটের সামনে থেকে সিপিআই(এম) ১৪ কর্মীকে আটক করে পুলিশ। সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ঘোষণা করেন যে ধৃতদের ছাড়া না পর্যন্ত অবস্থান চলবে। মহম্মদ সেলিম এদিন এও বলেন, 'উনি অপরাধীদের দমন করার বদলে তাঁকে বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিশ কমিশনারকে এই কারণেই রেখেছেন যাতে এখানে স্বর্গরাজ্য হয়।' অবস্থানে অংশ নেন পার্টি পলিট ব্যুরো সদস্য সূর্যকান্ত মিশ্রও। সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির

সদস্য সুজন চক্রবর্তী বলেন, মুখ্যমন্ত্রী আজ মিথ্যা কথা বলেছেন। পুলিশ ওনার কথায় প্রমাণ লোপাট করছে। পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলকে ডিজি করতে চান উনি। আজ বলেছে উৎসবে ফিরুন, উনি টের পেয়েছেন মানুষ এবার মন দিয়ে ফিরবেন না উৎসবে। মানুষ উৎসবে নিরাপত্তা চান। পুজো কে কেন্দ্র করে তাঁরা সুরক্ষা চান। বাংলার মেয়েরা নিরাপত্তা চায়। এই দাবিতে লড়াই চলবে। গোটা বাংলা বিচারের দাবি তুলেছে, তাই মুখ্যমন্ত্রী ভয় পেয়েছেন। বিনীত গোয়েলের অপসারণের দাবি জানিয়ে মুখ্য সচিবকে চিঠি পাঠিয়েছেন সিপিআই(এম) কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কল্লোল মজুমদার।

এদিন, ব্যারিকেডের সামনেই অবস্থান বিক্ষোভে বসে থাকতে দেখা যায় মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ চোদ্দজন বাম কর্মীকে আটক করেছে। তাঁদের যতক্ষণ না ছাড়া হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত বস্থান বিক্ষোভ চলবে। যদিও, কিছুক্ষণ পর পুলিশ তাদের ছেড়ে দেয়।

ল্যাপটপ, মোবাইল, ব্লু- টুথ থেকে উধাও ফিঙ্গার প্রিন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে মোড়-ঘোরানো চঞ্চল্যকর তথ্য সিবিআইয়ের হাতে। সিবিআই সূত্রে দাবি, ঘটনাস্থল থেকে বাজেয়াপ্ত হওয়া ল্যাপটপ, মোবাইল, ব্লু-টুথ থেকে ফিঙ্গার প্রিন্ট সব উধাও। ফলে খুব স্বাভাবিক ভাবেই এ প্রশ্ন উঠছে, কীভাবে উধাও হল হাতের ছাপ তা নিয়েই। প্রসঙ্গত, ৯ অগাস্ট আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের সেমিনার হলঘরে উদ্ধার হয় এক জুনিয়র চিকিৎসকের ক্ষতবিক্ষত-রক্তাক্ত মৃতদেহ। সেই নারকীয় ঘটনার পর কলকাতায়, পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে তোলপাড়! চিকিৎসক-সহ সমাজের সর্বশ্রেণির মানুষের দাবি একটাই, 'বিচার চাই'!

ঘটনার পর থেকে সমাজের নানা মহল থেকে দাবি উঠেছে, বহু প্রমাণ লোপাট হয়েছে। যদিও, পুলিশের তরফে দাবি করা হয়, আরজি কর কাণ্ডের তদন্তে কোনও প্রমাণ নষ্ট হয়নি। এদিকে ডিসি (সেন্ট্রাল) জানিয়েছেন, ঘটনার দিন সকাল ১০.১০ মিনিটে প্রথমবার ঘটনার খবর পায় পুলিশ। সকাল ১০.১২ মিনিটে হাসপাতালের আউটপোস্ট থেকেই ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশকর্মীরা সকাল সাড়ে দশটায় মৃতদেহের পাশে দ্বিতীয় কর্ডন বা ঘেরাটোপ তৈরি করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে

পুলিশের দাবি, প্রথমে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষই মৃতদেহ ঘিরে রাখার ব্যবস্থা করেছিল নির্যাতিতার মৃতদেহের পাশ থেকে পুলিশ উদ্ধার করেছিল কিছু ইলেকট্রনিক ডিভাইস আর এবার সেখানেই উঠেছে বড় প্রশ্ন। ফরেন্সিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, বাজেয়াপ্ত হওয়া ল্যাপটপ, মোবাইল বা ব্লু-টুথে কোন-ও ফিঙ্গার প্রিন্ট নেই। তাহলে এটাও স্পষ্ট যে, খুনের পর কেউ বা কারা এই সমস্ত ডিভাইস থেকে হাতের ছাপ মুছে ফেলেছিল যাতে ব্যবহারকারী বা অন্য কারো হাতের ছাপ না মেলে। এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে সিবিআই। সিবিআই সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে কয়েকজনের বয়ানও রেকর্ড করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে প্রবল ক্ষোভ নেটিজেনদের

অশোক সেনগুপ্ত

'পুজোতে ফিরে আসুন, উৎসবে ফিরে আসুন', পরামর্শ দিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশ্ন তুলেছেন 'রাতদখল' কর্মসূচি নিয়েও। এ ব্যাপারে নবান্নে তাঁর সাংবাদিক বৈঠকের খবর প্রকাশ্যে আসার ঠিক পরেই তোপ দাগতে শুরু করেছেন নেটনাগরিকরা।

'রাস্তা আটকালে সবার অসুবিধা হয়। মাইক বাজালে বয়স্কদের অসুবিধা হয়।' কথা বলতে চাইলে জানানো হোক, আন্দোলনকারীদের বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'যেহেতু আমরা কিছু পাল্টা করছি না, একতরফা হয়ে যাচ্ছে।' রাত দখলের নেপথ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও বাম দলের হাত রয়েছে বলেও অভিযোগ।

লাল প্রেক্ষাপটে বড় হরফে 'পুজোয় সরকারি অনুদান ফেরাচ্ছেন যাঁরা, তাঁদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর বড় বার্তা'; একটি সংবাদচ্যানেল তাদের ডিজিটালে এই খবর দেওয়ার প্রথম এক ঘন্টায় প্রতিক্রিয়া এসেছে ৯৫।

মুখ্যমন্ত্রীর 'পুজোয় ফিরুন' বার্তাকে ধিক্কার আন্দোলনকারীদের! 'আপনার জ্ঞান শুনতে চাইছে না' শিরোনামে অপর একটি খবর প্রকাশ্যে সমাজমাধ্যমে আসার ১ ঘণ্টা বাদে, বেলা পাঁচটায় মন্তব্য আসে ৫৫৫। সময় যত এগোতে থাকে রাগ-ক্ষোভ উগরে দিতে থাকেন নেটনাগরিকরা।

সুস্মিতা মজুমদার লিখেছেন, 'নিষ্ঠুরতম রসিকতা 'উৎসবে ফিরুন'। অনাদৃতা দেবদত্ত লিখেছেন, 'দিদিগিরি'! নীল রায় লিখেছেন, 'জনগণ উৎসব করবে। নিশ্চয়ই করবে। তবে কীসের জন্য, কবে, কীসের পর সেটা জনগণই ঠিক করবে। আর সে উৎসব হবে শান্তির।' ভাস্কর মায়া চক্রবর্তী লিখেছেন, 'সময় হয়েছে ঢাকি সমেত বিসর্জন দেওয়ার। আন্দোলন আরও জোরদার করতে হবে বন্ধুগন।' সৌমিত্র দাস লিখেছেন, 'স্বাধীনতা উত্তর বাংলা সবচেয়ে যেই ভুলটা করেছে সেটা হলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরকারের গদিতে বসিয়ে। স্বাধীনতা উত্তর সবচেয়ে অশিক্ষিত দুর্নীতিপরায়ণ নিকৃষ্ট মুখ্যমন্ত্রী। উৎসব হয় সুন্দর পরিবেশে। বাংলার মা বোনদের ধর্ষণ করে নোংরা পরিবেশে নয়।' রাতুলা দুষ্টু চ্যাটার্জি লিখেছেন, 'আমরা উৎসবেই আছি। জন জাগরণের উৎসবে আছি, তিলোত্তমার সুবিচার দাবীর উৎসবে আছি। খুনি, ধর্ষদের বিচারের উৎসবে আছি। প্রোমাণ লোপাটকারী দের শাস্তির বিচারের দাবীর উৎসবে আছি। স্বাস্থ্য ব্যাবস্থার সিন্ডিকেট রাজ্যের বলির বিচারে আছি। নিকৃষ্ট দলের মুখোশ খুলে ফেলার উৎসবে আছি।'

'পুজোতে ফিরে আসুন, উৎসবে ফিরে আসুন'; মুখ্যমন্ত্রীর ছবি-সহ একটি ডিজিটালে একটি পোস্ট-এ ২ ঘন্টায় প্রতিক্রিয়া এসেছে ১ হাজার। বিনয় মণ্ডল লিখেছেন, 'মায়ের চোখ আঁকা শুরু করে দিতে পারেন। মিথ্যে পিসি আপনি উৎসব করুন। নাচুন। পুজো হবে, তবে আপনার কথামতো এবছর উৎসব হবে না। আপনি চালাকি করছেন। সব কিছু ভুলে যেতে বলছেন। আমরা ভুলবো না ওই ভয়ঙ্কর, নৃশংস, নারকীয় ঘটনা। আপনি ধর্ষক খুনিদের আড়াল করেছেন। আপনাকে শাস্তি পেতেই হবে।' বিজয়া নাগ লিখেছেন, 'পুজোতে ফেরার সেই মানসিক শক্তি নেই। বরং আপনার বলা উচিত ছিল, পুজো হোক পূজোর মত কিন্তু কোনো আড়ম্বর নয়। একবার ভাবলেন না পুজোতে যখন সবাই আনন্দ করবে মেয়েটির মা আর কতটা কষ্ট হবে। আপনি যদি সেদিনই ব্যাবস্থা নিতেন তাহলে আমাদের বাংলার মুখ কখনোই এভাবে কলঙ্কিত হতনা। আপনি পুলিশ মন্ত্রী আপনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী। আপনি এখন মহিলাও বটে।' অমিতাভ কবিরাজ লিখেছেন, 'সমগ্র বিশ্ব ন্যায়বিচারের অপেক্ষা করছে, কিন্তু আমাদের মুখ্যমন্ত্রী উৎসবের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।'

সোমবার সুপ্রিম কোর্টের শুনানি পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর এমন মন্তব্যে আরও ক্ষিপ্ত নাগরিক সমাজ বলাই বাহুল্য।

শুনানি শেষ হতেই ফের অ্যাকশন মোডে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর কাণ্ডে সুপ্রিম কোর্টের শুনানি শেষ হতেই ফের অ্যাকশন মোডে সিবিআই-এর স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চ। খুন ও ধর্ষণের ঘটনার তদন্ততে এদিন দুপুরেই আরজি কর হাসপাতালে ফের পৌঁছে যায় সিবিআইয়ের পাঁচ সদস্যের একটি দল। সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী। হাসপাতালের এমার্জেন্সি বিল্ডিংয়ে তদন্ত করেন সিবিআই অফিসাররা। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, সোমবারই সুপ্রিম কোর্টে স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে সিবিআই। ফের সামনের সপ্তাহে হবে এই মামলার শুনানি।

কলকাতা সহ বঙ্গে আরজি কর-কাণ্ডে বিচার চেয়ে ক্রমশ চড়ছে আন্দোলনের সুর। এই পরিস্থিতিতে সোমবার সুপ্রিম কোর্টে ধর্ষণ-খুন মামলার শুনানি হয়। একই সঙ্গে মঙ্গলবার বিকেলের মধ্যে জুনিয়র ডাক্তারদের কাজে ফেরার নির্দেশ দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর ডাক্তারদের কাজে ফেরার আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

প্রসঙ্গত, গত ২২ অগাস্ট আর জি কর-মামলায় রাজ্য সরকার ও কলকাতা পুলিশকে তুলোধোনা করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। একইসঙ্গে এ প্রশ্নও উঠেছে,এফআইআর দায়েরের আগে কী করে ময়নাতদন্ত হল তা নিয়েও। সবথেকে বড় কথা, সকাল সাড়ে ১০টায় অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়, সন্ধে সাড়ে ৬টা-সাড়ে ৭টা পর্যন্ত ময়নাতদন্ত, এরপর রাত সাড়ে ১১টায় কেন অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হল তা নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। অপরাধের জায়গা সুরক্ষিত করতেই বা এত দেরি হল কেন তারও জবাব চাইছে শীর্ষ আদালত। এরই রেশ ধরে এ প্রশ্নও উঠেছে, এতক্ষণ ধরে কী হচ্ছিল তা নিয়েও। সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ে টালা থানার ভূমিকাও। বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা মন্তব্য করেন, রাজ্য সরকার যেভাবে এই মামলায় যা করেছে, তা তিনি তাঁর দীর্ঘ ৩০ বছরের কর্মজীবনে কখনও দেখে ননি।

আরজি কর হাসপাতালের নন-মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারের আচরণ সন্দেহজনক বলেও মন্তব্য করেন বিচারপতি পারদিওয়ালা। টাইমলাইন নিয়ে রাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিব্বলের সাফাই গ্রহণযোগ্য নয় বলে সেদিন জানিয়েছিলেন বিচারপতি। কিন্তু এদিন সিবিআই-কে আগামী সোমবার ফের স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিতে বলে সর্বোচ্চ আদালত।

সম্পাদকীয়

জনগণের অজ্ঞতার মধ্যেই শাসকের ক্ষমতা লুকিয়ে থাকে

শিক্ষা আজ অর্থবানের কাছে সুলভ, বহু মেধাবীর কাছে দুর্লভ। অবৈতনিক সর্বজনীন শিক্ষা ইউরোপে এখনও বর্তমান। আমাদের এখানে অবৈতনিক কথাটিই কেবল রয়েছে। মাত্র ২৯০ টাকা দিয়ে ভর্তি হওয়ার কথা বললেও সরকার পোষিত স্কুলে কোথাও কোথাও তার দশগুণ টাকা দিয়ে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া করাতে হয়। এ ব্যাপারে স্কুল কর্তৃপক্ষের উত্তর, বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষক, করণিক, ঝাড়ুদার, কম্পিউটার অপারেটর, বিভিন্ন ধরনের কর্মী অল্প টাকায় স্কুল কর্তৃপক্ষকে রাখতে হয়। নয়তো স্কুল চালানো অসম্ভব। অথচ, বছরের পর বছর শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ বন্ধ। এ আমাদের লজ্জা নয় কি? বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন দেশের শিক্ষার জন্য বাজেটের ১০ শতাংশ ব্যয়ের সুপারিশ করেছিল। স্বাধীনতার পর কোনও বছরই ওই লক্ষ্যমাত্রা ছোঁয়নি। উল্টে বরাদ্দ কমে গিয়েছে। মিড-ডে মিলের খাবারের বরাদ্দও যথেষ্ট কম। এ রাজ্যে প্রায় ৮২০০ বিদ্যালয় অবলুপ্তির পথে। নতুন কোনও সরকারি বিদ্যালয় দীর্ঘ ৩০-৩৫ বছরে হয়নি। তবে বেসরকারি বিদ্যালয় অসংখ্য হয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্য, উভয় সরকারই বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলতে উৎসাহ দিচ্ছে। ১৯৮৬-র জাতীয় শিক্ষানীতিতে বলা হয়েছিল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য হল বিনিয়োগের সবচেয়ে ভাল ক্ষেত্র। ২০২০-র নীতিতেও একই বার্তা দেওয়া হল। শিক্ষা দফতরের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই, ভাবনা নেই। কেউ পরামর্শ দিলেও তা গ্রহণ করে না। পাঠ্যবই না মিললেও সিমেস্টার পদ্ধতি অনুসারে না শিখিয়েই পরীক্ষা নেওয়া হয়। আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মনে করতেন, শিক্ষার পরিকল্পনা শিক্ষাবিদদের করা উচিত। কিন্তু বর্তমানে তথাকথিত শিক্ষাবিদরা সরকারের নির্দেশেই চালিত হন। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক লেও টলস্টয় একদা বলেছিলেন, জনগণের অজ্ঞতার মধ্যেই শাসকের ক্ষমতা লুকিয়ে থাকে।

শব্দবাণ-৪০

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১.ভাব, ধরন ৩. গড়খাই ৫. ব্যাধ, কিরাত ৬. তাং ৭. শয়নগৃহ, — শয়নপরে ৯ .সতর্ক ১১. স্বত্ব, অধিকার ১২. আমগাছ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. বিকল, অসাড় ২. অচল ৩. পড়ে যাওয়া ৪. খাদ্যদ্রব্য ৭. উৎপাত, ঝামেলা ৮. সমাধি ৯. শীঘ্র, তাড়াতাড়ি ১০.বিষ।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৯

পাশাপাশি: ২. কীটানুকীট ৩. পরমপদ ৬. তরঙ্গমালা ৭. মহাসাগর।

উপর-নীচ: ১. অনভিপ্রেত ২. কীটপতঙ্গ ৪. মঙ্গলাচার ৫. দক্ষিণাপথ।

জন্মদিন

আজকের দিন

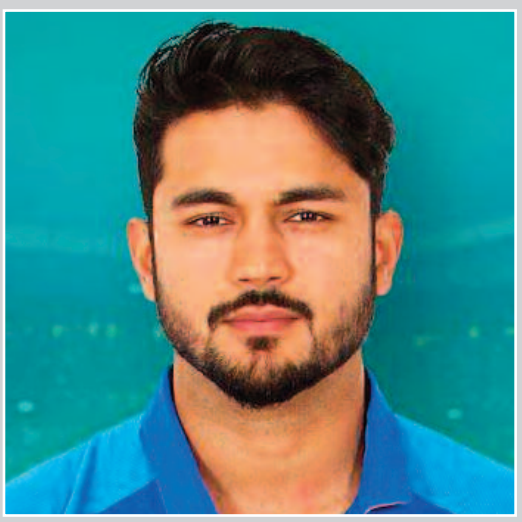

মনীশ পান্ডে

১৮৮৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ গোবিন্দবল্লভ পন্থের জন্মদিন।*
১৯২২ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের জন্মদিন।*
১৯৮৯ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় মনীশ পান্ডের জন্মদিন।*

বাংলাদেশের গণ-অভ্যুত্থানে আত্মঘাতী বাঙালির ভয়ঙ্কর পরিণতি দিনের আলোর মত স্পষ্ট হচ্ছে!

স্বপনকুমার মণ্ডল

বাংলাদেশের আকস্মিক পালাবদলে দেশজুড়ে ত্রাসের রাজত্ব, আতঙ্কিত পরিবেশ। বেছে বেছে বিপক্ষের সরকারি আমলা থেকে স্কুল,কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, অধ্যাপক ও উপাচার্যদের ছাত্রদের দলবদ্ধ ভাবে জোর করে পদত্যাগ করানোর হিড়িক পড়ে গেছে। সংখ্যালঘু হিন্দু হলে তো কথাই নেই,পদত্যাগের পরেও নির্বিচারে চলে উত্তম-মধ্যম গণধোলাই। কেউ কেউ স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করে প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করছে, কাউকে কাউকে মেরেধরে নিগ্রহ করে চাকরি ছাড়ানোর বা পদত্যাগ করানোর নৃশংস আয়োজন চলছে । কেউ আবার দেশ ছেড়ে গোপনে পালিয়ে যাওয়ার সময় ধরা পড়ে গেছে। সংবাদ মাধ্যম থেকে সোস্যাল মিডিয়ায় সেই সব ভয়াবহ ঘটনা দেখে গা শিউরে উঠছে। আগের আমলের সরকারি দলের নেতা-মন্ত্রীদের উপরে ইতিমধ্যেই বিচারের নামে প্রতিশোধের প্রহসনের পালাও শুরু হয়ে গেছে, ভাবা যায়! আসলে বাংলাদেশের এই অসময়ের অকালবোধনে অস্বাভাবিকতার বিপর্যয় নেমে এসেছে। আষাঢ়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন আকাশ বা শ্রাবণের মেঘভাঙা বৃষ্টি দেখলে কেউ ভয় পায় না, বরং তার স্বাভাবিকতায় মন প্রসন্ন হয়ে ওঠে। শরতের নির্মল আকাশে আকস্মিক মেঘের ঘনঘটায় অজানা আশঙ্কায় মনে আপনাতেই আতঙ্ক নেমে আসে। যার প্রয়োজন নেই,তার আয়োজন শুধু ক্ষতি করে না, অসময়ের আগমনে ভয়ঙ্কর অশনি সংকেত জাগিয়ে তোলে। বাংলাদেশের কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতা যেভাবে ছড়িয়েছিল,তা যে অচিরেই সরকারবিরোধী আন্দোলনে সামিল হতে পারে, অনেকেই তা আঁচ করতে পেরেছিল। সে দেশে দীর্ঘদিন শাসক দলের একাধিপত্যের কাছে সরকারবিরোধী দলের অস্তিত্ব সংকটের ছবি নানাভাবে উঠে আসে। নির্বাচনে হেরে যাওয়া থেকে সরে দাঁড়ানো সবেতেই শাসকবিরোধী রাজনৈতিক দলের তীব্র সংকট লক্ষ করা যায়। উগ্র মৌলবাদী বিরোধী দলও কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল। সেক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য সরকারবিরোধী যে-কোনও বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাথাচাড়া দেওয়ায় সচেষ্ট হলেও সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। উল্টো সরকারবিরোধী দল বা উগ্র মৌলবাদীরা গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে জনপ্রিয়তায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এজন্যই নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পাওয়ার জন্য যে কোনও অজুহাতে সরকারবিরোধী জোটবদ্ধ ষড়যন্ত্র অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেক্ষেত্রে সরকারি ভাবে নিষিদ্ধ মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব সংকট স্বাভাবিক ভাবেই সরকারের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র থেকে অসাধু যোগসাজসে ক্ষমতায়নের প্রয়াস জারি থাকে। শুধু তাই নয়, প্রধান বিরোধী দল-সহ অন্যান্য দলের অস্তিত্ব সংকটও শত্রুর শত্রু মনে মিত্রের একাত্মবোধে সরকারবিরোধী জোট স্বাভাবিক ভাবেই ক্রমশ শক্তিবৃদ্ধি করে। সেখানে সরকারবিরোধী আন্দোলনের অছিলায় সরকারকে উৎখাত করার অসাধু প্রয়াস মাথাচাড়া দেওয়ার যোগসাজশ অনেকদিন ধরেই চলেছে। সাম্প্রতিক কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে স্বাভাবিক ভাবেই সরকারবিরোধী জোটের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ গণআন্দোলনের অব্যবহিত পরিসরে অস্থায়ী অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে। সেখানে দেশের প্রধান দল আওয়ামী লীগকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়নি,সচেতন ভাবেই সে দলকে বাইরে রাখা হয়েছে। সেক্ষেত্রে কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের লক্ষ্য যে সরকারি দলের ক্ষমতাচ্যুত করার প্রতিই নিবদ্ধ ছিল,তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট । শুধু তাই নয়, তার লক্ষ্যে যে নতুন বাংলাদেশের স্বপ্ন ছিল,তা দ্বিতীয় স্বাধীনতা থেকে পুনরায় স্বাধীনতা লাভের চেতনাতেই প্রতীয়মান। আর সেখানেই বাঙালির আত্মঘাতী ভয়ঙ্কর পরিণতিটি হাতছানি দিয়ে উঠেছে।

বিগত হাসিনা সরকারের ক্ষমতায়নের মূল পুঁজি ছিল দেশটির ইতিহাস ও তার উত্তরাধিকার। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন গড়ে ওঠা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস তথা মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাসের আপামর বাঙালির জীবন-সংগ্রামের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতটি দেশটির অস্তিত্বের সঙ্গেই একাত্ম হয়ে আছে। সেখানে শেখ মুজিবুর রহমানের অবিসংবাদী ভূমিকা ও প্রবাদপ্রতিম জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব সারা বিশ্বে বাঙালির একমাত্র স্বাধীন দেশ বাংলাদেশের অস্তিত্বের সঙ্গেই সমার্থক মনে হয়। বাংলাদেশের সঙ্গেই তাঁর নামটি শ্রদ্ধার সঙ্গে জনমানসে জেগে ওঠে, গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করে তাঁর নাম। শেখ মুজিবুর রহমানের নামের আগেই উঠে আসে,জুড়ে যায় ওপার বাংলার জনগণনন্দিত 'বঙ্গবন্ধু'র অবিচ্ছেদ্য শ্রদ্ধেয় অভিধা। বঙ্গবন্ধুর অস্তিত্ব ও প্রভাব যে সে দেশের জনমানসে কত সুগভীর ও সুদূরপ্রসারী, তা ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যা করার পরও তাঁর জনপ্রিয়তার নির্বাচনে হেরে যাওয়া থেকে সরে দাঁড়ানো সবেতেই শাসকবিরোধী রাজনৈতিক দলের তীব্র সংকট লক্ষ করা যায়। উগ্র মৌলবাদী বিরোধী দলও কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল। সেক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য সরকারবিরোধী যে-কোনও বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাথাচাড়া দেওয়ায় সচেষ্ট হলেও সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। উল্টো সরকারবিরোধী দল বা উগ্র মৌলবাদীরা গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে জনপ্রিয়তায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এজন্যই নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পাওয়ার জন্য যে কোনও অজুহাতে সরকারবিরোধী জোটবদ্ধ ষড়যন্ত্র অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেক্ষেত্রে সরকারি ভাবে নিষিদ্ধ মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব সংকট স্বাভাবিক ভাবেই সরকারের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র থেকে অসাধু যোগসাজসে ক্ষমতায়নের প্রয়াস জারি থাকে। শুধু তাই নয়, প্রধান বিরোধী দল-সহ অন্যান্য দলের অস্তিত্ব সংকটও শত্রুর শত্রু মনে মিত্রের একাত্মবোধে সরকারবিরোধী জোট স্বাভাবিক ভাবেই ক্রমশ শক্তিবৃদ্ধি করে। সেখানে সরকারবিরোধী আন্দোলনের অছিলায় সরকারকে উৎখাত করার অসাধু প্রয়াস মাথাচাড়া দেওয়ার যোগসাজশ অনেকদিন ধরেই চলেছে। সাম্প্রতিক কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে স্বাভাবিক ভাবেই সরকারবিরোধী জোটের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ গণআন্দোলনের অব্যবহিত পরিসরে অস্থায়ী অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে।

নির্বাচনে হেরে যাওয়া থেকে সরে দাঁড়ানো সবেতেই শাসকবিরোধী রাজনৈতিক দলের তীব্র সংকট লক্ষ করা যায়। উগ্র মৌলবাদী বিরোধী দলও কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল। সেক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার জন্য সরকারবিরোধী যে-কোনও বিষয়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মাথাচাড়া দেওয়ায় সচেষ্ট হলেও সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়নি। উল্টো সরকারবিরোধী দল বা উগ্র মৌলবাদীরা গ্রহণযোগ্যতা হারিয়ে জনপ্রিয়তায় নিস্তেজ হয়ে পড়ে। এজন্যই নিজেদের প্রাসঙ্গিকতা ফিরে পাওয়ার জন্য যে কোনও অজুহাতে সরকারবিরোধী জোটবদ্ধ ষড়যন্ত্র অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। সেক্ষেত্রে সরকারি ভাবে নিষিদ্ধ মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব সংকট স্বাভাবিক ভাবেই সরকারের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র থেকে অসাধু যোগসাজসে ক্ষমতায়নের প্রয়াস জারি থাকে। শুধু তাই নয়, প্রধান বিরোধী দল-সহ অন্যান্য দলের অস্তিত্ব সংকটও শত্রুর শত্রু মনে মিত্রের একাত্মবোধে সরকারবিরোধী জোট স্বাভাবিক ভাবেই ক্রমশ শক্তিবৃদ্ধি করে। সেখানে সরকারবিরোধী আন্দোলনের অছিলায় সরকারকে উৎখাত করার অসাধু প্রয়াস মাথাচাড়া দেওয়ার যোগসাজশ অনেকদিন ধরেই চলেছে। সাম্প্রতিক কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে স্বাভাবিক ভাবেই সরকারবিরোধী জোটের অবিচ্ছিন্ন সংযোগ গণআন্দোলনের অব্যবহিত পরিসরে অস্থায়ী অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের মধ্যেই প্রকট হয়ে ওঠে।

উৎকর্ষমুখর শ্রীবৃদ্ধিতেই প্রতীয়মান। সেখানে তাঁর আত্মজা শেখ হাসিনা বিদেশে থাকায় প্রাণে বেঁচেই থাকেননি,তাঁর সুযোগ্যা উত্তরসূরি হিসেবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব থেকেই ক্ষমতাসীন হয়েছেন, বাংলাদেশের জাতির জনক হিসেবে পিতাকে সুপ্রতিষ্ঠিতও করেছেন। শুধু তাই নয়, সেক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে পাথেয় করেই শেখ হাসিনার পথ চলা, তাঁর প্রতি আপামর বাঙালির শ্রদ্ধাভক্তিই ছিল তাঁর ক্ষমতায় টিকে থাকার বাতিঘর। আসলে ক্ষমতা যত আলো দেয়,তার চেয়ে অনেকবেশি আলো শোষণও করে। সেখানে বঙ্গবন্ধুর আলোয় ক্ষমতাসীন শেখ হাসিনা সেই আলোতেই যেমন নিজেকে মেলে ধরেছেন, তেমনই তাতেই তাঁর গ্রহণযোগ্যতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে । সেখানে শাসক হিসেবে তাঁর কৃতিত্বের মূল্যায়ন জনমানসে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেনি। অথচ তাঁর আমলেই বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নের কথা প্রতিবেশী দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে তাঁর কৃতিত্বকে ছোট করে দেখানোর আয়োজনও বিরোধী দলের কাছে অস্ত্র হয়ে উঠেছে। সেখানে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্ককে শেখ হাসিনা শ্রীবৃদ্ধি করলেও সেটি গুণের না হয়ে মহাদোষের কারণ হয়ে ওঠে । সে কারণে ভারতবিদ্বেষী মানসিকতাও শেখ হাসিনার বিপক্ষে চালিত হয়েছে। সেখানে শেখ হাসিনার বিরোধিতার সঙ্গে ভারতবিরোধী ও হিন্দুবিদ্বেষী মানসিকতা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর ধর্মনিরপক্ষেতার আদর্শে তাঁর হিন্দুপ্রীতিও ভোটব্যাঙ্কের চোখে শুধু ব্রাত্য হয়েই পড়েনি,উগ্র মৌলবাদীদের কাছে বিরূপ করে তুলেছে। সেক্ষেত্রে পিতাকে ভাঙিয়ে খাওয়ার চেতনায় স্বাভাবিক ভাবেই বিরোধী দলের কাছে তা বাংলাদেশকে পৈত্রিক সম্পত্তি ভাবার সামিল মনে হয়। এজন্য সেই বাতিঘরের আলো নেভানোর প্রয়োজনকে আয়োজনে সামিল করতে গিয়ে সময়ের সন্ধিক্ষণ জরুরি হয়ে ওঠে। সে দেশের চাকরিতে কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে সেই সন্ধিক্ষণ নিবিড়তা লাভ করে। এতদিন 'মারি অরি পারি যে কৌশলে'র ষড়যন্ত্র নানাভাবে ব্যর্থ হলেও এবার যেন জোটবদ্ধ শক্তি বিপুল জনসমর্থন লাভ করে। শেখ হাসিনা ২০০৮-এর নির্বাচনে যে বিপুল জনসমর্থন লাভ করে ক্ষমতায় এসেছিলেন,সেই সমর্থন ক্রমশ হ্রাস পেতে শুরু করে। ২০১৩-র পর শেষ দুটি নির্বাচনে (২০১৮ ও ২০২৩) ব্যাপক কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগ ওঠে। অন্যদিকে শাসক দলের বিরোধীশূন্য মানসিকতায় যেভাবে বিরোধী দলের কর্মীদের গ্রেপ্তার থেকে দমনপীড়ন করে ভোটে দাঁড়ানো থেকে বিরত করা হয়েছে, প্রয়োজনে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে শত্রুমুক্ত হতে চেয়েছে, তা অচিরেই জনমানসে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিই করেনি, বিরোধী দলের ঐক্যকে আরও মজবুত করে তুলেছে। বিরোধী কণ্ঠস্বরকে রুদ্ধ করতে গিয়ে জনগণের কণ্ঠেই বিরোধী কণ্ঠস্বর জাগিয়ে তুলেছে। এমনিতেই ওপার বাংলায় ছাত্র সংগঠন অত্যন্ত শক্তিশালী। সেক্ষেত্রে বিরোধী শূন্য পরিসরে ছাত্রদের সংঘবদ্ধ বিরোধিতার পথ স্বাভাবিক ভাবেই প্রশস্ত হয়ে ওঠে। তার সঙ্গে বিরোধী দলগুলোর সংযোগ সময়েরই পরিণতি। অন্যদিকে দীর্ঘকাল শাসনে থাকায় শাসকদলের বিস্তার থেকে তার ক্ষমতার অপব্যবহার, একাধিপত্য বিস্তার, দুর্নীতি, অরাজকতা সমাজের তৃণমূল স্তরেও ছড়িয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের মধ্যে সরকারের প্রতি বিশ্বাস উবে যায়,শ্রদ্ধাও অচল হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে সরকারের মানবিক মুখেও দানবিক ছায়া লক্ষ করে জনসাধারণের মনে নেতিবাচক ধারণা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতালিপ্সু বিরোধী রাজনৈতিক দলের সরকার উৎখাতের ষড়যন্ত্র ছিল সময়ের অপেক্ষা মাত্র। কোটাবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ছিল তারই মাহেন্দ্রক্ষণ।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধুই ১৯৭২-এ ক্ষমতাসীন হয়ে গৌরবান্বিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে দেশের সরকারি চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধা ও তার উত্তরপুরুষের জন্য সংরক্ষণ করে তার প্রতি জাতির শ্রদ্ধা নিবেদন করে বিরল ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯১৮-এর আগে তা নিয়ে কোনও বিরোধিতা বা প্রতিবাদ সংঘর্ষের আকারে সক্রিয় হয়ে ওঠেনি। সেই ১৯১৮-তেই কোটাবিরোধিতা প্রতিবাদ শুরু হয় । তখনও তার তীব্রতা ছিল না। ক্রমশ তা বৃদ্ধি পায় । সেক্ষেত্রে শেখ হাসিনার ক্ষমতার বাতিঘরের আলো নেভানোর জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের অধিকার রদ করার বিষয়টি জরুরি ক্ষেত্র হিসেবে ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছিল। একে দেশে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছিল, তার উপরে দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরের পরে মুক্তিযোদ্ধাদের অস্তিত্ব ও প্রভাব জনমানসে শিথিল হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে বিপুল জনসংখ্যার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরাধিকারীর বিশেষ সুবিধাভোগের বিষয়টি গ্রহণযোগ্যতা হারায়। সে দেশে তীব্র বেকার সমস্যায় মুক্তিযোদ্ধার তিরিশ শতাংশ কোটা সাধারণ ও মেধাবী চাকরিপ্রার্থীদের কাছে শিরঃপীড়ার কারণ মনে হয়। সেক্ষেত্রে সেই কোটার বিরোধিতায় কোটাহীনরা পূর্বের পাকিস্তানপন্থী রাজাকার বনে যায়। সেখানে মুক্তিযোদ্ধার গৌরবের পাশে রাজাকারের কলঙ্কের বৈষম্যকে কৌশলে সামনে এনে সরকারের বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে চাকরির কোটাকেই হাতিয়ার করে সরকারকে চাপে ফেলে যেভাবে সারা দেশব্যাপী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে,তার মধ্যেই সেই আন্দোলনের আসল লক্ষ্যটি অচিরেই বেরিয়ে আসে। এজন্য চাকরিতে মুক্তিযোদ্ধার কোঠা বিরোধী আন্দোলনের সাফল্যের আলোতেই সরকারবিরোধী গণআন্দোলনের লক্ষ্য আরও প্রকট হয়ে ওঠে। ইতিপূর্বে বাহান্ন'র ভাষা আন্দোলনের আলোয় পূর্ব পাকিস্তান থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্মের রেশ এখনও মিলিয়ে যায়নি,বরং মুক্তিযুদ্ধই আপামর বাঙালির চলমান ইতিহাস হয়ে উঠেছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধোর প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতাকে তার উত্তরাধিকারীর কোটার মধ্যে সচল রাখলে দেশের মেধাও প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে। যেখানে উচ্চ শিক্ষার বেড়ে বেকারত্বের বিস্তার ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে,সেখানে কোটার প্রতি বিরূপ মনোভাব অত্যন্ত স্বাভাবিক। তার প্রয়োজনীয়তাও সময়ান্তরে শেষ হয়ে গিয়েছিল, শেখ হাসিনাও উপলব্ধি করেছিলেন বলেই তিনি তা তোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অন্যদিকে যে বিশ্বাসে ভর করে ছাত্র আন্দোলনের পরিসরে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রকট হয়ে উঠেছে, তখনই মুক্তিযোদ্ধার প্রতি শ্রদ্ধার সঙ্গে রাজাকারের প্রতি ঘৃণা জেগে ওঠায় তাঁর ইতিপূর্বের কোটাবিরোধিতা অকেজো হয়ে পড়ে। সেখানে রাজাকারের চেতনাহীন একালের চাকরিপ্রার্থীদের কাছে সরকারবিরোধী মানসিকতা আরও তীব্র আকার ধারণ করে। সেখানে বিরোধী দলগুলোর জোটের ষড়যন্ত্রের শিকারে ছাত্র আন্দোলনের তীব্রতায় গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ হাসিনার সরকার উৎখাত হলেও সে দেশের অরাজকতা ও অপশাসন আরও ঘনীভূত হয়। তাতে মাথাব্যথার জন্য মাথা কাটার মতো মূর্খামি আত্মঘাতী রূপ লাভ করে। দেশের অচলাবস্থা কেটে গিয়ে চূড়ান্ত ধ্বংসকামী অস্থিরতা নেমে এল। দেশময় দলবদ্ধ দুষ্কৃতির তাণ্ডবের ভয়ঙ্কর পরিণতিতে জোর যার মুলুক তারের পাশবিকতা সে দেশের গণতন্ত্রকেই হত্যা করে চলেছে । সরকারের নামে স্বেচ্ছাচারিতার মাশুল গুণতে হচ্ছে সাধারণ মানুষের। সেখানে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের হিংস্র খেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। চারিদিকে শুধু অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আতঙ্ক,ক্ষমতা দখলের অসুস্থ প্রতিযোগিতা। ক্ষমতালিপ্সু বিরোধী দলগুলোর পৌষমাস আসা মানেই দেশের জনগণের সাড়ে সর্বনাশ। ইতিমধ্যেই অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে। যে ছাত্র আন্দোলনে লক্ষ্যে ছিল দুর্নীতিপরায়ণ স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটানো,সেই ছাত্রদের হাতেই স্বৈরাচারী শাসকের অরাজকতা নেমে এসেছে। তার চেয়েও ভয় মৌলবাদীদের হাতে সোনার বাংলার ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রের অবসান ঘটিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের হাতছানি জেগে উঠছে । অন্যদিকে যে মুক্তিযুদ্ধ ত্রিশ লক্ষ বাঙালির প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম দিয়ে বাঙালির ইতিহাস রচনা করেছে, সেই বাংলাদেশে ভারতবিরোধিতার পাশাপাশি পাকিস্তানপ্রীতি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে চলেছে। সেক্ষেত্রে বাঙালির অস্তিত্বই সে দেশে বিপন্ন হয়ে উঠছে। বাঙালির আত্মঘাতী পরিণতিই আজ তার সমূলে বিনাশের আয়োজন করে চলেছে, ভাবা যায়! অথচ সরকার উৎখাতের আয়োজন গণতান্ত্রিক ভাবে করলে তা সহজেই করা যেত। দেশের গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনার জন্য গণতান্ত্রিক সিস্টেমেই তা সংগত, তাকে অস্বীকার করা বা ভেঙে দেওয়াও কখনওই গণতন্ত্র নয়,তা স্বৈরাচারেরই নামান্তর। তার ভয়ঙ্কর পরিণতিই আত্মঘাতী বাঙালিকে কতদিন ভুগতে হবে, কে জানে!

লেখক: প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

আনন্দকথা

(সমাধিতত্ত্ব ও সর্বধর্ম-সমন্বয় — হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীস্টান)

ঠাকুর কথা কহিতে কহিতে সমাধিতত্ত্ব বুঝাইতেছেন। বলিতেছেন, ''সচ্চিদানন্দলাভ হলে সমাধি হয়। তখন কর্মত্যাগ হয়ে যায়। আমি ওস্তাদের নম কচ্ছি এমন সময় ওস্তাদ এসে উপস্থিত।, তখন আর তার নাম করবার কি প্রয়োজন। মৌমাছি ভনভন করে কতক্ষণ? যতক্ষণ না ফুলে বসে। কিন্তু সাধকের পক্ষে কর্মত্যাগ করলে হবে না। পূজা, জপ, ধ্যান, সন্ধ্যা, কবচাদি, তীর্থ — সবই করতে হয়

(ক্রমশঃ)

তিনি পূর্বে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন।

ঠাকুর নিজের ঘরের দক্ষিণের বারন্দায় ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন। রাম, মনোমোহন, সুরেন্দ্র, রাখাল, ভবনাথ, মাস্টার প্রভৃতি অনেক ভক্তেরা উপস্থিত আছেন। কেদার আজ উৎসব করিয়াছেন। সমস্ত দিন আনন্দে অতিবাহিত হইতেছে। রাম একটি ওস্তাদ আনিয়াছিলেন, তিনি গান গাহিয়াছেন। গানের সময় ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়া ঘরের ছোট খাটটিতে বসিয়াছিলেন। মাস্টার ও অন্যান্য ভক্তেরা তাঁহার পাদমূলে বসিয়াছিলেন।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বাস রুটে টোটো চলাচলের নিষেধাজ্ঞা, প্রশাসনের নজরদারি, টোটো চালকদের হরতাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: অবশেষে অবৈধ টোটোর ওপর প্রশাসনের নজরদারি বাড়ল। জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে টোটো যাতায়াত করলেই পুলিশ করছে আটক বলে অভিযোগ। ঘটনায় সোমবার সকাল থেকেই অন্ডালের কাজোড়া মোড়ে টোটো চালকরা হরতালে নেমেছেন। প্রায় ২০০ জন টোটো চালক টোটো দাঁড় করিয়ে আন্দোলনের সামিল।

টোটো চালক অখিলেশ সাও ও শেখ নাসিরদের দাবি, পুলিশ ও এআরটিও তরফে টোটো আটক করা হচ্ছে, বলা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন করানোর জন্য যাতে লাগছে প্রায় ৩০ হাজার টাকা বলে টোটো চালকরা জানান। এতগুলো টাকা একেবারে কোথা থেকে পাবেন এটাই ভাবাচ্ছে টোটো চালকদের। টোটো চালকরা বলছেন, তাদেরকে সঠিক নিয়ম-কানুন বুঝিয়ে দেওয়া হোক কোন রুটে তারা টোটো চালাতে পারবেন। এর পাশাপাশি টোটো চালকরা দাবি করেছেন তারা লিংক রোড অথবা গ্রামের রাস্তায় টোটো চালালেও পুলিশ ধরছে। এভাবে হঠাৎ করে টোটোর ওপর প্রশাসনের নজরদারি বাড়াতে চরম সমস্যায় পড়েছেন খনি অঞ্চলের হাজার খানেক টোটো চালক। তারা জানান, টোটোর উপর নির্ভর করে চলছে বহু সংসার। কোন কোন টোটো চালক ইতিমধ্যেই লোন নিয়ে কিনেছেন টোটো। এমতাবস্থায় টোটো বন্ধ হয়ে গেলে কি করবেন সেটাই বুঝে পাচ্ছেন না। তাই হঠাৎ করে টোটোর বন্ধ হয়ে গেলে প্রচুর বেকার যুবক ও সংসারে ফের একবার হতাশার ছায়া। এর মধ্যে অনেক টোটো চালক আছেন যারা রেজিস্ট্রেশন করাতে চান, তবে তার পদ্ধতি কি সে বিষয়ে অন্ধকারে তারা। এক দিকে টোটো চালু হওয়ার পর যেমন রাস্তায় যানজট বেড়েছে। টোটোর কারণে উল্টোদিকে প্রচুর বেকার সমস্যার সমাধান হয়েছে। যারা আছে টোটো চালিয়ে জীবিকা অর্জন করছেন সৎপথে। তাই টোটো চালানোর জন্য সঠিক উপায় কি? তা টোটো চালকদের কাছে পরিষ্কার করুক প্রশাসন।

আসানসোলে ২ ব্যবসায়ীর বাড়ির পুলিশি অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: আসানসোলের সালানপুর থানা এলাকায় পুলিশের ব্যাপক অভিযান। দুটি বাড়িতে অভিযান পুলিশের বিশাল টিম। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, দুর্গাপুরের কোটি টাকার ছিনতাই মামলায় এই অভিযান বলে প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে। সালানপুর থানার পিঠাকেয়ারির এলাকার ব্যবসায়ী পৃথ্বীরাজ জয়সওয়াল ও রূপনারায়ণপুরের হঠাৎ কলোনির ব্যবসায়ী অজয় দাসের বাড়িতে ব্যাপক পুলিশের অভিযান। এইদিন দুর্গাপুর থানা, সালানপুর থানা ও রূপনারায়ণ ফাঁড়ির পুলিশ এই দুই ব্যবসায়ীর বাড়িতে অভিযান চালায়।

জানা গিয়েছে, ব্যবসায়ী অজয় দাসের বাড়িতে তালা দিয়ে দেয় পুলিশ। যদিও অজয় দাস বাড়িতে ছিল না। অজয় দাসের স্ত্রী বলেন, আমার জানা নেই দুর্গাপুর থানা থেকে এসে বাড়ির মধ্যে কিছু খুঁজছে। পুলিশ বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে কিন্তু কোথাও কিছু পাওয়া যায়নি কিন্তু বাড়িতে তালা দিয়ে দেয়। যদিও তার স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ হয়নি অজয় দাসের।

ওপরদিকে সালানপুর থানার অন্তর্গত পিঠাকিয়ারি এলাকায় ব্যবসায়ী পৃথ্বীরাজ জয়সওয়ালের বাড়িতে পুলিশের অভিযানে। ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে দুটি চার চাকা গাড়ি সহ বাড়িতে থাকা মোটর সাইকেলগুলো নিয়ে যায় পুলিশ বলে সূত্রের খবর। সূত্রে জানা যায় ব্যবসায়ী অজয় দাসের বাড়ি থেকেও চারচাকা দুটি গাড়ি নিয়ে যায় পুলিশ।

আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ স্ত্রী ও প্রেমিকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে ধৃত স্ত্রী ও তার প্রেমিকের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ তুলে অভিযুক্তদের শাস্তির দাবিতে বনগাঁ পুরসভার কাউন্সিলরের কাছে আবেদন মৃতের পরিবারের। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ থানার কুরির মাঠ এলাকার রাজু কুন্ডুর ৩৮ বছর স্ত্রী পূজা কুন্ডুর সঙ্গে স্থানীয় অনিল মালের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। আগেও একাধিকবার অশান্তি হয়েছে পরিবারে। শনিবার রাজুর সঙ্গে পূজার অশান্তি চরমে ওঠে। অভিযোগ সেই সময়ে অনিল এবং পূজা মিলে রাজুকে মারধর করে। পরবর্তীতে রাজুর বাড়ি থেকে রবিবার সকালে রাজুর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে ডাক্তাররা মৃত বলে ঘোষণা করে। পরবর্তীতে রাজুর মা বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত স্ত্রী পূজা কুন্ডু ও প্রেমিক অনিল মালকে গ্রেপ্তার করে বনগাঁ থানার পুলিশ। ধৃতদের এদিন বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে বনগাঁ থানার পুলিশ। অন্যদিকে বনগাঁ পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমিতাভ দাসের কাছে রাজুকে খুন করা হয়েছে বলে দাবি করে অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি তোলা পরিবারের পক্ষ থেকে। এই বিষয়ে বনগাঁ পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অমিতাভ দাস জানিয়েছেন, আমারও মনে হয় ত্রিকোণ প্রেমের জেরে রাজুকে হত্যা করা হয়েছে। আমি চাই এই ঘটনার সঠিক বিচার হোক।

পানীয় জল পান করে অসুস্থ ৭০

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভাতারের কালুকতাক গ্রামে পানীয় জল পান করে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন প্রায় ৭০ জন মানুষ। খবর ছড়িয়ে পড়ায় গ্রাম জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে সোমবার দুপুরে গ্রামে বসে মেডিক্যাল ক্যাম্প। জানা গিয়েছে, গত বেশ কয়েকদিন ধরে ভাতারের কালুকতাক গ্রামে বিশেষ করে বাচ্চারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এর মধ্যে ডায়রিয়া ও জন্ডিস রোগীর সংখ্যা বেশি। প্রায় ৭০ জন মানুষ আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন বলে জানা গিয়েছে। রবিবারই এই বিষয়ে প্রশাসনের কাছে খবর যায়। রবিবার আশা কর্মীরা গ্রামে গিয়ে সার্ভের কাজ শুরু করে। সোমবার স্বাস্থ্যকর্মীরা গ্রামে ঢুকে ক্যাম্প বসান। এর মধ্যে তিনজন জন্ডিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি রয়েছে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। তবে স্বাস্থ্য দপ্তরের মানুষজন এলেও গ্রামে পিএইচই প্রকল্পের কোনও আধিকারিক আসেননি বলে দাবি গ্রামবাসীর। গ্রামে এখনো অসুস্থ হয়ে রয়েছে প্রায় ৩০ জন।

প্রয়াত পুরপ্রধানের স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাদুড়িয়া: বাদুড়িয়া পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান তুষার সিংহের স্মরণ সভার আয়োজন করে বাদুড়িয়া বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন বাদুড়িয়া পুর কমিউনিটি হলে কয়েকশো সমার্থকের উপস্থিতিতে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠান উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি, জেলা পরিষদের এর তথ্য সংস্কৃতি, শিক্ষা ক্রীড়া কর্মদক্ষ বুরহানুল মুকাদ্দিন লিটন, সহ দলীয় পর্যবেক্ষক গৌতম গুপ্ত, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কুহেলিকা পারভিন, টাউন সভাপতি সুভাষ সাহা সহ অন্যান্যরা। এদিন লিটন বলেন, তুষার দার দেখানো স্বপ্নকে বাস্তবে বাস্তবায়ন করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য। একজন তৃণমূল কংগ্রেস সৈনিক হিসাবে, পুরপ্রধান হিসাবে তার অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বাদুড়িয়াবাসীর কাছে।

১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশেই ধস আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: জাতীয় সড়কের পাশেই এক অংশে কিছু এলাকা জুড়ে ধসে গিয়ে গর্ত হয়ে যাওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়।

ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায়, রবিবার বিকেল দিকে ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের বোগরা এলাকায় সড়কের এক প্রান্তে গর্তের আকারে ধস দেখা যায়। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। স্থানীয়রা পুলিশ প্রশাসনকে খবর দিলে ও এই ঘটনার খবর পেয়ে স্থানীয় মেয়র পারিষদ সুব্রত অধিকারীকে জানালে তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনাটি খতিয়ে দেখে পুলিশ প্রশাসনকে ওই এলাকাটি ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দিতে বলেন। এরপরই পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে রাস্তার ওই অংশের ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। এই অংশে যাতে কোন যানবাহন না পৌঁছয় ও মানুষজনের যাতায়াত যাতে ওই অংশে না হয় তার জন্য তারা একটি বোর্ডও লাগিয়ে দেন। এরপরই জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকে এই ঘটনার খবর দিয়ে দ্রুত এই ঘটনা কারণ খতিয়ে দেখে, এলাকাটি সুরক্ষিত করার দাবি করেন। হঠাৎ করেই রাস্তার ধারে এরূপভাবে ধসের ঘটনা ঘটায় হতচকিত সকলে। স্থানীয় বেশ কিছু এলাকাবাসীর দাবি,

ওই এলাকার নীচে জল সরবরাহের লাইন যাওয়ার কারণে সেই জলের জমা অংশ ধসে গিয়ে এই ঘটনা ঘটতে পারে। তবে ঘটনাটি ধসের ঘটনা নাকি জল বয়ে যাওয়ার ফলে এরূপ ঘটনা ঘটেছে তা নিয়ে সংশয়ে রয়েছে সকলের। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এ বিষয়টি লক্ষ্য করে দ্রুত এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্যোগ নিয়েছেন।

সাধারণ নাগরিকের পরিষেবা প্রদানের জন্য চালু 'ভরসা' অ্যাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে সাধারণ নাগরিকের পরিষেবা প্রদানের জন্য চালু করা হল নতুন অ্যাপ। অ্যাপটির নাম দেওয়া হয়েছে 'ভরসা'। এটি বাংলা এবং ইংরেজি দুটি ভাষাতেই পাওয়া যাবে। সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে প্রায় দেড় থেকে দুই মাস ধরে এই অ্যাপটির সম্বন্ধে পর্যবেক্ষণ করা হয়। তারপরেই সোমবার প্রচার করা হয় এই 'ভরসা' অ্যাপের বৈশিষ্ট্য বা তার ব্যবহার ও সুবিধা। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই এই 'ভরসা' অ্যাপ চালু করে বর্ধমান জেলা পুলিশ। উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান জেলা পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার, এবং অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকেরা। জেলা পুলিশ সুপার আমানদীপ জানিয়েছেন, বর্ধমান শহর ছাড়াও অন্যান্য জেলাতেও যেকোনও মানুষ বিপদে পড়লে অ্যাপের সাহায্যে পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন এবং ও নিজের অভিযোগ জানানো যাবে সহজেই। বর্ধমান জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সেই বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে সংশ্লিষ্ট জায়গায়। এই অ্যাপ নিয়ে তারা অনেক দিন ধরেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। বিশেষ করে পুজোর সময় অনেক মানুষ বাইরে বেরবেন এই অ্যাপ থেকেই যারা ক্যাব বুক করবেন সরাসরি পুলিশের কন্ট্রোল রুমেও সেটা লোকেট হবে। ফলে মাঝ রাস্তায় কেউ বিপদে পড়লে তারা সাহায্য চাইলে পুলিশ সহজেই সেখানে লোকেশন দেখে পৌঁছতে পারবে। এর ফলে মানুষ সুরক্ষিতভাবে বাড়ি পৌঁছতে পারবেন।

খুন যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: মাত্র ৫০ টাকার জন্য জামবনি ব্লকের সানগ্রামে খুন হতে হল এক যুবককে, আটক খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত যুবক। পাওনা মাত্র ৫০ টাকা। আর তার জেরে খুন হতে হল বছর ১৮ এর এক যুবককে। এহেন ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনি ব্লকের কাপগাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এর সানগ্রাম এলাকায়। জানা গিয়েছে, ১৮ বছর বয়সি যুবক বুদ্ধেশ্বর শবরের সঙ্গে প্রতিবেশী লাদেন শবরের পঞ্চাশ টাকা পাওয়াকে কেন্দ্র করে বচসা বাঁধে। বচসা চলাকালীন বুদ্ধেশ্বরের মাথায় লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করে লাদেন শবর। যার ফলে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে বুদ্ধেশ্বর শবর। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাকে দেখার পর মৃত বলে ঘোষণা করে। অভিযুক্ত কিশোর লাদেন শবরকে আটক করেছে জামবনি থানার পুলিশ।

শক্তিনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

নোটিশ

ক্রমিক নং	বিষয়	তারিখ	সময়	স্থান
১	খসড়া সদস্য তালিকা প্রকাশ	১২/০৯/২৪	দুপুর ১২ টা	সমিতির অফিস
২	খসড়া তালিকা সংক্রান্ত দাবী/আপত্তি গ্রহন	১৯/৯/২৪ ও ২০/৯/২৪	দুপুর ১২ টা থেকে ৩ টা	সমিতির অফিস
৩	তালিকায় দাবী/আপত্তি সংক্রান্ত শুনানি	২৬/৯/২৪ ও ২৭/৯/২৪	দুপুর ১২ টা থেকে ৩ টা	সমিতির অফিস
৪	চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ	৩/১০/২৪	দুপুর ১২ টা	সমিতির অফিস

অনিবার্য কারন বশত চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন পরিবর্তিত হতে পারে।
প্রকাশ থাকে যে খসড়া তালিকায় সমিতির তথ্য আনুযায়ী সম্ভাব্য মৃত সদস্যদের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত মৃত মন্তব্যকৃত ব্যক্তিদের প্রেক্ষিতে কোনো দাবী/আপত্তি না আসিলে তাদের কে মৃত বলে ধরে নেওয়া হবে। খসড়া তালিকা সমিতির নোটিশ বোর্ডে ও এলাকার বিশেষ বিশেষ জায়গায় টানিয়ে দেওয়া হবে।

সহকারি রিটার্নিং আফিসার
শক্তিনগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

SBI | এসবিআই গোলাপবাগ শাখা (০১০২২৫)
পোঃঅঃ- রাজবাটী, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১০৪, ফোন: ৩৪২০-২৫৫৮৫২৪
সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই গোলাপবাগ শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।
ঋণগ্রহীতা : প্রদীপ কুমার মালিক

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	৩০.০৯.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৯.৪১ গ্রাম নিট ওজন ৭.৯৯ গ্রাম	১টি চেন
২.	৩০.০৯.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ১৩.২১ গ্রাম নিট ওজন ১১.২২ গ্রাম	১টি নেকলেস ভাঙ্গা
৩.	৩০.০৯.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২২ সি	গ্রস ওজন ৩০.৩১ গ্রাম নিট ওজন ১৩.০০ গ্রাম	২টি গালা সহ বালা

তারিখ: ১০.০৯.২০২৪ | স্থান: বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার, এসবিআই গোলাপবাগ

বৈংক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI — Relationship beyond Banking
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া হরিণাভি শাখা
রামকৃষ্ণ কমপ্লেক্স, এনএসসি বোস রোড, হরিণাভি, কলকাতা-৭০০১৪৮ সংযোজন এফ

পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১) দেখুন]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** -এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **১৯.০২.২০২৪ তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি** প্রদানপূর্বক **ঋণগ্রহীতা, শ্রী শৌরিক দত্ত,** পিতা-দেবাশীষ দত্ত - কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত **৭,৫৯,৪০২.৯০ টাকা (সাত লক্ষ উনাষাট হাজার চারশো দুই টাকা নব্বই পয়সা মাত্র)** বকেয়া টাকা উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদার ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত পরিসম্পদের দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এর রুল ৮-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব সেকশন(৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৩রা সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে।**
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে উল্লিখিত **৭,৫৯,৪০২.৯০ টাকা** এবং তদুপরি সুদ **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
জি + ৩ তলা বিল্ডিং এর ব্লক-II-এ এর ০৩য় ফ্লোরে ফ্ল্যাট নং বি-৩ সমন্বিত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার পরিমাপ কমবেশি ৪৮১ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এলাকা এবং যার জেএল নং-৩৬, আরএস ও এলআর দাগ নং-৮৮৯, আরএস খতিয়ান নং ২৪৯, এলআর খতিয়ান নং ১৩৮৬, ২৫৬, ৩৩৪, ৩০৭২, থানা ও এডিএসআরও- সোনারপুর, মৌজা- হরিণাভি, রাজপুর সোনারপুর পৌরসভার ওয়ার্ড নং- ১৮, হোল্ডিং নং- ২৫, এমএন রায় রোড, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১৪৮।
সম্পত্তিটি চতুর্দিক পরিবেষ্টিত :

জমি	ফ্ল্যাট
উত্তরে: বনি মিত্রের সম্পত্তি দ্বারা	খোলা আকাশ
দক্ষিণে: আরএস দাগ নং- ৮৮৯ এর সম্পত্তি দ্বারা	করিডোর এবং ফ্ল্যাট নম্বর সিত
পূর্বে: খিরো ঘোষের সম্পত্তি দ্বারা	সিঁড়ি
পশ্চিমে: ১৮ ফুট চওড়া মিউনিসিপ্যাল রোড (এম এন রায়)দ্বারা	ফ্ল্যাট নং সিত

তারিখ: ০৩.০৯.২০২৪ | **স্থান: হরিনাভি**
স্বা/-চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
জোনাল অফিস: কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৩য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]

যেহেতু, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার পরবর্তীতে উল্লেখিত প্রতিটি অ্যাকাউন্টের সাপেক্ষে উল্লেখিত তারিখগুলিতে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে, উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে অর্থ পরিশোধ করার জন্য তাদের কে আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতাগণ অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও কমনভাবে জনকমনকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ এর সাথে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের বিপরীতে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বলে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/গুলি নিয়ে লেনদেন যেন না করেন এবং সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে এখানে নীচের অ্যাকাউন্ট গুলিতে প্রতিটির সাপেক্ষে উল্লিখিত পরিমাণ এবং তদুপরি সুদ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
আমরা এখানে বিশদভাবে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি, সুরক্ষিত সম্পদগুলিকে মুক্ত করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ব্যাপারে।

ক্র. নং.	অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা / শাখার নাম	দাবি বিজ্ঞপ্তি ও দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পরিমাণ (টাকায়)	সম্পত্তির বর্ণনা
১.	**জনাব আখতার মল্লিক** পিতা এরসাদ মল্লিক (দালানঘাটা শাখার সাথে থাকা লোনের অ্যাকাউন্টে **ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদার, ঠিকানা:** পারুলিয়া, জয়দেবপুর, পোস্ট-দারীকৃষ্ণ নগর, থানা- ডায়মন্ড হারবার, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা-৭৪৩৩৬৮ এছাড়াও মসজিদপাড়া দক্ষিণ হাজী পাড়া, ওয়ার্ড নং-১৩, ডায়মন্ড হারবার পৌরসভা, পোস্ট ও থানা- ডায়মন্ড হারবার, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগণা পিন-৭৪৩৩৩১ -তে **এবং** **জনাব রোহিত মল্লিক (সহ-ঋণ গ্রহীতা/জামিনদার)** পিতা - জনাব আখতার মল্লিক **ঠিকানা:** রামগোবিন্দ পুর জয়দেবপুর হেলথ লাইন নার্সিং হোম এর কাছে, পোস্ট-দারীকৃষ্ণ নগর, থানা- ডায়মন্ড হারবার, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা - ৭৪৩৩৩১ **শাখা: দালানঘাটা শাখা**	০৯.০৪.২০২৪ এবং ০৬.০৯.২০২৪	**২৭,৪৯,০৮৪.০০ টাকা (সাতাশ লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার চুরাশি টাকা মাত্র) ০৯.০৪.২০২৪** অনুযায়ী এবং তদুপরি আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচ সহ।	**বন্ধকীকৃত সম্পত্তি:** মৌজা-দক্ষিণ হাজীপুর, মসজিদ পাড়া পোস্ট ও থানা- ডায়মন্ড হারবার জেএল নং- ৯০ আরএস দাগ নং- ১৩৭ এলআর দাগ নং-২৫৭ এলআর খতিয়ান নং- ১০৩৯ ওয়ার্ড নং-১৩ পিন কোড- ৭৪৩৩৩১ জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ এ অবস্থিত কমবেশি ৪.৫ ডেসিমেল জমি ও তার উপর নির্মিত ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার দলিল নম্বর-১৬০৯০৩৭৭১/২০১৫ আখতার মল্লিক এর নামে। **সীমানা:** উত্তর- দিব্যেন্দু মণ্ডলের সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণ- হাসানুজ্জামান সরদারের সম্পত্তি দ্বারা, পূর্ব- দিব্যেন্দু মণ্ডলের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিম- ৬' প্রশস্ত কমন প্যাসেজ এবং সরিফউদ্দিন মোল্লা দ্বারা।

তারিখ: ০৬.০৯.২০২৪ | স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
পরিশিষ্ট ৪(সংযুক্তি ৩) **দখল বিজ্ঞপ্তি** (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
জোনাল অফিস- বহরমপুর
২য় তল, গৌর সুন্দর ভবন, পঞ্চাননতলা, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পঃবঃ, পিন- ৭৪২ ১০১
ই-মেইল: Z184@indianbank.co.in
[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(১) এর অধীন]

প্রতি,
১. **মেসার্স সোমা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী: জিনারুল ইসলাম,** গ্রাম- তেঁতুলতলা, পোস্ট ও থানা-দৌলতাবাদ, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ৩০২।
২. **জিনারুল ইসলাম (স্বত্বাধিকারী/বন্ধকদাতা),** পিতা- প্রয়াত লোকমান সেখ, গ্রাম- তেঁতুলতলা, পোস্ট ও থানা-দৌলতাবাদ, মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ৩০২।

যেহেতু:
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার ০২.০৭.২০২৪ তারিখে একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করে **ঋণগ্রহীতা- মেসার্স সোমা এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বাধিকারী- জিনারুল ইসলাম (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/ জামিনদার)** আমাদের **কাসিমবাজার শাখার সাথে,** -কে উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নোটিশে উল্লিখিত **৩৬,৩৯,১৮৩.০০ টাকা** (ছত্রিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার একশো তিরাশি টাকা মাত্র)পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানায়।
ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণ ও সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে রুল ৮ ও ৯ এর এর সঙ্গে পঠিত উল্লিখিত আইনের সেকশন ১৩(৪) এর অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে এখানে নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি/গুলি দখল নিয়েছেন **৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩** তারিখে।
বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তি/সমূহ নিয়ে লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি/গুলি নিয়ে যে কোনও লেনদেনে **৩৬,৩৯,১৮৩.০০ টাকা** (ছত্রিশ লক্ষ উনচল্লিশ হাজার একশো তিরাশি টাকা মাত্র) এবং তদুপরি সুদ **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** -এর চার্জ সাপেক্ষে হবে।
"আমরা সারফেইসি আইনের সেকশন ১৩(৮) এর বিধান এবং সেখানে প্রণীত বিধিগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যার অধীনে সিকিউরিটিজগুলির উপর আপনার মুক্তকরার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত।"

-: স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ :-
বন্ধকীকৃত সম্পদ: জিনারুল ইসলামের নামে জমি ও ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা - দৌলতাবাদ, জেএল নং ১২৯, দাগ নং আরএস ও এলআর-১৫, খতিয়ান নং (সাবেক) ১১৪২, হাল-২৪২৭, ২০১২ সালের ডিড অফ কনভিয়েন্স নং ৮৯৪৮ বই নং ১, ভলিউম নং ২৩, পৃষ্ঠা ৪২৭২ থেকে ৪২৮৩ এ নথিভুক্ত, এলাকা- ১.৭৫ ডেসিমেল, গ্রাম - তেঁতুলতলা, পোস্ট ও থানা- দৌলতাবাদ, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২ ৩০২ এবং **সীমানা:** উত্তর - মঞ্জুরা বিবির বিল্ডিং, দক্ষিণ - মেটাল রোড, পূর্ব - আব্দুল রশিদের দোকান, পশ্চিম - ওদুত মন্ডলের জমি।
হাইপোথেকেটেড সম্পদ : মেসার্স সোমা এন্টারপ্রাইজ (স্বত্বাধিকারী- জিনারুল ইসলাম) তেঁতুলতলা, পোস্ট ও থানা- দৌলতাবাদ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২ ৩০২ ইউনিটে সমস্ত স্থায়ী-বর্তমান সম্পদ (বর্তমান ও ভবিষ্যত)।

তারিখ: ০৫.০৯.২০২৪ | **স্থান: কাসিমবাজার**
অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, দুর্গাপুর আঞ্চলিক কার্যালয়
ইউসিপি: ০১৬, আম্বেদকর সরণি, উর্বশী, ফেজ - বেঙ্গল অম্বুজা সিটি সেন্টার দুর্গাপুর, পিন-৭১৩২১৬, পশ্চিমবঙ্গ
মোবা. নং: ৭০০৪২৮৬৩৬০ / ৮০৯৩০৩২৮০৫, ওয়েবসাইট: www.ldblbank.ln
CIN: L65190MH2004GOI148838
পরিশিষ্ট -৪-এ [রুল ৯(১) এর বন্দোবস্ত দেখুন] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৯(১) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা (গণ) কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **বাস্তবিক/ প্রতিকী দখল** আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড, সুরক্ষিত পাওনাদার এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা ২৬.০৯.২০২৪ তারিখে বিক্রি করা হবে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড এর বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে নিম্নে বর্ণিত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণ এর থেকে। রিজার্ভ মূল্য এবং বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির বিবরণের বিপরীতে প্রদর্শিত হয়েছে।
সম্পত্তির বিবরণ যা ২৬.০৯.২০২৪(১৫ দিনের নোটিশ) -এ নিলাম করা হবে

শাখার নাম	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার (গণ) /বন্ধকদাতা (গণ)-এর নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) গ) বিড/টেন্ডার বৃদ্ধির পরিমাণ
শঙ্করপুর	**ঋণগ্রহীতা- শ্রী রাজীব সাহা সহ-ঋণগ্রহীতা- শ্রীমতী শ্রাবণী সাহা**	৬ষ্ঠ (ষষ্ঠ) ফ্লোরে বিল্ডিংয়ের এক অংশের ইউনিট এর সকল যার ফ্ল্যাট নং বি যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়ার পরিমাপ কমবেশি ১০১০ বর্গফুট যার আছে দুটি বেড রুম, একটি ড্রয়িং কাম ডাইনিং রয়েছে, একটি বারান্দা, একটি রান্নাঘর, দুটি টয়লেট সেইসঙ্গে জমির অবিভক্ত আনুপাতিক শেয়ার এবং সাধারণ এলাকা, সুবিধা, সুবিধা, সুবিধা এবং সেখানে থাকা অন্যান্য সুবিধা, প্রজেক্ট/বিল্ডিং/এর নাম 'অনিতা রেসিডেন্সি যা ১৪.২৫ ডেসিমেল বা সামান্য কমবেশি পরিমাপের জমির উপর নির্মিত আরএস প্লট নং ১৬১১- এলআর. প্লট নং ২৩৪৭ খতিয়ান নং ৪৪৩২-এর অধীনে পরবর্তী এলআর খতিয়ান, ২৩২০-৩২০-এর মধ্যে। মৌজা-আররাহ, জেএল নং. ৯১, থানা- কাঁকসা, জেলা পশ্চিম বর্ধমান (পূর্বতন বর্ধমানের অংশ) মালান দীঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের **সীমার মধ্যে যা নিম্নরূপ চতুর্দিক পরিবেষ্টিত-; উত্তর :** শ্রী জীবন সোরেনের বাড়ি; **দক্ষিণ:** ১৬ ফুট চওড়া পঞ্চায়েত রোড; **পূর্ব:** ০৮ ফুট চওড়া পথ এবং শ্রী হরেন্দ্রনাথ মান্ডির বাড়ি; **পশ্চিম:** মাইকেল টুডু ওরফে হোপান টুডুর বাড়ি দ্বারা।	ক)১৯.০৯.২০২২ খ)৩০.০১.২০২৩ গ) ১৮,৬৫,৩০৬/- টাকা (আঠারো লক্ষ পঁয়ষট্টি হাজার তিনশো ছয় টাকা মাত্র)	ক) ১৬,৪০,৭৪৫/- টাকা খ) ১,৬৫,০০০/- টাকা গ) ১০,০০০/- টাকা

সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২ এর রুল ৯(১) এর অধীনে ১৫ দিনের সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
বিড ডকুমেন্ট কলকাতা জোনাল অফিস, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, দুর্গাপুর আঞ্চলিক অফিস এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্ক শঙ্করপুর শাখা থেকে কার্যদিবসে (সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৪.০০টা) বা ওয়েবসাইট-: **www.bankeauctionwizard.com** এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট: **https://www.idbibank.in** থেকে পাওয়া যেতে পারে ১২.০৯.২০২৪ থেকে ২৫.০৯.২০২৪ পর্যন্ত।

আন্ডারটেকিং, কেওয়াইসি নথি এবং ইএমডি সহ বিড ফর্ম জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	**২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত**
পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়-	**১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ এবং ১৮সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৩.০০ টা পর্যন্ত**
ই-অকশনের তারিখ ও সময়-	**২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত**

বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে এখানে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন: www.banksauctionwizard.com এবং https://www.idbibank.in
তারিখ: ১০.০৯.২০২৪ ; স্থান: দুর্গাপুর | স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

SBI | স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮- ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in
সারফেইসি এক্ট, ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীন বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা- **ইফরাহ ফুড প্রসেসিং প্রাইভেট লিমিটেড** ব্যাংক থেকে তাঁর প্রাপ্ত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন এবং ঋণটি নন-পারফর্মিং অ্যাসেট (এনপিএ) হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাঁর সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রি-কনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড ইনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) এর অধীনে তাঁকে নোটিশ জারি করা হয়েছিল, কিন্তু তা প্রাপ্তি স্বীকার না হয়ে ফেরত এসেছে এবং এতদ্বারা এই উপায়ে তাঁকে জানানো হচ্ছে।

ক্র. নং.	ঋণগ্রহীতার নাম সহ ঠিকানা এবং এ/সি নং	সম্পত্তির বিবরণ / সুরক্ষিত সম্পদের ঠিকানা যা বলবৎ করা হবে	বিজ্ঞপ্তির তারিখ	এনপিএ এর তারিখ	বকেয়া পরিমান (বিজ্ঞপ্তির তারিখ অনুযায়ী)
১.	**ঋণগ্রহীতা: ইফরাহ ফুড প্রসেসিং প্রাইভেট লিমিটেড ঠিকানা:** ১৩, তপসিয়া, ১ম লেন, ৩য় ফ্লোর, কসমস ক্লাবের কাছে, কলকাতা-৭০০০৩৯ **এবং** ডুমুরতলা, নারায়ণপুর, থানা ভাঙ্গড়, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩৫০২। **ডিরেক্টর(গণ): ১) সেখ মহঃ ইকবাল,** পিতা- সেখ মহঃ রইস **২) ফারহিন ইকবাল,** পিতা- মহঃ হাসিব কুরেশী **উভয়ের ঠিকানা:** ১৩, তপসিয়া, ১ম লেন, ৩য় ফ্লোর, কসমস ক্লাবের কাছে, কলকাতা-৭০০০৩৯ **লোন এ/সি নং : টিএল-৪১৩৮৪২৮০৯৮২ এবং সিসি-৪১৩৮৪২৪১৩০৮**	**তফসিল 'সি'** অংশ-১ (সমস্ত হাইপোথেকেটেড সম্পত্তি, যেমন স্টক, বুক ডেটস, প্রাপ্য, ভোগযোগ্য স্টোর এবং খুচরা জিনিসপত্র এবং নথিতে উল্লিখিত হাইপোথেকেটেড অস্থাবর প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সহ বর্তমান সম্পদ (তফসিল 'বি'): [বিবরণ / ক্রয়ের তারিখ / প্রস্তুতকারকের নাম / সরবরাহকারীর নাম — ১) কলার টাইপ প্যাকিং এয়ার কম্প্রেসার মেশিন / ২৬.১২.২০২২ / ক্লাসিক প্যাকেজিং / ক্লাসিক প্যাকেজিং; ২) ফ্রায়ার, বোলার, কনভেয়ার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি। / ২৭.১২.২০২২ / ওসাস ফুড প্রসেসিং সিস্টেম /] অংশ-২ (অনুগ্রহ করে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ উল্লেখ করুন যেমনটি বন্ধকী নথি/ডিডের রেফারেন্স সহ নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে (তফসিল 'বি') **নথিতে বর্ণিত ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ শূন্য।**	৩০.০৫.২০২৪	২৮.০৯.২০২৩	৫৩,১৭,০৫৯.০০ টাকা **(তিপ্পান্ন লক্ষ সতেরো হাজার উনষাট টাকা মাত্র) ৩০.০৫.২০২৪ অনুযায়ী।** আপনি উপরোক্ত পরিমাণের উপর চুক্তির হারে ভবিষ্যতের সুদ পরিশোধ করতেও দায়বদ্ধ

নোটিশের বিকল্প পরিষেবার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার/আইনগত উত্তরাধিকারীদের এতদ্বারা এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে বকেয়া অর্থ প্রদানের জন্য বলা হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড ইনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩-এর সাব-সেকশন (৪) এর অধীনে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।
দ্রষ্টব্য -সারফেইসি অ্যাক্ট'২০০২ এর অধীন আমাদের পূর্ববর্তী সকল নোটিশ (যদি থাকে) প্রত্যাহার ও বাতিল করা হল।
তারিখ: ১০.০৯.২০২৪ | স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার, এসএআরবি সাউথ বেঙ্গল

ইউকো ব্যাঙ্ক UCO BANK
ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা ৫ লালা লাজপত রায় সরণি, দ্বিতীয় তল, কলকাতা -৭০০০২০
লকার ভেঙ্গে খোলার নোটিশ

যেহেতু ইউকো ব্যাঙ্ক সেফ ডিপোজিট ভল্ট (লকার) সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াকারীকে ভাড়া দিয়েছে যা নীচের টেবিলে উল্লেখ করা হয়েছে। লকার ভাড়াকারীরা ভাড়া পরিশোধ করেনি এবং তাদের বিরুদ্ধে ভাড়া বকেয়া আছে। ব্যাঙ্ক ভাড়া পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াকারীকে তিনটি নোটিশ জারি করেছে কিন্তু এখনও ভাড়া জমা করা হয়নি।

ক্র. নং.	শাখার নাম	এসওএল আইডি	লকার নং	লকার ভাড়াকারীর নাম	বকেয়া পরিমান (টাকায় জিএসটি ছাড়া)	যখন থেকে বকেয়া
১	যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ	১০০০	বিএ০২৬	গোপাল দাস, রিনা দাস ও সনৎ দাস	১৩৯১৯	২৪-০৮-২০১৭
২	যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ	১০০০	সিএ০৬১	দেবাশীষ নন্দী ও স্বপ্না নন্দী	১১৭৬০	০২-০৯-২০২০
৩	যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ	১০০০	বিএ০৫১	গোপাল চন্দ্র সাহা ও ঝুমা সাহা	৮৬১৫	১২-১০-২০২০
৪	যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ	১০০০	বিসি০৩৭	সারাবতী দেবী পাতোদিয়া ও দিলীপ কুমার পাতোদিয়া	৭৯৫০	২৩-০৭-২০২০
৫	যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ	১০০০	বিসি০৬২	দুর্গা প্রসাদ রায় ও মেটালি রায়	২৪৩৮৩	০৪-০৫-২০২০
৬	যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ	১০০০	সিএ০০১	নমিতা রায় ও এস. কে. রায়	১৩৮৫০	০৮-০৯-২০১৭
৭	যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ	১০০০	সিএ০০৬	সন্তোষ শর্মা ও গিরিশ শর্মা	১২১৮০	০৫-১২-২০১৮
৮	যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ	১০০০	সিএ০৫৭	সুশান্ত মুখোপাধ্যায় ও সুজাতা মুখার্জি	৭৯৭৯	১০-০৫-২০২১
৯	যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ	১০০০	ইএ০১২	রাধা আগরওয়াল ও সুরেশ কুমার আগরওয়াল	৭২৪৪	০১-০৪-২০২১
১০	যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ	১০০০	এএ০৬৯	গৌতম কৃষ্ণ দেব ও সুমিতা দেব	৮৩২৬	০১-০৪-২০২১
১১	যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ	১০০০	এএ১৪৬	সুমিতা দেব ও কৃষ্ণা প্রিয়াঙ্কা দেব	৮৪২৬	০১-০৪-২০২১
১২	যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ	১০০০	বিএ০২৩	দেবেশ চন্দ্র বণিক ও সবিতা বণিক	৯৭৭২	২৬-০৫-২০২০
১৩	যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ	১০০০	ডিএ০২৪	রমেশ চন্দ্র ঝা ও মিনা ঝা	১০৮৮৬	০৮-০১-২০২০
১৪	যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ	১০০০	ইএ০৫০	সোমা অরোরা ও রাজেশ অরোরা	১৩০০৪	০৪-০৭-২০২০
১৫	যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ	১০০০	ইএ০৭৮	নারায়ণ চন্দ্র সাহা ও গৌরাঙ্গ চন্দ্র সাহা	১২৩৮০	১৭-০২-২০২০
১৬	যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ	১০০০	এএ০২৬	নীরেন কুমার সাহা ও নিবিড় সাহা	১২১৮৬	২৯-১২-২০১৯
১৭	যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ	১০০০	এএ০৩৩	সুদেষ্ণা ঘোষ	১০৬৭৮	১৯-০২-২০২০
১৮	যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ	১০০০	এএ০৫৯	গোপাল চন্দ্র দাঁ ও অন্নপূর্ণা দাঁ	১২৬৩৩	১৯-০৯-২০২০

লকার ভাড়াকারীগণের কাছ থেকে সাড়া না পাওয়ায়, ব্যাঙ্ক **১৯/০৯/২০২৪** তারিখে বা তার পরে উল্লিখিত লকারগুলি খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা অনুযায়ী বকেয়া সামঞ্জস্য করার জন্য লকারগুলির মধ্যে থাকা বিষয়বস্তু, যদি থাকে, আংশিক/সম্পূর্ণভাবে নিলাম করা হবে। লকারের অবশিষ্ট বিষয়বস্তু, যদি থাকে, তা সংশ্লিষ্ট লকার ভাড়াকারীগনের ঝুঁকি, দায়িত্ব এবং খরচে ব্যাঙ্কের হাতে থাকবে। যদি, লকারের বিষয়বস্তু ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধার করার জন্য অপর্যাপ্ত হয়, লকার ভাড়াকারীগন ঘাটতির জন্য দায়ী থাকবে। লকার ভাড়াকারীগন, তাদের লকার পুনরুদ্ধার করতে আগ্রহী হলে, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করতে পারেন **১৮/০৯/২০২৪** এর মধ্যে তাদের শাখায়।

তারিখ: ১০.০৯.২০২৪ | **স্থান: কলকাতা**
জোনাল অফিস, কলকাতা

আরামবাগে তিলোত্তমার প্রতিবাদী সভা ভেস্তে দেওয়ার চক্রান্ত, নিন্দা আম জনতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মানবিক যৌথ মঞ্চের তিলোত্তমার প্রতিবাদী সভা ভেস্তে দিতে চক্রান্ত করা হচ্ছে আরামবাগে বলে অভিযোগ উঠল। প্রতিবাদীদের প্রতিবাদী কণ্ঠ রোধ করতে চলছে চক্রান্ত। এমনটাই দাবি মানবিক যৌথ মঞ্চের। এই নিয়ে একটি সাংবাদিক বৈঠক করে মানবিক যৌথ মঞ্চ। তাদের দাবি, তিলোত্তমার প্রতিবাদী আন্দোলন কোনও রাজনৈতিক আন্দোলন নয়। একটা নির্বাচিত সরকারকে ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্য নিয়ে এই আন্দোলন হচ্ছে না। এই আন্দোলনের প্রথম উদ্দেশ্য হল তিলোত্তমাকে যারা ধর্ষণ করে খুন করেছে তাদের আইন অনুযায়ী উপযুক্ত শাস্তিপ্রদান। রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে দু-তিন বছর ধরে মাফিয়া রাজ চলছে সেই সমস্ত মাফিয়ারাজ বন্ধ করতে এবং জঞ্জাল পরিষ্কার করতে চেয়েছি। এই সময় মেডিক্যাল সিন্ডিকেট থেকে যে সমস্ত ডাক্তার পাশ করেছে তারা কিভাবে জনগণকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দেবে। সেটা বন্ধ হওয়া সর্বাগ্রে জরুরি। প্রকৃত ডাক্তাররা যেন স্বাস্থ্য পরিষেবা দেয়। এই দুই দাবি নিয়ে আন্দোলন করে মানবিক যৌথ মঞ্চ। ১০ সেপ্টেম্বর তাই রক্তদান শিবির ও বিনামূল্যে অভয়া ক্লিনিকের মাধ্যমে আরামবাগে চিকিৎসা দেবেন চিকিৎসকরা বলে ঠিক হয়। কিন্তু যে জায়গায় আরামবাগে এই কর্মসূচি হওয়ার কথা সেই জায়গা দখল হয়ে যায়। আরামবাগের নেতাজি স্কোয়ারে এই কর্মসূচি করার কথা। এদিন প্যান্ডেল বাঁধতে গিয়ে দেখা যায়, অন্য একটি সংস্থা নাকি ওই জায়গায় প্যান্ডেল বাঁধছে। অথচ গত ৩০ অগস্ট পুলিশ প্রশাসনের কাছ থেকে অনুমতি নেওয়া ছিল। ওই প্যান্ডেল নাকি বিশ্বকর্মা পুজোর জন্য বাঁধা হচ্ছে। তবে এই ভাবে তিলোত্তমার প্রতিবাদ কর্মসূচি বন্ধ হবে না বলে তারা জানান। তবে স্থান পরিবর্তন করে আরামবাগের ফুটপাতের উপর রক্তদান, স্বাস্থ্য শিবির ও প্রতিবাদ সভা হবে। এই বিষয়ে আরামবাগ মহকুমা আদালতের আইনজীবী সংগ্রাম সরকার বলেন, মানবিক যৌথ মঞ্চের আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলছে। বর্তমানে গোপনে একটা প্রতিরোধের কালো হাত এই আন্দোলনকে বন্ধ করার চেষ্টা করছে। কিন্তু পারবে না। তিলোত্তমার বিচার চেয়ে আন্দোলন চলবে।

ভিন্ন রাজ্যে আটকে পুরশুড়ার পরিযায়ী শ্রমিক, অসহায় বাবা মা'র পাশে নেই প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: ভিন্ন রাজ্যে কাজে গিয়েও ছেলে বাড়ি না ফেরায় পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের দ্বারস্থ অসহায় বাবা ও মা। পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে পুরশুড়ার ফতেপুরের যুবক প্রতিবেশীদের সঙ্গে বেঙ্গালুরু কাজে গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রায় সাত বছর পার হয়ে গেলেও ছেলে বাড়ি না ফেরায় কান্নায় ভেঙে পড়েছেন ওই পরিযায়ী শ্রমিকের মা বাবা। জানা গেছে, ফতেপুরের যুবক শ্যামল কর প্রতিবেশী হারা মাঝি, মদন মাঝি ও লদী মাঝি পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্নাটকের রাজধানী বেঙ্গালুরু কাজে যান। কিন্তু প্রায় সাত বছর কেটে গেলেও তিনি বাড়ি আসতে পারছেন না বলে অভিযোগ বাবা ও মায়ের। তাদের দাবি, ছেলেকে চার পাঁচজন মিলে আটকে রেখেছ। কোনও মতেই আসতে দিচ্ছে না। পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের জানিয়েও লাভ হয়নি। ছেলেকে ঘরে ফেরানো যায়নি। তাই প্রশ্ন উঠছে, অসহায় বাবা ও মায়ের কথা কেন কেউ শুনছে না। পরিযায়ী শ্রমিককে কেন ফেরানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। যদিও অনেকে বলাবলি করছেন, বর্তমান আধুনিক যুগে যদি কাউকে আটকে রাখা হয় তাহলে পুলিশ প্রশাসন অবশ্যই দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। নিশ্চিত ভাবেই পরিযায়ী শ্রমিকের ঘরে না ফেরার বিষয়টিতে ধোঁয়াশা রয়েছে। অবিলম্বে তদন্ত করে বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। একেবারে প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা রেনুকা কর ও কৃষ্ণকর ছেলেকে ফিরে পেতে আরামবাগের সাংসদ মিতালি বাগের দ্বারস্থ হন। ছেলেকে ফিরে পাওয়ার জন্য আবেদন করেন সাংসদের কাছে। সাংসদ মিতালি বাগও অসহায় বাবা ও মায়ের কাছে সমস্ত বিষয়টি জানেন। এই বিষয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের মা রেনুকা কর বলেন, বহু জায়গায় গিয়েছি ছেলেকে ফিরে পাওয়ার জন্য। পুলিশ প্রশাসন থেকে পার্টির লোকজনকে জানানো হয়েছে। অপরদিকে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের বাবা কৃষ্ণ কর বলেন, কর্নাটকে বহুবার গেছি। কিন্তু একমাত্র ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে পারিনি। প্রথমে প্রথমে লদী আলু নামে এক ব্যক্তি আটকে রাখে। তারপর হারা মাঝি ও মদন মাঝিরা আটকে রেখেছে। ওরা আমার প্রতিবেশী হওয়ায় কাজে পাঠিয়ে ছিলাম ছেলেকে। কিন্তু ছেলে ফিরে না আসায় সাংসদকে জানালাম। সবমিলিয়ে ছেলেকে ফিরে না পাওয়ায় অসহায় ভাবে দিন কাটছে পুরশুড়ার বৃদ্ধ দম্পতির।

মহানন্দা নদীতে ডুবে মৃত্যু হল নবম শ্রেণির ছাত্রের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: পরিবারের লোকেদের সঙ্গে চাপড়া ষষ্ঠী পুজো দেখ তে এসে মহানন্দা নদীতে ডুবে মৃত্যু হল নবম শ্রেণির এক ছাত্রের। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে পুরাতন মালদা পুরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের মহানন্দা নদীতে। এই ঘটনার পর পুরাতন মালদা থানার পুলিশ তদন্তে পৌঁছয় ওই এলাকায়। প্রায় আধ ঘণ্টা পর ওই ছাত্রের নিথর দেহ নদী থেকে উদ্ধার হয়। মৃতদেহটি উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম পীযূষ দত্ত (১৫)। তার বাড়ি পুরাতন মালদার মঙ্গলবাড়ি খৈইহাট্টা এলাকায়। স্থানীয় একটি হাইস্কুলে নবম শ্রেণিতে পাঠরত ছিল ওই ছাত্র। এদিন ষষ্ঠী পুজো উপলক্ষ্যে মায়ের সঙ্গে পীযূষ এবং তার আরো দুই ভাই-বোন মহানন্দা ঘাটে এসেছিল। পুজো চলাকালীন তিনভাই মিলে মহানন্দায় নেমেছিল স্নান করতে। সেই সময় হঠাৎই পীযূষ নদীর গভীরে তলিয়ে যায়। বাকি দুই ভাইয়ের নজরে পরে বিষয়টি। এরপর শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। প্রায় ৩০ মিনিট পর তাকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের বাবা ঝন্টু দত্ত। তিনি রাজমিস্ত্রির কাজ করেন। পরিবারে এক ছেলে এবং এক মেয়ে রয়েছে। কিন্তু হঠাৎ করে একমাত্র ছেলে মৃত্যুর ঘটনায় গোটা পরিবার ভেঙে পড়েছে।

সংশোধনী

গত ইংরাজি ০৮.০৯.২০২৪ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত **"এম আর নির্মান প্রাইভেট লিমিটেড"** এর বিনিয়োগ কারীগনের অবগতির জন্য **ফর্ম -এ সাধারণ বিজ্ঞপ্তি** বিজ্ঞাপনের শেষে অন্তর্বতীকালীন প্রস্তাব পেশাদার এর নাম 'আশিস গুপ্তা' এর পরিবর্তে **"আশিস গিরিয়া"** পড়তে হবে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। মুদ্রণজনিত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

আরজি কর ইস্যুতে পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘেরাও অভিযান বামফ্রন্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আরজি কর ইস্যুতে পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘেরাও অভিযান বামফ্রন্টের। যদিও বামফ্রন্টের কর্মী সমর্থকরা এদিন জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে এসে পৌঁছলে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে সেই মিছিল আটকে দেয়। সেখানেই চলে চলে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি। যদিও শেষ পর্যন্ত পুলিশের বাধায় আটকে পড়েন কর্মী সমর্থকরা। পরবর্তীতে জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে বসে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন তাঁরা।

জানা গিয়েছে, 'আরজি কর কাণ্ডের বিচার চাই-সমস্ত দোষীদের শাস্তি চাই' এই বার্তাকে সামনে রেখে সোমবার জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তর ঘেরাও ও অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয় বামফ্রন্ট। এদিন বালুরঘাটে যুবশ্রী মোড় এলাকায় প্রথমে জমায়েত করে বামফ্রন্টের কর্মী সমর্থকরা। পরবর্তীতে সেখান থেকে মিছিল করে জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরের দিকে অগ্রসর হয় তাঁরা। কিন্তু জেলা পুলিশ সুপারের দপ্তরের সামনে পৌঁছনোর আগেই তাঁদেরকে আটকে দেয় পুলিশ। এর ফলে সেখানেই বামফ্রন্টের কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বেধে যায় পুলিশের। বালুরঘাট থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা ও টাউন বাবু দেবাশিস কুণ্ডু বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলেন। পরবর্তীতে রাস্তায় বসেই অবস্থান বিক্ষোভ সামিল হয় কর্মী-সমর্থকেরা। সেখান থেকেই পুলিশ কমিশনার ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানান তাঁরা। পরবর্তীতে বামফ্রন্টের একটি প্রতিনিধি দল জেলা পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত আকারে তাঁদের ডেপুটেশন তুলে দেন। বামফ্রন্টের তরফে এদিনের এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন, সুচেতা বিশ্বাস, কল্যাণ দাস, অনিমেষ চক্রবর্তী সহ আরো অনেকে।

এ বিষয়ে বামফ্রন্টের তরফে কল্যাণ দাস জানান, 'আরজি কর এর ঘটনার প্রায় একমাস অতিক্রান্ত হয়েছে। অথচ এই ঘটনা কিভাবে ঘটল, কারা এর সঙ্গে যুক্ত, সেই বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর এবং রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ নিশ্চুপ। পরবর্তীতে হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু তারাও প্রকৃত দোষীদের এখনো চিহ্নিত করতে পারেননি। পাশাপাশি আমরা লক্ষ্য করছি রাজ্যের বিভিন্ন মামলাগুলি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছে। দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট যে ভূমিকা নিতে পারে, তা এই রায়ে আমরা আজ লক্ষ্য করিনি।'

প্রধানের নামে কুরুচিকর পোস্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: তার নামে সমাজ মাধ্যমে কুরুচিকর মন্তব্য করায় পুলিশের দ্বারস্থ হলেন গড়বেতা এক নম্বর ব্লকের সন্ধিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আশরাফ গায়েন। শিক্ষক দিবসের দিন এই পঞ্চায়েত প্রধান গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য ও স্থানীয় সমাজসেবীদের নিয়ে সন্ধিপুর হাইস্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সংবর্ধনা জানান।

পঞ্চায়েত প্রধান আশরাফ গায়েন তার ফেসবুক অ্যাকাউন্টে সেই সংবর্ধনার ছবি পোস্ট করেন। সেখান থেকে পোস্টটি কপি করে তাজমুল মল্লিক নামে এক ব্যক্তি তার ফেসবুক প্রোফাইলে শেয়ার করে পঞ্চায়েত প্রধানকে কটাক্ষ করে লেখেন, 'ইনি হচ্ছেন আমাদের গড়বেতা ১ নাম্বার ব্লকের সন্ধিপুর ২নম্বর জিপির প্রধান। আমাদের হাইস্কুলের শিক্ষকদিবসে শিক্ষিকদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন খুব ভালো ব্যাপার তাই না? কিন্তু এই প্রধান হল নিরক্ষর.. আনন্দের বিষয় হল এটা। এই পোস্ট চোখে পড়তেই ক্ষুব্ধ হন প্রধান অনুগামীরা। তাই যাতে কোনো ঝামেলা সৃষ্টি না হয় সেজন্য পঞ্চায়েত প্রধান আশরাফ গায়েন তড়িঘড়ি সন্ধিপুর পুলিশ ফাঁড়িতে বিষয়টি জানান। আশরাফ গায়েন বলেন, শিক্ষক দিবসের আগের দিন গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে আমার কাছে এসে দুটি ত্রিপল দাবি করেন তাজমুল মল্লিক। তাকে বলা হয় তোমার বারান্দা বাড়ি রয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী তুমি ত্রিপল পেতে পারো না। সেই কারণেই তার পরের দিনই তাজমুল মল্লিক ফেসবুকে এই পোস্ট করেন বলে দাবি প্রধানের।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ১৩তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে সোমবার পানাগড় বাজারের একটি ক্লাব প্রাঙ্গণে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। 'উৎসর্গ' কর্মসূচির মাধ্যমে এদিন রক্তদান শিবিরে ফিতে কেটে ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম বর্ধমান জেলার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তথা আইনজীবী বৈশাখী বন্দোপাধ্যায়, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি ইস্ট অভিষেক গুপ্তা, কাঁকসার আইসি পার্থ ঘোষ, কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য দেবদাস বক্সী সহ বিশিষ্ট চিকিৎসকরা ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এদিন রক্তদান শিবিরে পুরুষ ও মহিলা মিলে মোট ৫১ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল জানিয়েছেন, আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ১৩ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে নানান কর্মসূচি গ্রহণ করা

হয়েছিল। তার অঙ্গ হিসেবে এদিন রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। যেখানে পুলিশ কর্মীদের পাশাপাশি কাঁকসা থানার সিভিক ভলান্টিয়াররা সহ এলাকার বহু মানুষ এদিন রক্তদান শিবিরে রক্তদান করেন। এলাকার মানুষের সঙ্গে সুসম্পর্ক গঠন করতে ও রক্তের সংকট মেটাতে তাদের এই উদ্যোগ বলে তিনি জানান।

ফর্ম জি এর সংশোধনী (মাল্টিপল হোটেলস প্রাইভেট লিমিটেড)

ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্সি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পারসন) রেগুলেশন, ২০১৬ এর রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) এর অধীনে ২৬.০৪.২০২৪ তারিখের মাল্টিপল হোটেলস প্রাইভেট লিমিটেড -এর ফর্ম জি-এ করা আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণের রেফারেন্সে, আগ্রহ প্রকাশের প্রাপ্তির শেষ তারিখ এতদ্বারা ১৬.০৯.২০২৪ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে, অন্যান্য তারিখগুলি সেই অনুযায়ী প্রসারিত হবে এবং ফর্ম-জি তে আর কোন পরিবর্তন হবে না।

স্বা/-
জিতেন্দ্র লোহিয়া
রেজোলিউশন প্রফেশনাল
রেজি. নং: IBBI/IPA-001/IP-P00170/2017-2018/10339
এএফএ নং: AA1/10339/02/101224/106527, বৈধ, ১০/১২/২০২৪ পর্যন্ত
২/৭ শরৎ বোস রোড, বসুন্ধরা বিল্ডিং, ২য় ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০২০
মাল্টিপল হোটেলস প্রাইভেট লিমিটেডের জন্য

তারিখ: ১০.০৯.২০২৪
স্থান: কলকাতা

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

খাড়িকাটিয়া টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড- (ইন লিকুইডেশন)

লিকুইডেটর- শ্রী বীরেন্দ্র কুমার ত্রিপাঠী
লিকুইডেটরের ঠিকানা: ৬০১২১১ হরিপদ দত্ত লেন, গল্ফ ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা-৭০০০৩৩
ইমেল আইডি: cirp.kharikatiatea@gmail.com, bkt9000@gmail.com, যোগাযোগ নং: +৯১ ৯৪৩৩৬০২৭৪৬

ই-অকশন
ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্সি কোড, ২০১৬ এর অধীনে সম্পদের বিক্রয়
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: ০৪.১০.২০২৪ বিকাল ৩.০০ টা - বিকাল ৫.০০ টা
(প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ)

খাড়িকাটিয়া টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড মালিকানাধীন সম্পদের বিক্রয় ২১ শে সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখের আদেশের মাধ্যমে মাননীয় ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর দ্বারা গঠিত লিকুইডেশন এস্টেটের অংশ। নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম https://ncltauclion.auctiontiger.net. মাধ্যমে বিক্রয় করা হবে।

সম্পদ	রিজার্ভ মূল্য (লাখে)	ইএমডি (লাখে)	বর্ধিত মূল্য (লাখে)
কোম্পানিজ-সিকিউরিটিজ এবং আর্থিক সম্পদ। ১. তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার বিনিয়োগ ক) উডস্টক এক্সপোর্টস প্রাইভেট লিমিটেড -১৭৩৫০০ টি ইক্যুইটি শেয়ার খ) আশ্রম লিজিং অ্যান্ড ফাইন্যান্স প্রাইভেট লিমিটেড -১৫১১০০টি ইক্যুইটি শেয়ার গ) পৃথ্বী ফিন ইনভেস্ট কোং প্রাইভেট লিমিটেড- ২০০০০০ টি ইক্যুইটি শেয়ার ঘ) ব্যবসায় প্রাপ্য	১০.০০	০.৫০	০.১০

ইএমডি এবং যোগ্যতার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ- ৩০/০৯/২০২৪
তথ্য শেয়ার এর শেষ তারিখ এবং সাইট ভিজিট -২৫/০৯/২০২৪

ই-অকশনের শর্তাবলী নিম্নরূপ
১. অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ই- প্রকিউরমেন্ট টেকনোলজিস লিমিটেড (অকশন টাইগার) এর মাধ্যমে ই-অকশন 'যেখানে যেমন আছে', 'যা আছে তা আছে' এবং 'সেখানে যা কিছু আছে ভিত্তিতে' এবং 'রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে' ই-অকশন পরিচালিত হবে।
২. সম্পূর্ণ ই-অকশন প্রক্রিয়ার নথি সম্বলিত সম্পদের বিশদ বিবরণ, অনলাইন ই-নিলাম বিড ফর্ম, ঘোষণাপত্র এবং আন্ডারটেকিং ফর্ম, অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী https://ncltauction.auctiontiger.net ওয়েবসাইটে উপলব্ধ। যোগাযোগ- শ্রী প্রবীণ কুমার থেভার ৯৭২২৭৭৮৮২৮,০৭৯৬৮১৩৬৮৫৪১৫৫/৫১.
ইমেল- **praveen.thevar@auctiontiger.net** বা **https://ncltauction.auctionliger.net**

স্বা/-
বীরেন্দ্র কুমার ত্রিপাঠী
লিকুইডেটর
খাড়িকাটিয়া টি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -ইন লিকুইডেশনে
আইবিবিআই রেজি. নং: IBBI/IPA-003/IP-N00229/2019-20/12679
ঠিকানা: ৬০১২১১ হরি পদ দত্ত লেন, গল্ফ ভিউ অ্যাপার্টমেন্ট, কলকাতা-৭০০০৩৩
ইমেল আইডি: cirp.kharikatiatea@gmail.com, bkt9000@gmail.com

তারিখ: ১০.০৯.২০২৪
স্থান: কলকাতা

আইবিসি, ২০১৬-এর অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

মেসার্স বিএসআর ডায়াগনস্টিক লিমিটেড (ইন লিকুইডেশনে)
CIN: U85110CT1994PLC008663
রেজি. অফিস- ১৫-কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, নেহরু নগর (পূর্ব), ভিলাই, ছত্তিসগড়-৪৯০০২০ । মোবা. নং- ৯৮১৮৩৬৮৩৫৬
ইমেল আইডি- bsr.liquidation@gmail.com

বিএসআর ডায়াগনস্টিক লিমিটেড (ইন লিকুইডেশন) ('কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা') এর নিম্নোক্ত সম্পদ বিক্রির বিষয়ে সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্সি কোড ২০১৬ ('কোড') অধীনে মাননীয় এনসিএলটি, কতক বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত লিকুইডেটর দ্বারা ২২শে এপ্রিল ২০২৪ তারিখের আদেশ দ্বারা **"যেখানে যেমন আছে এবং সেখানে যা কিছু আছে এবং রিকোর্স ব্যতীত"** ভিত্তিতে বিক্রয় হবে।

সম্পদের বিবরণ	রিজার্ভ মূল্য (₹ -তে)	ইএমডি পরিমাণ (₹ -তে)	বর্ধিত বিড মান (₹ -তে)
লট-১: সামগ্রিকভাবে কর্পোরেট দেনাদার বিক্রি	১২,৭৬,০০,০০০	১,২৭,৬০,০০০	২৫,০০,০০০
লট-২: সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ রোড, চৌবে কলোনি, রায়পুর, ছত্তিসগড়-৪৯২০০১, খসরা নং ৭৩৫, ৭২৮/২ এলাকা ৯৮৩০ বর্গক্ষেত্রে অবস্থিত জমি ও বিল্ডিং বিক্রয়।	৫,৪৯,০০,০০০	৫৪,৯০,০০০	১০,০০,০০০

ক্র. নং.	ইভেন্ট	লট-১ এর টাইমলাইন	লট-২ এর টাইমলাইন
১.	আগ্রহের প্রকাশ জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪	২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪
২.	সম্পদ পরিদর্শনের তারিখ	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে ০৩ অক্টোবর ২০২৪	২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪ থেকে ০৩ অক্টোবর ২০২৪
৩.	ইএমডি জমা দেওয়া	০৪ অক্টোবর ২০২৪	০৪ অক্টোবর ২০২৪
৪.	**ই-অকশনের তারিখ**	**০৭ অক্টোবর ২০২৪** দুপুর ০২.০০টা থেকে দুপুর ০৩.০০টা (প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ	০৯ অক্টোবর ২০২৪ দুপুর ০২.০০টা থেকে দুপুর ০৩.০০টা (প্রতিটি ৫ মিনিটের সীমাহীন এক্সটেনশন সহ
৫.	ইওআই/ বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী	bsr.liquidation@gmail.com -এ লিকুইডেটরকে একটি ইমেল পাঠিয়ে প্রাপ্ত করা যেতে পারে	
৬.	লিকুইডেটরের সাথে যোগাযোগের বিশদ	ইমেল: bar.liquidation@gmail.com যোগাযোগের ঠিকানা- সি-১০, লোয়ার গ্রাউন্ড ফ্লোর, লাজপত নগর-৩, নয়া দিল্লি-১১০০২৪	
৭.	বিক্রয় এবং পরিষেবা প্রদানকারীর মোড	পরিষেবা প্রদানকারী লিংকস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেডের ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম www.eauctions.co.in এর মাধ্যমে ই-অকশন পরিচালিত হবে।	

নিলামে দুটি লট রয়েছে এবং বিডগুলি লিকুইডেটরের কাছে (অনলাইন বা হার্ড কপি) নির্ধারিত বিন্যাসে জমা দিতে হবে। লট-২-এর অকশন শুরু হবে, শুধুমাত্র যদি লট-১-এর জন্য কোনো সফল দরদাতা না পাওয়া যায়।
এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি **বিশদ শর্তাবলীর** সাপেক্ষে যা এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা www.eauctions.co.in -এ অ্যাক্সেস করা যেতে পারে বা bsr.liquidation@gmail.com -এ লিকুইডেটরকে একটি ইমেল পাঠিয়ে প্রাপ্ত করা যেতে পারে।

স্বা/-
হেমন্ত শর্মা
লিকুইডেটর, বিএসআর ডায়াগনস্টিক লিমিটেড
আইবিবিআই রেজি. নং: IBBI/IPA-002/IP-N00015/2016-2017/10019
এএফএ বৈধ ০৬.১২.২০২৪ **পর্যন্ত**

তারিখ: ০৯/০৯/২০২৪
স্থান: নয়া দিল্লি

বিক্রয়/ নিলাম নোটিশ
হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN: U15490UP2014PTC065749
রেজিস্টার্ড অফিস : সি-২৩, ৩য় তল, স্বস্তিক গার্ডেনিয়া শিবপুর বারাণসী ইউপি ২২১০০৩ ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস : বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ -৭৩৫১২১

কর্পোরেট ডেটর এর সম্পদ চালু সংস্থা বা চালু ব্যবসা হিসেবে একলপ্তে ভিত্তিতে বিক্রয় (২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে দেউলিয়াগ্রস্ত)
আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ (ইওআই), ২৪ শে সেপ্টেম্বর ২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে
বায়না জমা (ইএমডি) দাখিলের শেষ তারিখ, ১২ই অক্টোবর ২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে
নিলামের তারিখ এবং সময় , ১৫ই অক্টোবর, ২০২৪ বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে
(৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কোম্পানি) এর সম্পদ লিকুইডেটর কর্তৃক প্রস্তাবিত (মহামান্য এনসিএলটি এলাহাবাদ বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত) ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে চালু সংস্থা হিসেবে একলপ্তে বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে -
কর্পোরেট ডেটরের সম্পদসমূহ চালু সংস্থা এবং চালু ব্যবসা একলপ্তে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যে অবস্থায় আছে"** এবং **"কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই বিক্রি করা হবে।
কোম্পানির সম্পদ চালু সংস্থা এবং চালু ব্যবসা হিসেবে একলপ্তে বিক্রি করা হবে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম, https://www.nesl.co.in (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে প্রতিটির ক্ষেত্রে) মাধ্যমে।

ক্রম নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআব)	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
১	কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি, জমি ভবন এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫১২১, ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস), ২০১৬ অধীনে একলপ্তে সম্পাদিত হবে।	৭,৬৫,০০,০০০ টাকা	৫০,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা

সাইট পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ : ২৭.০৯.২০২৪ থেকে ০৩.১০.২০২৪ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত) (পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে)
১. আগ্রহী আবেদনকারীগণকে অনলাইন ই-নিলাম, ই-নিলাম টেন্ডার ফর্ম, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি, ডাকদাতাদের ঘোষণা, ইএমডি আবশ্যক ইত্যাদি সম্বলিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদির সম্পূর্ণ নথি যা পাওয়া যাবে **https://www.nesl.co.in এবং https://hansrajagrofresh.com** থেকে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে ।
২. লিকুইডেটরের অধিকার রয়েছে যেকোনও সময়ে প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের বা ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাদি সম্প্রসারণ বা পরিবর্তনের। তিনি কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখেন।
৩. সংরক্ষিত মূল্যের সঙ্গেই সকল প্রযোজ্য কর এবং ডিউটি ব্যতীত এবং সফল ডাকদাতাকে প্রযোজ্য সকল কর এবং ডিউটি প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কোনও অবস্থাতেই প্রযোজ্য হারে কোনও কর(সমূহ) কর্পোরেট ডেটর কর্তৃক প্রদানের দায়বদ্ধতা থাকবে না।
৪. নথি দাখিলের শেষ তারিখ **১২.১০.২০২৪** এবং ই-নিলাম সম্পাদিত হবে **১৫.১০.২০২৪ তারিখে বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টা (আইএসটি) পর্যন্ত।**

স্বা/- দেব ব্রত রানা
লিকুইডেটর : হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে
রেজিস্ট্রেশন নং : আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি-০২৫৬৭/২০২১-২০২২/১৩৯৩৬
এএফএ বৈধতা ২৭.১১.২০২৪ পর্যন্ত
লিকুইডেটরের ঠিকানা : শপ নং ৫, বি এস এম তিরাহা, রুকি হরি সিং মার্কেট, হরদ্বোয়ার, উত্তরাখণ্ড- ২৪৭৬৬৭
ইমেল : cirp.hapl@gmail.com
মোবাইল: ৭৫৩৫৮২৮৬৭৩

তারিখ : ১০.০৯.২০২৪
স্থান : রুরকি

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, মেগা ই-অকশন তারিখ : ২৬.০৯.২০২৪

पंजाब नैशनल बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking)

সার্কেল সাস্ত্র মুর্শিদাবাদ,
২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোঃ- বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেল: cs8283@pnb.co.in

স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

ইএমডি (বায়না অর্থ জমা) এবং নথিপত্র জমার শেষ তারিখ এবং সময় ২৬.০৯.২০২৪/ দুপুর ৩:০০টা পর্যন্ত
সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেইসি) অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪ নং) -এর অধীন ব্যাঙ্কে বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) অনুবিধির সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর সম্পত্তিসমূহ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা সাধারণভাবে জনগণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)কে বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বন্ধকী/চার্জযোগ্য আছে, যার গঠনমূলক/ বাস্তবিক / প্রতীকী দখল নিয়েছেন ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক/ সুরক্ষিত ঋণদাতা, তা **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি হবে অত্র নিম্নে প্রদত্ত সারণিতে বর্ণিত তারিখে, স্ব-স্ব ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদার(গণ)-এর কাছ থেকে ব্যাঙ্ক / সুরক্ষিত ঋণদাতাদের কাছে বকেয়া পাওনা উদ্ধারের জন্য। সংরক্ষিত মূল্য ও অগ্রিম মূল্য জমা করতে হবে নিচের সারণিতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির পাশে বর্ণিতমতো।

সুরক্ষিত সম্পত্তির তফসিল

শাখার নাম /অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতাগণের/জামিনদারগণের নাম এবং ঠিকানা	বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ. মালিকের নাম (সম্পত্তি(সমূহ)-র বন্ধকদাতা) এবং দখল	ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর সেকশন ১৩(২) অধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২ এর সেকশন ১৩(৪) অধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরন প্রতীকী/বাস্তবিক/গঠনমূলক	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) ব্যাঙ্ক সম্পত্তি আইডি	ক) ই-অকশনের তারিখ/ সময় খ) সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিশদ
শাখার নাম : কান্দি (০৩৯২২০) **মেসার্স জটাধারী রাইস মিল,** রাইস মিল এর ঠিকানা: গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১ **ঋণগ্রহীতা :** **ক) হীরা সেখ,** পিতা মানু সেখ, গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১ **খ) আরিফ হায়দার,** পিতা গোলাম হায়দার, গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১ **গ) আজাদ সেখ,** পিতা বক্তার শাইখ, গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১ **ঘ) অনুপম চ্যাটার্জি,** পিতা নারায়ণ চ্যাটার্জি, ঠিকানা- ১২, সুবোধ স্মৃতি রোড, কাটোয়া, জেলা- বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭১৩১৩০। **জামিনদার :** **ক) পার্থ সারথী নন্দন,** পিতা ধনঞ্জয় নন্দন, গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১ **খ) আজিজ হায়দার,** পিতা গোলাম হায়দার, গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১ **গ) জয়ন্ত নন্দন,** পিতা ধনঞ্জয় নন্দন, গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১ **আইনি উত্তরাধিকারী:** **ক) পার্বতী নন্দন,** স্বামী প্রয়াত নিমাই চন্দ্র নন্দন, গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১ **খ) শুভ রাজ,** পিতা প্রয়াত নিমাই চন্দ্র নন্দন, গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১ **গ) নন্দিনী,** পিতা প্রয়াত নিমাই চন্দ্র নন্দন, গ্রাম এবং পোস্ট- সিজগ্রাম, থানা- ভরতপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২৩০১	**ক) বাণিজ্যিক সম্পত্তি নং ১. (রাইস মিল)** দলিল নং ১৯০৪/২০০৯, দলিল নং. ১৯০৫/২০০৯, দলিল নং. ১২৯২/২০০৯, দলিল নং. ১৮৮৯/২০০৯, দলিল নং ২১৫৬/২০১১ অনুযায়ী, রাইস মিল সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা সিজগ্রাম, জে.এল নং ৮১, পোঃঅঃ এবং থানা - ভরতপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ -তে অবস্থিত প্লট নং ২৮৫২, ২৮৫৪, ২৮৫৫, ২৮৫৭, ২৮৬৪, খতিয়ান নং ২৪২০, ১১৭৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৪০৮৫, ৪০৮৬, ৪০৮৭, ৪০৮৮, ক্ষেত্র পরিমাপক এলাকা ১৯৯ ডেসিমেল। **(দখল - বাস্তবিক)** **খ) বাণিজ্যিক সম্পত্তি নং ২.** দলিল নং ১৫২৯/২০১২, দলিল নং. ৩১৮০/২০১১, দলিল নং. ৩২১৬/২০১৩, দলিল নং. ৩২৫১/২০১৩, দলিল নং ৩৪৮০/২০১৩ অনুযায়ী, রাইস মিল সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা সিজগ্রাম, জে.এল নং ৮১, পোঃঅঃ এবং থানা - ভরতপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ -তে অবস্থিত প্লট নং ২৮৫৬/৩৪১৪, ২৮৫৬/৩৪১৫, খতিয়ান নং ৬৯৭, ৮৯০, ৯৮৮, ১২১৮, ১৫৫৭, ১৬৭৪, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৩০৩, ৪৩০৪, ৪৩০৫, ৪৩০৭, ৪২৯৪, ক্ষেত্র পরিমাপক এলাকা ১৯৪ ডেসিমেল। **(দখল - গঠনমূলক)** **গ) বাণিজ্যিক সম্পত্তি নং ৩.** দলিল নং ১৭৬৪/২০২৩, দলিল নং. ১৬৫/২০১১, দলিল নং. ১৬৭/২০১১, দলিল নং. ১৬৮/২০১১ অনুযায়ী, খালি জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা সিজগ্রাম, জে.এল নং ৮১, পোঃঅঃ এবং থানা - ভরতপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ -তে অবস্থিত প্লট নং ৪৬৫, ৪৬৬, খতিয়ান নং ৯৬, ১৭৫, ২৭২, ৮৮৯, ১৫৫২, ৬২০, এল.আর. খতিয়ান নং ৩০৪৫, ৩০৪৬, ৩০৪৭ এবং ৪৩১৪ ক্ষেত্র পরিমাপক এলাকা ৩৪ ডেসিমেল। **(দখল - গঠনমূলক)** **আবাসিক সম্পত্তি :** উপহার দলিল নং. ২৫১/২০১৩ অনুযায়ী, জমি এবং আবাসিক ভবনের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা সিজগ্রাম, জে.এল নং ৮১, পোঃঅঃ এবং থানা - ভরতপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ -তে অবস্থিত প্লট নং ৭১৭ (৩ ডেসিমেল পরিমাপিত), প্লট নং ৭১৮ (৫ ডেসিমেল পরিমাপিত), মোট ৮ ডেসিমেল ক্ষেত্র পরিমাপিত এলাকা, খতিয়ান নং ৬৩৯, এল.আর. খতিয়ান নং ৪৩০৪, ৩০৪৬, ৪০৮৬। **(দখল - গঠনমূলক)**	ক) ১৫.০৯.২০১৭ খ) ৭,১২,৫৩,৮৭১.৭৫ টাকা (সাত কোটি বারো লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার আটশত একাত্তর টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা মাত্র) ৩১.০৮.২০১৭ অনুযায়ী সহ অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় এবং চার্জ ইত্যাদি (০১.০৯.২০১৭ থেকে পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত) গ এবং ঘ) বাণিজ্যিক সম্পত্তি নং ১. (রাইস মিল)-এর জন্য : বাস্তবিক দখল, তারিখ : ২৯.০৮.২০২২ এবং বাণিজ্যিক সম্পত্তি নং ২, ৩ এবং আবাসিক সম্পত্তির জন্য : গঠনমূলক দখল তারিখ : ২১.০৫.২০১৮	বাণিজ্যিক সম্পত্তি নং ১ এবং নং ২ -এর জন্য (একত্রে) ক) ৪,০৫,৯৩,৯৬০.০০ টাকা খ) ৪০,৫৯,৩৯৬.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA47909410 বাণিজ্যিক সম্পত্তি নং ৩ এর জন্য ক) ৫,৫০,৮০০.০০ টাকা খ) ৫৫,০৮০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNBABA47899713 আবাসিক সম্পত্তির জন্য ক) ১৪,৯৭,৬৯০.০০ টাকা খ) ১,৪৯,৭৬৯.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা ঘ) PUNB0O34913833C	২৬.০৯.২০২৪ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪:০০টা রাইস মিল সম্পত্তি সম্পর্কিত সিভিল কোর্টে বিচারাধীন মামলা। **পার্টিশন সুইট (পি.এস.) নং ৪৫৭, ২০২২ সালের** এলডি সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) -এর সামনে কান্দি, মুর্শিদাবাদ, অনন্ত কুমার মণ্ডল - বনাম - পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য। **টাইটেল সুইট (টি.এস.) নং ৩৩৩, ২০২২,** এলডি সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) এর সামনে কান্দি, মুর্শিদাবাদ, হীরা সেখ, এবং অন্যান্য - বনাম - পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য। **এবং** **পার্টিশন সুইট (পি.এস.) নং ৫৮৭, ২০২২ সালের** এলডি সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) এর সামনে কান্দি, মুর্শিদাবাদ, টোটা সেখ - বনাম - পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক এবং অন্যান্য।

নিয়ম ও শর্তাবলি

বিক্রয়টি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষ হবে :-
১) সম্পত্তিগুলি বিক্রি হতে যাচ্ছে **"যেখানে যেমন আছে"** এবং **"যেখানে যা আছে"** এবং **"যেখানে যা-কিছু আছে"** ভিত্তিতে।
২) অত্র উপরে বর্ণিত তফসিলে প্রদত্ত সুরক্ষিত সম্পত্তিগুলির বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যের উপর নির্ভর করে বর্ণিত, তবে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা কিছু বাদ যাওয়া যদি এই ঘোষণায় পরিলক্ষিত হয়, তার জন্য অনুমোদিত অফিসার জবাবদিহি-যোগ্য হবেন না।
৩) নিম্নস্বাক্ষরকারী বিক্রয়কার্য করবেন ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে যা ব্যবস্থিত হয়েছে ওয়েবসাইট **https://ebkray.in** -তে **২৬.০৯.২০২৪ @ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ৪.০০টা।**
৪) বিক্রির বিস্তারিত শর্তাবলির জন্য দেখুন **https://ebkray.in এবং www.pnbindia.in**
৫) বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে যে কোনও প্রশ্নের জন্য, আগ্রহী দরদাতারা **শ্রী হিমাংশু কুমার সাহা (সিএম)** -এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, **মোঃ ৯৮০১৮১২১৬০।**

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ -এর রুল ৮(৬) -এর অধীন সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ০৯.০৯.২০২৪
স্থান : বহরমপুর

শ্রী হিমাংশু কুমার সাহা (চিফ ম্যানেজার)
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

নৃশংসতার ঠিকানা ফের মহারাষ্ট্র

কিশোরীকে ধর্ষণ করে পাথরে থেঁতলে খুন

মুম্বই, ৯ সেপ্টেম্বর: আরজি কর-কাণ্ড নিয়ে যতই দেশজুড়ে প্রতিবাদ হোক, ধর্ষণের ঘটনার অভাব নেই ভু-ভারতে। এবার নৃশংসতার ঠিকানা মহারাষ্ট্র। সেখানে ধর্ষণের পর ১৩ বছরের কিশোরীকে পাথর দিয়ে থেঁতলে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। গত মাসেই মহারাষ্ট্রের বদলাপুরে স্কুলে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিল দুই শিশু। ফের সে রাজ্যে নাবালিকার উপরে পাশবিক নির্যাতনে প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছে।

সোমবার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনাটি মহারাষ্ট্রের জলগাঁও জেলার চোপড়া শহরের। অভিযুক্ত কিশোরীকে বাড়িতে ডেকে নিয়ে যায়। এর পর বাইরে তাকে ধর্ষণ করা হয়। শেষে পাথর দিয়ে থেঁতলে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। চোপড়ার পুলিশকর্তা মধুকর সালভে জানান, অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত শুরু হয়েছে। এদিকে নৃশংস ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসতেই পথে নেমে প্রতিবাদে শামিল হয়েছে স্থানীয়রা। দোষীর শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছেন মহিলারা।

প্রসঙ্গত, স্কুলের মধ্যে শিশুকে যৌন হেনস্তার ঘটনা ঘটে মহারাষ্ট্রের বদলাপুরে। ওই ঘটনার প্রতিবাদে পথে নামেন বহু মানুষ। বন্ধ ডাকা হয় থানে জেলায়। ২০ অগস্ট থানের বদলাপুর স্টেশনে বিক্ষোভ দেখান বহু মানুষ। সেই রেশ কাটতে না কাটতে জন্মদিনের পার্টিতে যুবতীকে মাদক খাইয়ে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে বদলাপুরেই। এবার জলগাঁও জেলায় নারী নির্যাতন এবং নৃশংস খুন। সব মিলিয়ে মহারাষ্ট্রের গেরুয়া সরকার অস্বস্তিতে।

উত্তরপ্রদেশে দলিত কিশোরীকে গণধর্ষণ করে খুনের চেষ্টা

লখনউ, ৯ সেপ্টেম্বর: আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় ফুঁসছে গোটা দেশ। নির্যাতিতার হয়ে বিচার চেয়ে পথে নেমেছেন আমজনতা। এহেন পরিস্থিতিতে উত্তরপ্রদেশে গণধর্ষণের শিকার হল এক দলিত কিশোরী। ১৪ বছর বয়সি কিশোরীকে ধর্ষণের পর তাকে খুন করতে বেধড়ক মারধর করা হয়। তবে ঘটনার পরে আটক করা হয়েছে অভিযুক্ত দুই যুবককে। তাদের মধ্যে একজন ওই কিশোরীর গ্রামেরই বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে।

লখনউ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শনিবার রাত আটটা নাগাদ একাই রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল দুই কিশোরী। সেই সময়ে তার পিছু নেওয়া শুরু করে দুই অভিযুক্ত। অপেক্ষাকৃত নির্জন জায়গায় পৌঁছতেই কিশোরীকে ধর্ষণ করে তারা। কিশোরীর দলিত পরিচয় নিয়ে অশ্রাব্য গালিগালাজ করে তাকে শারীরিক নিগ্রহ করে। নিজেদের কুকীর্তি চাপা দিতে দুই অভিযুক্ত ঠিক করে, দলিত কিশোরীকে পিটিয়ে খুন করে ফেলবে। দলিত কিশোরীর অভিযোগ, ইট দিয়ে তার মুখে আঘাত করে দুই অভিযুক্ত। তাছাড়াও বেধড়ক মারধর করা হয় তাকে। শেষ পর্যন্ত দুই অভিযুক্ত ভেবেছিল, দলিত কিশোরী বোধহয় মারা গিয়েছে। তাই গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে পথে ফেলে রেখে পালিয়ে যায় দুজন। জ্ঞান ফেরার পরে কোনওমতে নিজের বাড়িতে ফেরে ওই কিশোরী। তার পরে অভিযোগ দায়ের করা হয় পুলিশের কাছে। জানা গিয়েছে, গত শনিবার অভিযোগ দায়ের হয় পুলিশে। পরের দিন এফআইআর করা হয়েছে। নির্যাতিতার বয়ান রেকর্ড করেছে পুলিশ। তার ভিত্তিতেই আটক করা হয়েছে দুই অভিযুক্তকে। ইতিমধ্যেই তাকে জেরা করা হচ্ছে তাকে। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের একজন ওই কিশোরীর গ্রামেরই বাসিন্দা। তবে আরেক অভিযুক্তের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য মেলেনি। আপাতত গণধর্ষণের সঙ্গে তপসিলি আইনের ধারাও যোগ করে ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

আটক দুই অভিযুক্ত

সীমান্তে অনুপ্রবেশের চেষ্টা, নিহত দুই জঙ্গি

শ্রীনগর, ৯ সেপ্টেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরে অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখতে মধ্যরাতে তল্লাশি অভিযানে নেমেছে নিরাপত্তা বাহিনী। সেনার গুলিতে রাতে দুই জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে খবর। এখনও তল্লাশি চলছে। বেশ কিছু আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে।

রাজৌরির নৌসেরা সেক্টরে রবিবার অনুপ্রবেশবিরোধী অভিযানে নামে বাহিনী। সেনা সূত্রে খবর, জঙ্গিদের ডেরা খুঁজে খুঁজে গুলি চালানো হয়। সেনার গুলিতে মৃত্যু হয় দুই জঙ্গির। তাদের কাছ থেকে বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তার মধ্যে ছিল একে-৪৭ রাইফেলও। জঙ্গিদের ডেরা থেকেও জওয়ানদের লক্ষ্য করে পাল্টা গুলি ধেয়ে এসেছে। তবে এখনও পর্যন্ত সেনার তরফে কোনও হতাহতের খবর নেই।

কিছু দিন আগে রাজৌরিতে জঙ্গিদের সঙ্গে আরও এক বার সংঘর্ষ হয়েছিল ভারতীয় সেনার। গত ৩ সেপ্টেম্বর একই রকম ভাবে তল্লাশি অভিযানে নেমেছিল বাহিনী। সেই সময় অতর্কিতে তাদের লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়। তবে জওয়ানদের গায়ে সেই গুলি লাগেনি। আত্মরক্ষার্থেই আক্রমণ করেছিল জঙ্গিরা। তার পর সেখান থেকে পালিয়েও গিয়েছিল। রবিবার আবার অভিযানে নেমেছে বাহিনী।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে রবিবার রাজৌরির সীমান্তঘেঁষা কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালানো হয়েছে। এই জেলা অনুপ্রবেশকারীদের ডেরায় পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ। অনেকেই বাহিনীর নজর এড়িয়ে রাজৌরিতে অস্ত্র সরবরাহ করছে। রবিবার তাদের বিরুদ্ধে অভিযানে সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী।

ভারতে মাঙ্কিপক্স সংক্রমণ ঠেকাতে নয়া নির্দেশিকা কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর: করোনার পর দেশে আতঙ্কের নয়া নাম হয়ে উঠেছে মাঙ্কিপক্স। সম্প্রতি বিদেশ ফেরত এক যুবকের শরীরে দেখা গিয়েছে মাঙ্কিপক্সের উপসর্গ। এই পরিস্থিতিতে একেবারেই ঝুঁকি নিতে রাজি নয় কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলগুলির জন্য সোমবার নয়া নির্দেশিকা জারি করল স্বাস্থ্য মন্ত্রক। যেখানে জানানো হয়েছে, প্রতিটি রাজ্যের হাসপাতালে রাখতে হবে মাঙ্কিপক্সের জন্য আলাদা আইসোলেশনের সুবিধা। পাশাপাশি স্ক্রিনিং ও টেস্ট আরও বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে মাঙ্কিপক্সের প্রাদুর্ভাব যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে ইতিমধ্যেই উদ্বেগ প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ইতিমধ্যেই অসংখ্য মানুষের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। এই অবস্থায় সোমবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের তরফে নয়া নির্দেশিকা জারি করে হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এই ভাইরাল অসুখের সংক্রমণ রুখতে নজরদারিতে জোর দিতে হবে। পাশাপাশি আরও বেশি করে টেস্টিং চালিয়ে যেতে হবে। যদিও সরকার এখনই মাঙ্কিপক্সকে ভারতের জন্য বিপদ হিসেবে দেখতে রাজি নয় সরকার। তবে সতর্কতায় কোনও খামতি রাখতে রাজি নয় কেন্দ্র। বাইরে থেকে আসা কারও শরীরে সংক্রমণের ইঙ্গিত পাওয়া গেলে তাঁকে আইসোলেশনে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এক কেন্দ্রীয় আধিকারিক জানান, বাইরে থেকে যারা আসছেন আইসোলেশনে রাখার ব্যবস্থা করতে দেশ পুরোদমে তৈরি।

সম্প্রতি বিদেশফেরত এক যুবকের দেহে মিলেছে মাঙ্কিপক্সের উপসর্গ। যে দেশ থেকে তিনি ভারতে ফিরেছেন, সেদেশে যথেষ্ট ছড়িয়েছে মাঙ্কিপক্সের জীবাণু। তবে বিদেশফেরত যুবকের দেহে মাঙ্কিপক্সের জীবাণু রয়েছে কিনা তা এখনও জানা যায়নি। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, বিদেশফেরত যুবককে একটি হাসপাতালে আইসোলেশনে রাখা হয়েছে। তাঁর শারীরিক নমুনা নিয়ে ইতিমধ্যেই পরীক্ষা শুরু হয়েছে। ভারতে ফেরার পরে কাদের সংস্পর্শে এসেছেন ওই যুবক, সেই নিয়েও নজরদারি চলছে। তবে এখনও জানা যায়নি, যুবকের দেহে মাঙ্কিপক্সের ভাইরাস রয়েছে কিনা। তবে যুবকের শারীরিক অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল।

মোদির আমন্ত্রণে প্রথমবার ভারতে আসছেন জেলেনস্কি

নয়াদিল্লি, ৯ সেপ্টেম্বর: হামলা পালটা হামলা, হানাহানি, মৃত্যুমিছিল সব কিছুই জারি রয়েছে। আড়াই বছর পেরিয়ে গেলেও বদলায়নি রাশিয়া-ইউক্রেন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ছবি। বরং যতদিন যাচ্ছে দুদেশের মধ্যে সংঘাতের ঝাঁঝ আরও বাড়ছে। গত অগস্ট মাসে কামানের গর্জনের মাঝেই শান্তির বার্তা নিয়ে ইউক্রেনে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেদেশের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কিকে দিল্লিতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তিনি। এবার সেই আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েই চলতি বছরের শেষে প্রথমবার ভারতে আসতে পারেন জেলেনস্কি!

২০১৯ সালের ৬ মে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট হিসাবে শপথগ্রহণ করেন জেলেনস্কি। কিন্তু এই ৫ বছরে একবারও ভারত সফর করেননি তিনি। সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, সোমবার পোলিশচুক জানিয়েছেন, 'প্রধানমন্ত্রী মোদি আমাদের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমরা খুব খুশি। আমি প্রেসিডেন্টের এদেশে আসা নিয়ে খুবই আশাবাদী। এই বছরের শেষে তিনি হয়তো দিল্লিতে আসতে পারেন। দু-দেশের সম্পর্ককে অন্য মাত্রায় নিয়ে যেতে এটা খুব বড় পদক্ষেপ হবে। শুধু তাই নয়, দুই রাষ্ট্রনেতা বিশ্ব শান্তির জন্য নানা আলোচনাও করতে পারবেন।'

যদি সব ঠিক থাকে তাহলে এটাই জেলেনস্কির প্রথম ঐতিহাসিক ভারত সফর হবে। যা নিয়ে উচ্ছ্বসিত পোলিশচুকও। তাঁর কথায়, 'আমি নিশ্চিত যে, ভারতে আশার জন্য প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কিও খুব আগ্রহী। এর আগে তিনি কখনও এখানে আসেননি।'

টেক্সাসের অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে আরএসএস'র আদর্শকে একহাত নিলেন রাহুল

ওয়াশিংটন, ৯ সেপ্টেম্বর: ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের ফল বেরতেই বিজেপির প্রতি মানুষের ভয় কেটে গিয়েছে বলে মনে করেন রাহুল গান্ধি। তাঁর মতে, লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস না জিতলেও দেশবাসীর ইচ্ছা প্রকাশিত হয়েছে। মানুষ বুঝেছেন যারা সংবিধানের উপর হামলা করে তারা আসলে ভারতের ধর্মীয় সংস্কৃতিকে নষ্ট করছে। উল্লেখ্য, তিনদিনের জন্য আমেরিকা সফরে গিয়েছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। সেখানেই একটি অনুষ্ঠানে এই কথা বলেছেন তিনি। রবিবার টেক্সাসের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন রাহুল। সেখানেই লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে মন্তব্য করেন। তাঁর কথায়, আমি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছি যে কত তাড়াতাড়ি মানুষের বিজেপিভীতি কেটে গেল। লোকসভার ফল বেরনোর কয়েক মিনিট পর থেকেই ভারতের কেউ আর বিজেপিকে ভয় পায় না। ভারতের প্রধানমন্ত্রীকেও ভয় পায় না। লোকসভার বিরোধী দলনেতা মনে করছেন, নির্বাচনে কংগ্রেস জেতেনি কিন্তু দেশের মানুষ কী চান সেটা প্রকাশিত হয়েছে।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা নির্বাচিত হওয়ার পরে এই প্রথমবার প্রবাসী ভারতীয়দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন রাহুল গান্ধি। সেই আলোচনায় রাহুল সাফ জানান, লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল আসলে ভারতীয়দের সাফল্য, যাঁরা গণতন্ত্র বোঝেন। সংবিধান বা ধর্মীয় স্বাধীনতার উপর আঘাত যাঁরা মেনে নেবেন না। সেই সঙ্গে একহাত নিয়েছেন আরএসএসের আদর্শকেও। কংগ্রেস সাংসদের কথায়, আরএসএস ভাবে ভারত মানে একটাই আদর্শ। কিন্তু কংগ্রেসের বিশ্বাস, ভারত মানে একসঙ্গে অনেক আদর্শের মেলবন্ধন।

তিনদিনের আমেরিকা সফর ঘিরে রাহুল যথেষ্ট উৎসাহী। রবিবার তিনি পৌঁছন টেক্সাসে। কংগ্রেস সাংসদকে স্বাগত জানাতে জাতীয় পতাকা হাতে বিমানবন্দরেই অপেক্ষা করছিলেন প্রবাসী ভারতীয়রা। রাহুল বেরতেই ফুল দিয়ে, উত্তরীয় পরিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। এমন অভ্যর্থনা পেয়ে মুগ্ধ রাহুল। ডালাস থেকে সোমবার তিনি ওয়াশিংটন ডিসিতে পৌঁছন।

'অভয়া তুমি হারবে না, হাল আমরা ছাড়ব না' স্লোগান উঠল বিদেশের মাটিতেও

ওয়াশিংটন, ৯ সেপ্টেম্বর: আরজি কর কাণ্ডে উত্তাল বাংলা। অভয়ার সুবিচার চেয়ে পথে হাজার হাজার মানুষ। নিজের মতো করে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন সকলেই। এই আন্দোলনের আঁচ বিদেশের মাটিতেও। তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর সুবিচার চেয়ে বিদেশের মাটিতেও একজোট বাঙালিরা। স্লোগান তুললেন, অভয়া তুমি হারবে না, হাল আমরা ছাড়ব না।

আর জি করের তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের প্রতিবাদে ফুঁসছে গোটা বিশ্ব। সুপ্রিম কোর্টের শুনানির দিকে নজর সকলের। সুবিচারের দাবিতে রবিবার রাতে বাংলার রাস্তায় নেমেছেন তারকা থেকে শুরু করে আমজনতা। আট থেকে আশি অভয়ার বিচার চাইছেন।

মেয়ের মৃত্যুর বিচার চেয়ে পথে নেমেছেন মৃত চিকিৎসকের বাবা-মাও। কলকাতার চিকিৎসকের মৃত্যুর প্রতিবাদে সামিল হলেন প্রবাসী বাঙালিরাও। আমেরিকা, আফ্রিকা, লন্ডন, নিউডিল্যান্ড, তাইওয়ান, ইজরায়েল, ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়ামের ব্রাসেলস, সুইজারল্যান্ড-সহ বিভিন্ন দেশের বাসিন্দারা অভয়ার জন্য পথে নেমেছেন।

রবিবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাজধানী বেলজিয়ামের ব্রাসেলস-এর জুবেল পার্কে একজোট হন প্রবাসী বাঙালিরা। ছোট থেকে বড় সকলের হাতেই ছিল মোমবাতি, দেশের পতাকা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে দোষীদের শাস্তি দিতে হবে। বাংলায় নারীদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।

ভারত-চিন একজোট হয়ে চাঁদের মাটিতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করতে চলেছে!

মস্কো, ৯ সেপ্টেম্বর: 'শত্রু' চিনের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে ভারত! দুই দেশের সঙ্গী হতে চলেছে রাশিয়াও। সূত্রের খবর, পৃথিবীর বুকে যুযুধান ভারত-চিন একজোট হয়ে চাঁদের মাটিতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করতে চলেছে। এই অভিযানে ভারত-চিনের সঙ্গে থাকবে দুই দেশের বন্ধু রাশিয়াও। গোটা অভিযানের বিষয়টি জানানো হয়েছে রাশিয়ার সংবাদসংস্থার তরফে।

জানা গিয়েছে, রাশিয়ার পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন সংস্থার প্রধান অ্যালেক্সেই লিখাচেভ এই যৌথ প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেছেন। একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে তিনি বলেন, চাঁদের মাটিতে ছোট ছোট করে পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি করতে চায় রাশিয়া। সেখান থেকে অন্তত হাফ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি হতে পারে। সেই বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যেতে পারে একাধিক ক্ষেত্রে। গোটা প্রকল্পটি পুরোপুরিভাবে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চলবে বলেই রাশিয়ার দাবি।

চাঁদের মাটিতে রাশিয়ার এই অভিযান নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে বলেই জানান লিখাচেভ। তবে বিশেষ করে দুই 'বন্ধু' ভারত এবং চিনের নাম উল্লেখ করেন তিনি। রাশিয়ার এই প্রকল্পে দুই দেশ অংশ নিতে খুবই উৎসাহী বলে দাবি লিখাচেভের। উল্লেখ্য, ২০৪০ সালের মধ্যে চাঁদে মানুষ পাঠানোর পরিকল্পনা রয়েছে ভারতের। চাঁদের মাটিতে স্পেস সেন্টারও স্থাপন করা হতে পারে ভারতের তরফে। সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা মাথায় রেখেই এই প্রকল্পে রাশিয়া এবং চিনের সঙ্গে হাত মেলাতে পারে ভার ত। উল্লেখ্য, চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছনো নিয়ে কার্যত প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছিল ভারত এবং রাশিয়া। প্রথম দেশ হিসাবে চাঁদের দুর্গম প্রান্তে নামার জন্য একই সময়ে অভিযান শুরু করে। তবে গত বছর চাঁদের মাটিতে নামতে গিয়ে ধ্বংস হয়ে যায় রুশ চন্দ্রযান। আর ভারতের চন্দ্রযান সফট ল্যান্ডিং করে ইতিহাস গড়ে। তবে এবার দুই দেশ হাত মিলিয়ে চাঁদের মাটিতে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ার দিকে এগোচ্ছে।

CORRIGENDUM NOTICE

Ref N.I.T. No:- 03/2024-25 dated:- 06/09/2024
e-tender id:- 2024_PRD_746896_1

AS PER PAPER PUBLICATION on 09/09/2024	TO BE READ AS
Amounting to Rs. 6,32,733.00	Amounting to Rs. 6,32,773.00

All other terms & condition remain unchanged.

Sd/-
Deputy Project Officer
W.B.C.A.D.C. Ranaghat II Project

E-Tender invited by Prodhan, Bhaluka Gram Panchayat (under Krishnagar-I Panchayat Samiti), P.O. Bhaluka, Dist. Nadia. NIT No. 06/ Bhaluka/5th SFC (tied & **Untied)/ 2024-25 dt. 09.09.2024, vide Memo No. 175/Bhaluka GP/2024 dt. 09.09.2024.** Last date of Application **16.09.2024** and Last Date of submission **16.09.2024 at 5.00 P.M.** (Closing time may be changed as per server slot) of E-Tender. For details please contact to the office or visit: **htt://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Bhaluka Gram Panchayat

KAMRA GRAM PANCHAYAT
E-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: KGP/826/**2024,** KGP/827/**2024, Date :- 06/09/2024** At different place within at KAMRA Gram Panchayat. Last date of online submission is 18/09/2024. Details will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Kamra Gram Panchayat
B/Budge II, South 24 Parganas

Khanakul-II Panchayat Samity
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly
NOTICE INVITING TENDER

The EO Kh-II PS, **NIeT No.- 36/ E.O. Kh-II / 2024-25, Date: 06.09.2024. Tender ID: 2024_ ZPHD_746356_1** for C.C. Road. Last date of bids ends on **13.09.2024 up to 05:00 PM.** For detail visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
EXecutive Officer
Khanakul-II Panchayat Samity

BISHPUR GRAM PANCHAYET
VILL+PO-BISHPUR, N 24PGS
UNDER HINGALGANJ DEV.BLOCK

NOTICE INVITING e-Tender

e-tender is hereby invited on behalf of the Pradhan Bishpur GP for 03 (Three) nos. Work vide e- tender notice no- **NIT09/BGP/2024-25 dated 06/09/2024,** Bid Submission start date-**10.09.2024** and bid submission end date **16.09.2024.** For detail please visit http://wbtenders.gov.in and contact Bishpur GP office.

SD/- **Prodhan**
Bishpur GP

e-Tender Inviting Notice

Construction of Single Storied Anganwari Center no.-83 at mouza-Jesua JL no.-239,Plot no.-147 within Khanamohan GP under Debra Dev. Block. **e-N.I.T. No.:- 09 of 2024-25 (Memo No.- 4099/BDO- Deb, Dated-09.09.2024)** Last Date & Time of submission tender documents:- **24.09.2024 upto 17:00 hrs.** Details may be had from the office in official date & time &, **www.wbtenders.gov.in,**

Sd/-
Block Development Officer
Debra Development Block

NOTICE INVITING TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/278/24-25 Dated 07.09.2024	Earth shifting Work for Garrage Building site in Ward No- 18 to different places of Rajpur-Sonarpur Municipality within Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs.10,04,096.00

Bid Submission end date: **24.09.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Mogra II Gram Panchayat
Bagati Adhikary Para, Mogra, Hooghly
Tender Notice

Online Tender are invited vide **Reference No. 442/M-II/2024, Date 06.09.2024** for 01 (One) No. of work. Last Date of Bid Submission is **16.09.2024 up to 12.00 Noon.**

Tender ID List	2024_ZPHD_746171_1

Intending bidders are requested to visit the website :- **https://wbtenders.gov.in** and this notice board.

Sd/-
Prodhan,
Mogra II Gram Panchayat

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah
E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **e-NIT No. 21/NGP/2024-25 to 35/NGP/24-25.** Bid submission start date: **09/09/2024 at 02 :00 PM.** Last date of Bid submission: **14/09/2024 up to 05:00 PM./ 16.09.2024 up to 02.30 PM.** Date of opening: **18/09/2024 at 11:00 AM./ 03.30 PM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah - 711205
Notice Inviting e-Tender

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 2 nos. development work(s) under **15th FC Tied** Fund vide **e-Tender No. - WB/HOW/BJPS/DAII GP/NIT-07/2024-25, Dated: 06.09.2024.** Bid submission end date: **16/09/2024 at 06.00 PM.** Technical Bid opening date: **20/09/2024 at 11.00 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/274/24-25 Dated 07.09.2024	Upgradation of road behind Bandhan Training Centre back gate at B.C Roy road in Ward No-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,86,889.00
WBMAD/ULB/ RSM/275/24-25 Dated 07.09.2024	Repairing and restoration of road from Bhuri pukur to Harisabha at Ward No-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,74,842.00
WBMAD/ULB/ RSM/276/24-25 Dated 07.09.2024	Construction of Soling road at B.C Roy Road beside Das Honda Showroom near H/O Parimal Das in at Ward No-26 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,62,756.00
WBMAD/ULB/ RSM/277/24-25 Dated 07.09.2024	Repairing and restoration at M.N Roy Road (Doltala) at Ward No-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,87,057.00
WBMAD/ULB/ RSM/279/24-25 Dated 07.09.2024	Repairing and restoration at Jagannathpur Road at Ward No-16, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,89,500.00
WBMAD/ULB/ RSM/280/24-25 Dated 07.09.2024	Upgradation of road at Elachi Near Milan Sangha Club in Ward No-26, Under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,81,593.00

Bid Submission end date: **18.09.2024 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

ময়দান

YEKDIN, VOL. 18, ISSUE NO. 92, KOLKATA, TUESDAY
10 SEPTEMBER 2024, PAGE 8

কলকাতা ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৪

ধোনির ১৯ বছরের পুরোনো রেকর্ডে ভাগ ধ্রুব জুরেলের

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত জাতীয় দলে তাঁর অভিষেক হয়েছে গত ফেব্রুয়ারিতে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ দিয়ে। নিজেকে চিনিয়েছেনও ওই সিরিজে। মহেন্দ্র সিং ধোনির জন্মশহর রাঁচিতে ধুঁকতে থাকা ভারতকে টেনে তুলেছিল ধ্রুব জুরেলের ৯০ রানের লড়াকু ইনিংস। তরুণ এই উইকেটকিপার,ব্যাটসম্যানের সেই ইনিংস দেখেই কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার বলেছিলেন, জুরেলের মধ্যে তিনি ধোনিকে দেখতে পারছেন।

সেই জুরেল এবার ধোনির ১৯ বছরের পুরোনো এক রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন। ভারতের প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া টুর্নামেন্ট দুলীপ ট্রফির এক ইনিংসে সর্বোচ্চ ৭টি ক্যাচ নিয়েছেন জুরেল। ২০০৫ সালে ধোনিও এক ইনিংসে ৭টি ক্যাচ নিয়েছিলেন।

বেঙ্গালুরুতে গতকাল শেষ হওয়া ভারত 'এ' ও ভারত 'বি' দলের মধ্যকার ম্যাচে ধোনির পাশে বসেন জুরেল। ভারত 'এ' দলের উইকেটকিপার জুরেল 'বি' দলের দ্বিতীয় ইনিংসে একে একে নিয়েছেন যশস্বী জয়সোয়াল, অভিমন্যু ঈশ্বরণ, মুশির খান, সরফরাজ খান, নীতিশ রেড্ডি, সাই কিশোর ও নবদীপ সাইনির ক্যাচ।

উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে রেকর্ড গড়ার পরও হেরে গেছে জুরেলে দল ভারত 'এ'। এতে ম্যাচের ফলেও ধোনি,জুরেল যেন একবিন্দুতে মিলে গেছেন। ২০০৫ সালে মধ্যাঞ্চলের বিপক্ষে ম্যাচের এক ইনিংসে ধোনি ৭টি ক্যাচ নেওয়ার পরও হেরে গিয়েছিল তাঁর দল পূর্বাঞ্চল। ২০০৪,০৫ মৌসুমে হওয়া দুলীপ ট্রফির সেই আসরে অতিথি হিসেবে অংশ নিয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) একাদশ।

২০০৫ সালে ধোনি ভেঙেছিলেন দুই যুগ ধরে টিকে থাকা রেকর্ড। ১৯৮০,৮১ মৌসুমে এক ইনিংসে ৬টি ক্যাচ নিয়েছিলেন সদানন্দ বিশ্বনাথ। দক্ষিণাঞ্চলের হয়ে খেলা এই উইকেটকিপার ছুঁয়েছিলেন সুনীল বেঞ্জামিনকে। প্রয়াত বেঞ্জামিন ১৯৭৩,৭৪ মৌসুমে মধ্যপ্রদেশের হয়ে এক ইনিংসে ৬টি ক্যাচ গ্লাভসবন্দী করেছিলেন।

দুলীপ ট্রফিতে কিপিংয়ে রেকর্ড গড়লেও ব্যাট হাতে দুই ইনিংসেই ব্যর্থ হয়েছেন জুরেল (২ ও ০)। তবে বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৯ সেপ্টেম্বর শুরু হতে যাওয়া চেন্নাই টেস্টের ভারতীয় স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন তিনি। অবশ্য ঋষভ পন্ত প্রায় দুই বছর পর ভারতের টেস্ট দলে ফেরায় একাদশে জুরেলের না থাকার সম্ভাবনাই বেশি।

ইউএস ওপেন জিতে ইতিহাস সিনারের

নিজস্ব প্রতিনিধি: দেড় দশক পর ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠলেন যুক্তরাষ্ট্রের কেউ;টেলর ফ্রিটজের এমন সাফল্য নিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত ছিল উত্তর আমেরিকার দেশটি।

তবে ফাইনালে ওঠা পর্যন্তই। ফাইনালে ফ্রিটজকে ৬-৩ ৬-৪ ও ৭-৫ গেমে হারিয়ে ইউএস ওপেন জিতেছেন ইতালির ইয়ানিক সিনার।

২৩ বছর বয়সী সিনারই প্রথম ইতালিয়ান, যিনি ইউএস ওপেন এককে শিরোপা জিতলেন। এ বছর এটি তাঁর দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্লাম জয়। এর আগে অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জিতে শুরু হয়েছিল সিনারের। ১৯৭৭ সালে আর্জেন্টাইন টেনিস তারকা গিলের্মো ভিলাসের পর প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে একই মৌসুমে নিজের প্রথম দুটি গ্র্যান্ড স্লাম জিতলেন এই ইতালিয়ান।

ইতিহাস গড়া ইউএস ওপেন জয়ের পর আবেগাপ্লুত সিনার সাফল্য উৎসর্গ করেছেন তাঁর অসুস্থ আত্মীয়কে, 'আমার আন্টির শরীর ভালো নেই। আমি জানি না, তিনি কত দিন বাঁচবেন। আমার জীবনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। আমার যদি একটিই চাওয়া থাকে, সেটি হচ্ছে তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সেটি সম্ভব নয়।'

সিনারের সাফল্য-মেশানো আবেগাপ্লুত হওয়ার দিনটি ফ্রিটজের জন্য ছিল বিপরীত। ২৬ বছর বয়সী এই তরুণের সামনে ছিল ২১ বছর পর প্রথম আমেরিকান হিসেবে গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের সুযোগ। তাঁর খেলা দেখতে গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন ২০০৩ সালে ট্রফি জেতা অ্যান্ডি রডিকও।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রকে আরেকটি ট্রফি এনে দিতে না পারায় ব্যথিত ১২তম বাছাই হিসেবে নামা ফ্রিটজ, 'আমি জানি, আমাদের দেশের মানুষ অনেক দিন ধরে একজন চ্যাম্পিয়নের অপেক্ষা করছে। আমি দুঃখিত যে এ বেলায় আমি সেটা পারলাম না।'

সিনার বছরের শুরুতে নিজের প্রথম গ্র্যান্ড স্লাম জিতেছিলেন ঘুরে দাঁড়ানোর দুর্দান্ত গল্প লিখে। সেবার ফাইনালে দানিল মেদমেদেভের কাছে প্রথম দুই সেটে হেরে যাওয়ার পর জিতেছিলেন পরের তিন সেটে। এবার ইউএস ওপেনের ফাইনালে সে অর্থে তেমন কোনো

১০ বছর পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট জয় শ্রীলঙ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: জয়ের সুবাস নিয়েই ওভাল টেস্টের তৃতীয় দিনটা শেষ করেছিল শ্রীলঙ্কা। ১০ বছর পর ইংল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট জিততে যে ১২৫ রান দরকার ছিল লঙ্কানদের। ৯ উইকেট হাতে নিয়ে চতুর্থ দিনটা শুরু করা শ্রীলঙ্কার ১০ বছরের অপেক্ষার অবসান হলো ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই। ২১৯ রানের লক্ষ্য ছুঁয়ে শ্রীলঙ্কা জিতেছে ৮ উইকেটে। প্রথম দুই টেস্টেই হেরে সিরিজ খোয়ানো শ্রীলঙ্কা সিরিজটা শেষ করল একটু মাথা উঁচু করেই।

আর তাতে ওভালে শ্রীলঙ্কার টেস্ট রেকর্ড ১০০ ভাগ নিখুঁতই রইল। এই মাঠে এর আগে একবার খেলে সেই ম্যাচে জিতেছিল শ্রীলঙ্কা। ১৯৯৮ সালের যে ম্যাচটি পরিচিত মুরালিধরনের টেস্ট বলেই। সেই ম্যাচে ১৬ উইকেট নিয়েছিলেন টেস্ট ক্রিকেটে সবচেয়ে বেশি উইকেটের মালিক (৭/১৫৫ ও ৯/৬৫)।

২৬ বছর পর ওভালে শ্রীলঙ্কার আরেকটি টেস্ট জয়ে অবিসংবাদিত নায়ক পাতুম নিশাঙ্কা। ইংল্যান্ডের অফ স্পিনার শোয়েব বশিরকে পয়েন্ট দিয়ে চার মেরেই শ্রীলঙ্কাকে জয় এনে দেওয়া ওপেনার খেলেছেন ১২৭ রানের অসাধারণ এক ইনিংস। ১২৪ বলেই টেস্ট ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ ইনিংসটি খেললেন নিশাঙ্কা। ২৬ বছর বয়সী ব্যাটসম্যানের আগের সর্বোচ্চ ছিল ১০৩। টেস্টের প্রথম ইনিংসেও ৫১ বলে ৬৪ রান করেছিলেন নিশাঙ্কা।

গতকাল রান তাড়া করতে নেমে ১৫ ওভারেই ১ উইকেটে ৯৪ রান তুলে ফেলেছিল শ্রীলঙ্কা। নিশাঙ্কা ৫৩ ও কুশল মেন্ডিস ৩০ রান নিয়ে শেষ করেছিলেন দিন। আজ দিনের পঞ্চম ওভারে কুশলকে (৩৭ বলে ৩৯) ফিরিয়ে ইংল্যান্ডকে একটু আশা দেখিয়েছিলেন পেসার গাস অ্যাটকিনসন। ম্যাথুসকে নিয়ে ১১১ রানের জুটি গড়ে সেই ইংলিশদের সেই আশার সমাধি গড়েছেন নিশাঙ্কা। ১০৭ বলে টেস্ট ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় সেঞ্চুরি ছোঁয়া নিশাঙ্কার পুরো ইনিংসটি সাজানো ১৩টি চার ও ২ ছক্কায়। ১০ বছর আগে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে শ্রীলঙ্কা সর্বশেষ জয়ের ম্যাচেও দলে থাকা ম্যাথুস ৩২ রান করেছেন ৬১ বলে। ম্যাথুস ছাড়াও ১০ বছর আগের হেডিংলির সেই জয়ের ম্যাচ খেলা দিমুথ করুনারত্নে ও দিনেশ চান্ডিমালও ছিলেন ওভালে। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের এই দলটার শুধু জো রুটেরই ছিল শ্রীলঙ্কার কাছে টেস্ট হারার অভিজ্ঞতা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর
ইংল্যান্ড ৩২৫ ও ১৫৬।
শ্রীলঙ্কা ২৬৩ ও ৪০.৩ ওভারে ২১৯/২ (নিশাঙ্কা ১২৭*, কুশল মেন্ডিস ৩৯, ম্যাথুস ৩২* ; অ্যাটকিনসন ১/৪৪)।
ফল শ্রীলঙ্কা ৮ উইকেটে জয়ী।
সিরিজ ৩,ম্যাচ সিরিজে ইংল্যান্ড ২, ১ ব্যবধানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ পাতুম নিশাঙ্কা।

ট্রফি ফেরাতে মরিয়া অস্ট্রেলিয়া, ভারতকে সমীহ করেও রোহিতদের উদ্দেশে হুঙ্কার হেজলউডদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বছরের শেষ দিকে রয়েছে ভারত-অস্ট্রেলিয়া টেস্ট সিরিজ। আগের দু'বার হারলেও দেশের মাটিতে আর একই ফলাফলের পুনরাবৃত্তি চাইছে না অস্ট্রেলিয়া। যত দিন যাচ্ছে একের পর ক্রিকেটার হুঙ্কার দিচ্ছেন রোহিত শর্মাদের উদ্দেশে। এ বার যশ হেজলউড এবং উসমান খোয়াজা জানালেন, ভারতকে হারিয়ে বর্ডার-গাওস্কর ট্রফি ফিরিয়ে আনতে ক্ষুধার্ত তাঁরা।

সম্প্রচারকারী চ্যানেলে হেজলউড বলেছেন, কঠিনতম সিরিজ । ভারতের বিরুদ্ধে খেলতে সব সময়েই ভাল লাগে। ওরা আমাদের পরিবেশ ভাল ভাবেই চেনে। অস্ট্রেলিয়ায় বার বার এসে জেতা সহজ নয়। তবে ভারতের টপ অর্ডার, বিশেষ করে প্রথম ছ'-সাত জন দারুণ খেলে।

হেজলউডের সংযোজন, অভিষেক সিরিজ ওদের বিরুদ্ধে খেলে জিতেছিলাম। সেটাই মনে হয় শেষ সিরিজ জয়। সেই দলের অনেকে এখনও খেলছে। বিরাট কোহলি কত ভাল খেলে আমরা সবাই জানি। আমাদের দলের অনেকেই এখনও ভারতকে টেস্ট সিরিজ হারানোর স্বাদ পায়নি। ট্রেভিস হেড, ক্যামেরন গ্রিনের মতো ক্রিকেটার তৈরি। দারুণ একটা সিরিজ হতে চলেছে।

খোয়াজা বলেছেন, বিশ্বের এক এবং দুই নম্বর দলের লড়াই। বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালেও খেলেছি। এই শত্রুতা অনেক বড় মাপের। আমি ওদের সমীহ করি। ভারত অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে যেমন ভালবাসে, অস্ট্রেলিয়াও তাই। শেষ দু'বার ওরা আমাদের দেশে এসে ট্রফি নিয়ে ফিরেছে। তাই এ বারের লড়াইটা আরও বড় হতে চলেছে। আমরা তৈরি।

সদ্য প্রাক্তন গোলকিপার শিল্টন পালকে সম্মান জানালো কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাব। সোমবার সন্ধেয় ক্লাব আয়োজিত 'মিট দ্য প্রেসে' শিল্টন ধন্যবাদ জানিয়েছেন সকল সাংবাদিকদের। ধন্যবাদ জানিয়ে একটি স্মারক উপহার দেন তিনি। বিটিএ সিএসজেসি ফুটবল স্কুলের শিক্ষার্থীদের জার্সিও তুলে দেন প্রাক্তন গোলকিপার। ছিলেন 'অর্জুন' ফুটবলার শান্তি মল্লিক। বাংলার ফুটবলের সেরা সময় ফিরিয়ে আনার বিষয়ে জোর দেন শিল্টন। বাঙালি ফুটবলারের অভাব নিয়েও তিনি চিন্তিত। বলেছেন, 'খেলা ছেড়ে দিলেও আমি ফুটবলের সঙ্গেই থাকব। এখনই কোচ না হলেও আমি মাঠের সঙ্গে জড়িয়ে থাকতে চাই। যখনই ডাকবেন, আমাকে পাবেন।' শিল্টনের স্ত্রী সায়ানা মন্ডল বলেন, 'আমি ওকে আরও দু'বছর খেলতে বলেছিলাম। আমার কথা শুনল না। তবে, খেলার পাশাপাশি ব্যবসার ক্ষেত্রেও ও একই রকম সিরিয়াস।'

পাকিস্তান ক্রিকেটের বড় সমস্যা রাজনীতি, পক্ষপাত, ক্রিকেট অজ্ঞতা

নিজস্ব প্রতিনিধি: সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ও টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ; দুটি টুর্নামেন্টেই প্রথম পর্ব থেকে বিদায় নেয় পাকিস্তান ক্রিকেট দল। দলটি এ বছর এখন পর্যন্ত জিতেছে মাত্র একটি সিরিজ; সেটাও শক্তি-সামর্থ্য-র্যা ঙ্কিংয়ে তাদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে থাকা আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে।

জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ব্যর্থতার পর নিজেদের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ দিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে চেয়েছিল পাকিস্তান। কিন্তু দেশটির ক্রিকেটে সুদিন ফেরা দূরে থাক, বাংলাদেশের বিপক্ষে ২-০ ব্যবধানে ধবলধোলাই হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাবর আজম-শাহিন আফ্রিদিদের সাম্প্রতিক শোচনীয় পারফরম্যান্সের কারণ হিসেবে পাকিস্তানের খেলাধুলায় রাজনৈতিক প্রভাবকে দায়ী করা হচ্ছে। বিশেষ করে ক্রিকেটে সাফল্যের পথে সবচেয়ে বড় অন্তরায় হিসেবে স্বজনপ্রীতিকে দেখা যাচ্ছে, যা এরই মধ্যে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

গত সপ্তাহে বাংলাদেশের কাছে সিরিজ হারের পর টেস্ট র্যা ঙ্কিংয়ের আটে নেমে গেছে পাকিস্তান, যা ১৯৬৫ সালের পর তাদের সর্বনিম্ন অবস্থান। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ২০২৩-২০২৫ চক্রের পয়েন্ট তালিকাতেও আটে নেমে গেছে দলটি। পাকিস্তানের জন্য ঘরের মাঠও যেন পরের মাঠ হয়ে উঠেছে। নিজেদের মাটিতে সর্বশেষ ১০ টেস্ট জয়হীন থাকা সে কথাই বলছে।

বর্তমানে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান সৈয়দ মহসিন রাজা নাকভি, যিনি একই সঙ্গে দ্বিতীয়বারের মতো পূর্ণকালীন মেয়াদে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দায়িত্ব পালন করছেন। দেশটি সব সময় জঙ্গি হামলার শঙ্কায় থাকে। ফলে নাকভিকে বেশির ভাগ সময় মন্ত্রণালয় সামলানোর কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। ক্রিকেট সংগঠক হিসেবেও তাঁর কোনো নাকডাক ছিল না।

পিসিবির চেয়ারম্যান পদটাও যেন সবচেয়ে ক্ষণস্থায়ী চাকরিগুলোর একটি হয়ে উঠেছে। পূর্ণকালীন ও অন্তর্বর্তীকালীন মিলিয়ে নাকভি গত ২২ মাসের মধ্যে বোর্ডের পঞ্চম চেয়ারম্যান!

শুধু বোর্ডের শীর্ষ পদেই নয়; মাঠেও অনেক রদবদল এসেছে। গত দুই বছরে পাকিস্তান দলে ৪ জন প্রধান কোচ, ৩ জন অধিনায়ক দেখা গেছে। ঘরোয়া ক্রিকেটের বিভিন্ন সংস্করণেও অনেক বদল এসেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, রাজনীতিবিদদের স্বেচ্ছাচারিতার কারণেই পাকিস্তান ক্রিকেটে এমন অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। যেটার সরাসরি প্রভাব পড়েছে খেলোয়াড়দের পারফরম্যান্সে।

পিসিবির সাবেক মিডিয়া ম্যানেজার ও ক্রিকেটবিষয়ক সাংবাদিক আহসান ইফতিখার নাগি বার্তা সংস্থা এএফপি বলেন, 'এটা (রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ) দলের পারফরম্যান্সে বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। বোর্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতা থাকলে তা মাঠের পারফরম্যান্সকে প্রতিফলিত করবেই।'

সাংবাদিক নাজাম শেঠি তিন দফা পিসিবির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর মতে, এটি কর্মভারহীন পদে পরিণত হয়েছে এবং কারও পরিচয়কে চাকচিক্যভাবে ফুটিয়ে তোলার জন্যই করা হয়েছে, 'সেনানায়ক, বিচারক ও আমলাদের শুধুমাত্র খেলার প্রতি ভালোবাসা থেকে (পিসিবির চেয়ারম্যান হিসেবে) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। খেলা সম্পর্কে তাঁদের কোনো জ্ঞান নেই। আবার অনেক ক্ষেত্রে (সাবেক) ক্রিকেটারদের নিয়োগ দেওয়া

হয়েছে। কিন্তু ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কোনো অভিজ্ঞতা নেই।'

বৈশ্বিক টুর্নামেন্টে পাকিস্তান সর্বশেষ বড় সাফল্য পেয়েছে ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে। সে বছর ফাইনালে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতে হারিয়ে শিরোপা জেতে পাকিস্তান। এরপর আইসিসি আয়োজিত আসরে তাদের সেরা সাফল্য হয়ে আছে ২০২২ টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রানার্সআপ হওয়া। দলটি নিজেদের মাটিতে ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারির পর আর কোনো টেস্ট জিততে পারেনি।

বাংলাদেশের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজে পাকিস্তান ধবলধোলাই হওয়ার পর থেকে পিসিবি চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি ও তাঁর নেতৃত্বাধীন পরিচালনা পর্ষদের বোর্ড ব্যবস্থাপনা নীতি নিয়ে সমালোচনা চলছে। দেশটির সংসদ ও সংবাদমাধ্যমে তাঁকে পদত্যাগের আহ্বানও জানানো হয়েছে।

পাকিস্তানের দৈনিক এক্সপ্রেস ট্রিবিউন লিখেছে, '১৯৯৮ সাল থেকে পাকিস্তানে যত শাসক এসেছেন, সবাই তাঁদের বাছাই করা ও পছন্দের ব্যক্তিকে পিসিবির চেয়ারম্যান পদে বসিয়েছেন যেন তাঁরা নিজেদের মতো করে খেলাটি চালাতে পারেন। ক্রিকেটকে ধ্বংস করার জন্যই এমনটা করা হয়েছে। পদে বসার পর তাঁরা আসলে নিজেদের এজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের প্রাথমিক লক্ষ্য থাকে পদ আঁকড়ে ধরে থাকা এবং দেশের ক্রিকেটের ক্ষতি করে মোটা অঙ্কের অর্থ উপার্জন করা।'

সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে নাকভির দ্বৈত দায়িত্ব (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পিসিবি চেয়ারম্যান) নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল। সংবাদ চ্যানেল এআরওয়াইকে সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের ঘনিষ্ঠ সহযোগী রানা সানাউল্লাহ খান। নাকভির পক্ষে সমর্থন কমে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়ে রানা সানাউল্লাহ বলেছেন, 'দুটি দায়িত্বই তাঁকে পূর্ণকালীন মেয়াদে পালন করতে হচ্ছে। এরপরও তিনি চালিয়ে যাবেন কি না, সিদ্ধান্ত তাঁর।'

পাকিস্তানের বর্তমান জনসংখ্যা ২৪ কোটির বেশি। দেশটিতে ক্রিকেটই সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা এবং এই খেলাই তাদের সমাজের সব বিভাজন দূর করে। সেখানে ক্রিকেটারদের জাতীয় বীর মনে করা হয়, নামীদামি ব্র্যান্ড তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। যেদিন বড় ম্যাচ থাকে, সেদিন পথঘাট একদম ফাঁকা হয়ে যায়।

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান আন্তর্জাতিক ক্যারিয়ারে অনেক সাফল্য পেয়েছেন। ইমরানের নেতৃত্বেই ১৯৯২ সালে বিশ্বকাপ জেতে পাকিস্তান। খেলোয়াড়ি জীবনে পাওয়া ঈর্ষণীয় সাফল্যের পর তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন। ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন ইমরান। সেই তাঁকেই সর্বশেষ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে তিনি কারাবন্দী।

বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তান টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার পর কারাগার থেকেই বিবৃতি দিয়েছেন ৭১ বছর বয়সী ইমরান খান। বিবৃতিতে তিনি দাবি করেন, তাঁকে আটকে রাখা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের অংশ এবং একই কারণে দেশটির ক্রিকেটও এমন দুরবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ন্যায্য কথা বলতে তাঁকে বাধা দেওয়া হচ্ছে বলেও দাবি করেন ইমরান।

বিবৃতিতে ইমরান বলেন, 'একটি জাতি তখনই ধ্বংস হয়, যখন অযোগ্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত লোকদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বসানো হয়। ক্রিকেটের মতো একটি কৌশলগত খেলাতেও (বোর্ডে) পছন্দের লোককে শীর্ষ পদে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। মহসিন নাকভির যোগ্যতা কী?' ইমরান খান এ ধরনের বিবৃতি দিলেও তাঁর সময়েও পিসিবিতে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উঠেছিল। ইমরানের ইচ্ছাতেই তাঁর সাবেক সতীর্থ রমিজ রাজাকে বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছিল। এ ছাড়া ঘরোয়া ক্রিকেটেও তিনি হস্তক্ষেপ করেছিলেন। মোট কথা, স্বজনপ্রীতি, পক্ষপাতিত্ব ও রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা পাকিস্তানে একটি রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, ইমরান খান নির্বাচনের দুর্নীতিবিরোধী প্রচারাভিযানে নেমেছিলেন। এরপর শক্তিশালী সামরিক সংস্থার সহায়তায় ক্ষমতায় এসেছিলেন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**